শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

১৭ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট- কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মেট্‌কাফ্‌ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

১৩১৯

মূল্যের তালিকা

"অশোক-গুচ্ছ"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ২৲ দুই টাকা, কাপড়ে ১।০ দেড় টাকা, কাগজে ১৲ টাকা।

"গোলাপ-গুচ্ছ"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ২৲ দুই টাকা, কাপড়ে ১।০ দেড় টাকা, কাগজে ১৲ এক টাকা।

"পারিজাত-গুচ্ছ"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ২৲ দুই টাকা, কাপড়ে ১॥০ টাকা, কাগজে ১৲ এক টাকা।

"শেফালি-গুচ্ছ"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ১৸০ সাত সিকি, কাপড়ে ১।০ পাঁচ সিকি, কাগজে ৸০ বার আনা।

"অপূর্ব্ব-নৈবেদ্য"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ১৸০ সাত সিকি, কাপড়ে ১।০ পাঁচ সিকি, কাগজে ৸০ বার আনা।

"অপূর্ব্ব-শিশুমঙ্গল"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ১।০ পাঁচ সিকি, কাপড়ে ৸০ বার আনা, কাগজে ॥০ আনা।

"অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ৸০ বার আনা, আট আনা, কাগজে ।০ চারি আনা।
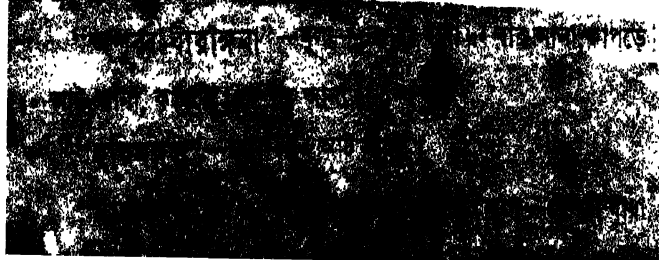
উৎসর্গ

যাঁহার চিত্ত-নন্দন ফুল্ল পারিজাতে

চিরদিন সৌরভপূর্ণ,

যাঁহার বন্ধুপ্রীতি অতুলনীয়া,

পরহিত-যজ্ঞে যিনি

নিজ জীবনকেও আহুতি দিতে প্রস্তুত,

যাঁহার কবিতা

পারিজাত-মালার মত ঐশ্বর্য্য-শালিনী,

যিনি আমাকে রক্ষা না করিলে

আমি অন্ধত্ব প্রাপ্ত হইতাম ও অকূল বিপদ-সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতাম,

সেই সোদরপ্রতিম অকৃত্রিম বন্ধু

চিত্তরঞ্জন দাসকে

নিবেদন।

কাল ৺শারদীয়া পূজার আরম্ভ। শ্রীভগবানের অপার মহিমা-প্রভাবে ও তাঁহার ভক্ত-মণ্ডলীর আশীর্ব্বাদ-বলে, গত দশ দিনের মধ্যে, আমার প্রণীত ও প্রকাশিত দশখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া আজ (৩০এ আশ্বিন—বুধবারে) প্রকাশিত হইল। আমার বন্ধুবর সুকবি প্রবোধচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত "দেউল" কাব্যও অদ্য প্রকাশিত হইত; কিন্তু গ্রন্থখানির আকার কিছু ছোট হইয়াছে বলিয়া, তিনি এক্ষণে প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। সম্ভবতঃ কাব্যখানি ১০।১৫ দিবসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে।

যাহাতে গ্রন্থগুলি এই কয় দিবসের মধ্যেই মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য পুত্রপ্রতিম শ্রীমান্ ভবতারণ সরকার বি, এ—শ্রীকৃষ্ণপাঠশালার হেড্‌মাষ্টার—যার পর নাই পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ ছিল, তথাপি তিনি "একা—একশত" হইয়া খাটিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য-ব্যতিরেকে এ "অসাধ্য" কখনই "সাধ্য" হইত না। আশীর্ব্বাদ করি তিনি

ব্রেরার মাসিক পত্রাদি দিয়া প্রেস্‌গুলির জন্য কাপি প্রস্তুত করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ-গুণে এই নয় দশ দিনের মধ্যেই আমার প্রায় সমস্ত গ্রন্থগুলির কবিতা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম। এজন্য আমি তাঁহাদের কাছে চিরঋণী হইয়া রহিলাম।

গত দুই তিন দিবসের মধ্যে Acme প্রেসের আমার বন্ধুরা,—কবি চিত্তরঞ্জন দাস, কবি প্রবোধচন্দ্র ঘোষও আমার ফটোর ব্লক্ প্রস্তুত করিয়া ও ছবিগুলি প্রিণ্ট করিয়া আমাকে যারপর নাই সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদের কাছেও আমি চিরঋণী হইয়া রহিলাম।

বাণী প্রেস, এমেরাল্ড প্রেস, নিউ ইণ্ডিয়া প্রেস, সাণ্ডেল প্রেস, ভিক্টোরিয়া প্রেস, মেট্‌কাফ্ প্রেস, মেট্‌কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ও আমার ধন্যবাদের পাত্র। সহৃদয় বন্ধু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র,স্নেহাস্পদ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,মোহিতমোহন মজুমদার, কৃষ্ণবিহারি গুপ্ত, ভূতনাথ সাহা, নলিনীমোহন ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ পাল ও কয়েকটি ছাত্র বিবিধ প্রকারে,আমাকে যথেষ্ট সাহায্যদান করিয়াছেন ; এজন্য তাঁহারাও আমার ধন্যবাদের পাত্র।

"অশোক গুচ্ছ" কাব্যে, "স্বর্ণলতা" কবিতার গৌর-চন্দ্রিকাটি ভ্রমবশতঃ মুদ্রিত না হওয়ায়, কবিতা ও পাঠক উভয়েই বিপন্ন হইয়াছেন। সংক্ষেপে গল্পটি এই—স্বর্ণলতার পিতা ঘোর মাতাল ছিল। তাহার বালিকা কন্যার হাতে একটি দু-আনি ছিল; অনুরোধসত্ত্বেও বালিকা সে দু-আনি মাতাল পিতাকে দেয় নাই,—এই জন্য পাষণ্ড পিতা কন্যার বুকে সজোরে পদাঘাত করে। কন্যা মরিয়া গেল, কিন্তু সে, নিজমুখে, কন্যা-হন্তার নাম প্রকাশ করে নাই।

অবকাশ-অভাবে "মালঞ্চে"র ভূমিকা লিখিয়া উঠিতে পারি নাই। তা হউক্,—Good wine needs no bush.

গ্রন্থগুলিতে শত শত ত্রুটী রহিয়া গেল। আশা করি, সহৃদয় পাঠকপাঠিকারা মার্জ্জনা করিবেন।

বিনীত—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

সূচীপত্র

পারিজাত-গুচ্ছ

কবিতারাণীর প্রতি

১

আজি এ বসন্তে, হৃদি-কুঞ্জে-কুঞ্জে,
ফুটিয়াছে অকস্মাৎ,
স্তবকে স্তবকে, আরক্ত, সুরভি
নন্দনের পারিজাত !
কোন তরুটিরে বিপদ-মেনকা,
দোহদ-লীলায় রতা,
শ্রীপদ-তাড়নে করেছে পুষ্পিতা,—

কোনো তরুটিরে কল্পনা-উর্ব্বশী
বকুলের মত চুমি,
করেছে পুষ্পিত !-- মধুপে মধুপে
ভরি গেছে কুঞ্জভূমি !
কোন তরুটিরে, করেছে পুষ্পিতা
ভক্তিদেবী চুপে আসি !
সে তরু-শাখায়, ঝুলনের রাত্রে
ফোটে বৃন্দাবনী হাসি।

এত যে মহিমা, এত সে গরিমা
কবি-হৃদি-কুঞ্জ-বনে,
সকলি বেঠিক্, সকলি অলীক,
তো বিনে, লো বরাননে !
উর উর আসি, বিম্বাধরে হাসি,

এস ভাবময়ি, এস লীলাময়ি,
দেবেন্দ্র-নন্দন-রাণি !
কি মাধুরী-ভরা, পলে পলে ধরা,
চুম্বি রাঙ্গা পা দু'খানি !
বুকে শত সুখ অপরের সুখে
শত দুঃখ পরদুঃখে !
এস বিশ্বরমা, অরুন্ধতীসমা,
বিশ্বপ্রেম-ভরা-বুকে !

পারিজাতে গড়া সোণালি কাঁকণ,
আয়লো পরাই হাতে ;
পারিজাতে-গড়া সুন্দর মুকুট,
আয় লো বসাই মাথে !
পারিজাতে গড়া মধু-কলস্বরা
দেখ্ আলি কি শিঞ্জিনী।
দু'চরণে তোর পিক্-কলকলে
বাজুক তা রিণি রিণি !

চারিধারে শোন্ উছল উছল
পুণ্য-মন্দাকিনী-জল !
চারিধারে শোন্ বীণা জিনি-কণ্ঠে
গাহিছে অপ্সরীদল !
অনন্তযৌবনা, লো চিরনবীনা,
তুইও লো ধর্ সুর,—
বিশ্ব-প্রেম-গীতে ভূলোক, দ্যুলোক
হোক্ আজি ভরপুর !

পুরাতন বর্ষের বিদায়।

"বিদায়! বিদায়! বৃদ্ধ! মরণের কাঁধে
রাখি ভর, যাও বর্ষ! অনন্তের পারে।
শঠ-প্রবঞ্চক-আখ্যা পেয়ে দ্বারে দ্বারে,
প্রদোষে এসেছ ফিরি, নিরাশে, বিষাদে।
মুছ তব অশ্রুজল; অতিথি-সৎকারে
মরণ নাহিক হারে; ভুলি অবসাদে,
রাখি ভর মরণের সুধাপূর্ণ কাঁধে,
ভুঞ্জ গিয়া শান্তিসুখ, পারাবার-পারে।"
এইরূপে চিতানলপার্শ্বে দাঁড়াইয়া,
মৃতেরে বিদায়-বাণী কহিতে কহিতে,
একি মূর্ত্তি! কোথা হতে এল আচম্বিতে?
সুরভি আঘ্রাণে গেল বসুধা ছাইয়া!
বৃদ্ধ গেল!—আজি এই বৈশাখী ঊষায়
তুমি কে, সুন্দর যুবা? তুমি কে হেথায়?

নববর্ষের আবাহন।

তুমি কে ! তুমিই কি গো নব যাদুকর
নববর্ষ ! আশা-দ্বীপ অকূল পাথারে !
এস হে মঙ্গলবাদ্য হাহার আগারে,—
বান্ধবহীনের বন্ধু ! আইস সত্বর !
বরিষ কুসুমরাশি এ মরু-উপর ;
নিবাও এ ধূ ধূ চিতা শান্তির আসারে ;
খেলাও মলিন ওষ্ঠে হাসির লহর ;
জাগাও শোণিত সুপ্ত ধমনী-মাঝারে !
যা' হ'বার হ'য়ে গেছে,—ভুলিয়া কাহিনী
আগেকার,—বিশ্বাসিব মোরাও তোমারে
তুমি যেন হে সুন্দর ! কুৎসিত আচারে
দিও না আননে তব কলঙ্ক-লেপনি।
নিতি নিতি নব বেশে হাসে ঊষা সতী,—
রহিও চির-তরুণ তুমিও তেমতি !

(৫)

আকুঞ্চিত রেখা পড়ে ললাট-প্রাঙ্গণে
যুবকের ; শুভ্র হয় কৃষ্ণকেশ-হার ।
তা' ব'লে কি যাদুকর ! বরিষা-দুর্দ্দিনে
শুনাতে নারিবে তুমি কোকিল-ঝঙ্কার,
আকুলি মরম-গ্রাহী দিগঙ্গনাগণে ?
তা' ব'লে কি যাদুকর, হেমন্ত-তুষার,
ধবলিলে কেশ তব নিঠুর-বর্ষণে,
রবে না তরুণ ওই হৃদয় তোমার ?
কনক-গ্যাঁদার রাশি নাহি কি ফুটিবে ?
নাহি কি লুটিবে অলি দোপাটির বাস ?
সুন্দর শশক-শ্রেণী নাহি কি ছুটিবে,
ঝোপ হ'তে, ইতি-উতি, পাইয়ে তরাস ?
হে বর্ষ ! যদিও কালে রূপ হ্রাস হয়,—
রেখ, রেখ, চির-নব তরুণ হৃদয় !

(ঐ)

আকালিক ধূমকেতু হইলে উদয়,
হয় যথা হত্যাকাণ্ড, রোদনের রোল,
"হা অন্ন হা অন্ন" রবে, করি' গণ্ডগোল,
কাঁদে শিশু যুবা বৃদ্ধ হ'য়ে নিরাশ্রয় ;
শ্রীভ্রষ্টা বসুধা আহা পতিহীনা হয়—
তেমন রাক্ষস ভাব করিয়ে ধারণ,
হে বর্ষ ! এ আনন্দের চারু নিকেতন
কোর না, কোর না, যেন মরুর নিলয় ।
ধন ধান্যে ভ'রে দিও ইন্দিরার ঝাঁপি ;
বাণীর প্রসাদ হোক্ নর-নারী প'র !
কাঙাল-নয়নে আর যেন না বিলাপী
মুঞ্চে অশ্রু ; মন্ত্রে তব ওহে যাদুকর !
সৃজ হ্রদ, নদী, নদ, পুষ্প-উপবন,—
ব্যাপিয়া এ সুখময় মানব-জীবন !

বৈশাখ মাস।

আজি দিবা দ্বিপ্রহরে, আম্রের উদ্যানে,
হেরিলাম মূর্ত্তিমান্ বৈশাখ মাসেরে !
ঈষৎ ঈষৎ রক্ত মদির নয়ানে
ঢুলু ঢুলু নিদ্রাবেশ ; স্বেদ নাহি ঝরে,
থাকে লগ্ন মুক্তা-প্রায় ললাট উপরে।
আম্রমুকুলেতে গাঁথা অলিময় হার,
গলদেশে লম্বমান, শোভার আধার ;
সুরভি, মৃদুল উষ্ণ, নিশ্বাস সঞ্চরে।
বসি আম্রতলে, সুখে পৃষ্ঠ হেলাইয়া,
করিছে আম্রের সংখ্যা সুপ্রসন্ন মনে।
কি শান্ত বিরাট মূর্ত্তি ! পুরুষ আসিয়া,
হেরিছেন প্রকৃতিরে যেন সঙ্গোপনে !
অবাক্ উৎকর্ণ হয়ে, শুনিছে আবার,
দিগন্ত-দিগন্তব্যাপী কোকিল-ঝঙ্কার !

আম্রফল।

আমি জানি, যক্ষ যথা আগুলি' যতনে
রাখে কুবেরের ধন, আম্রফলগুলি
তেমতি বৈশাখ রাখে যতনে আগুলি'।
তুলিকা ডুবায়ে ঘন রবির কিরণে,
প্রতি শিশু আম্রফলে সোহাগে আন্দোলি.
ক'রে সুরঞ্জিত মরি কনক বরণে।
আমি জানি, এইরূপে যতনে আগুলি',
রাখে রে বৈশাখমাস ফলশিশুগণে।
কিন্তু আজি অকস্মাৎ একি হ'ল হায়!
বহিল তুমুল ঝড় কোথা হ'তে আসি,—
বালক বালিকা যত ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়,
যক্ষের উদ্যান-পানে, গাল-ভরা হাসি!
টুপ্ টাপ্ করি পড়ে যক্ষের রতন,—
শিশুরা উল্লাসে করে অঞ্চল-পূরণ!

শিলাবৃষ্টি।

বৈশাখী দিবার শেষে ধরারে জুড়াতে,
একি তব বৃষ্টিধারা ওহে দেবরাজ ?
বৈশাখ মাসের আহা অসহায় মাথে,
বল ওহে বজ্রপাণি ! এ নয় কি বাজ ?
কড়্ কড়্ কড়্ কড়্ করকা-আঘাতে,
দুঃখী গৃহস্থের আশা বুঝি হয় চূর ;
"সম্বর সম্বর ক্রোধ, দয়াল ঠাকুর" !—
ডাকে তারা আর্ত্তস্বরে অনাথের নাথে !
থামিল বৃষ্টির ধারা, জলধরমালা
আকাশে বলাকা যেন, উড়িয়া চলিল,—
আশার আলোকে পুনঃ নয়ন উজালা
মেলিয়া, গৃহস্থ সবে চাহিয়া দেখিল—
দূরে গেছে জলধর ; নিশ্চিন্ত হইয়া,
জ্বালিল সন্ধ্যার দীপ, শঙ্খ বাজাইয়া।

বৈশাখী ঝড়।

বহে ঝড়—হে সমীর, মুখে অগ্নি ধরি,
(যেন কোন বাজিকর) মরিয়া হইয়া,
আজি কোন্ অর্থ-আশে বেড়াও ছুটিয়া ?
চৈত্রে যত জীর্ণ পত্র গিয়াছে ত' ঝরি,
তাহে কি শমনদূত ! মিটেনি'ক আশ ?
চাও কি হরিতপত্র ? নবীন বল্লরী ?
হেরি তোমা সর্ব্বভুক্ ! উপজে তরাস,
সমধর্ম্মী নিয়তির আচরণ স্মরি।
ফল-উনমুখী আশা হয় রে যেমনি,
অমনি তাড়ায় তারে প্রেত-আশাপাশে ;
উদ্যমের গলে দিয়া রজ্জুর বন্ধনী,
নিয়তি হত্যার কাণ্ড সাধে অনায়াসে !
চৈত্রে যত জার্ণ পত্র গিয়াছে ত' ঝরি,—
তবু চায় নব পত্র, শ্যামল বল্লরী !

(ঐ)

তুমিই না ছিলে বায়ু! ফাল্গুনে মলয় ?
কোথা সে সুশীল ভাব, সে সুরভি শ্বাস ?
নিরখি তোমারে আজি দানব দুর্জ্জয়,
তুমিই যে সেই ছিলে হয় না বিশ্বাস !
হে প্রকৃতি ! হে পুরুষ ! ঘুচাও সংশয় ;
বদনে মুখস্ দিয়া করিবারে বাস
পারি না, পারি না আর ! ফাল্গুন-মলয়
ধরে কি পৈশাচ-ভাব গেলে দু'টি মাস ?
তব এ অসীম রাজ্যে আসন বিস্তারি
এ রহস্য আছে মিশি ছায়ালোক সহ ;
জনম যাহারে বলে,—রূপান্তর তারি
মরণ কি ? যার খেলা হেরি অহরহ
আতঙ্কিত প্রাণ ! আহা ! এই যদি হয়,
এস তবে প্রাণারাম মরণ-মলয় !

(ঐ)

এই রহস্যের চাবি এই যদি হয়,
হে বৈশাখ-বায়ু ! হেথা বসন্ত আবার
আসিলে, নিশ্চয় তুমি হইবে মলয় !
হে মৃত্যু ! ধরিবে তুমি জন্মের আকার !
লভি তব সুখস্পর্শ সুন্দর চুম্বন,
'হে মরণ ! শুইয়া ও উৎসঙ্গে তোমার,
পাইব, পাইব পুনঃ, নূতন জনম,
হইবে, হইবে শেষ, জরতী-লীলার !
নায়িকার আলিঙ্গনে নায়ক যেমন,
কদম্ব-পুলক-ভরা দেহ ও আত্মায়,
প্রতি রেণুমাঝে পায় নূতন জীবন,
জড়িমা-জড়িত বাণী শোভে কবিতায়,
হে মরণ ! লভি তব সুন্দর চুম্বন,
পাব পুনঃ কৃষ্ণকেশ, মুকুতা দশন ।

প্রজাপতি।

মনসাধে খেলা তবে কর্ প্রজাপতি !
নহে রে, নহে রে কভু মুহূর্ত্তের খেলা
সৌর-রঙ্গভূমে তোর ; হবে শুভগতি
তোর, রে চারু পতঙ্গ, ফুরাইলে বেলা।
চিত্র পাখা হ'তে দুটি কৃষ্ণরেণু ঝরি
পড়িল মল্লিকা-গর্ভে ; ধবল সেঁউতি
রাজিল, একটি পীত কণিকা আহরি,
উধাও পতাকা হ'তে, চারু প্রজাপতি !
জড় সড় মেদা-শিরে ধীরে দিয়ে ভর,
টগর ও গন্ধরাজে বাম দিকে রাখি,
মধুর করবীকুঞ্জে যাও রে সত্বর,
যথা আছে ছানা তোর, মোহনীয়া পাখী
বৈশাখী কিরণ পিয়ে, বড় সুখী তারা !
মায়েরে নিরখি এবে হবে মাতোয়ারা !

শিরীষ ফুল।

হে যুবক! লীলাময়ী তোমার প্রিয়ার
নহে কি গো সুখস্পর্শ অধর-বান্ধুলি?
হে জননি! নহে কি গো অতি সুকুমার
তোমার ও নবজাত ননীর পুতলি?
শুকের উদর কিম্বা কপোত-গ্রীবার
তুলনা, তা'দের সাথে কি হইবে তুলি?
মানি বটে শতগুণে আরো সুকুমার
প্রিয়ার অধর আর ননীর পুতলি!
বৈশাখী উষায় আজি ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
একমাত্র তুলনার সামগ্রী আজিকে
পাইয়াছি; হের ওই মণ্ডিত রজতে
শোভিছে যে চারু বৃক্ষ, তাহার অলকে
শোভিছে কুসুমরাজি, ছবি সুষমার—
শিরীষ, প্রকৃতি-শিশু, অতিসুকুমার!

কাট্‌ঠোক্‌রা।

কি হইল ? কি হইল ? আজি এ বিজনে
কেন রে শুনিতে পাই চাপা হাহাকার ?
উদাস হইল চিত !—জাহ্নবী-পুলিনে
ল'য়ে যায় শব যবে করিয়ে চীৎকার
"হরিবোল" "হরিবোল" ;—পশিলে শ্রবণে
গভীর নিশীথে সেই ভীম সমাচার,
তুমুল ঝটিকা বহে হৃদয়-গগনে,
মৃত স্বজনের মূর্ত্তি স্মরি বার বার ;—
তেমতি উদাস আজি হইল পরাণী !
শেষে আতি-পাতি করি, খুঁজি চারিদিকে,
জানিনু, একটী পাখী করিছে এ ধ্বনি,
শিমুলের অন্তরালে, বসি ঘনশাখে !
ও নয় রে থেকে থেকে চাপা হাহাকার ;—
কাট্‌ঠোক্‌রার ও যে বিকট চীৎকার।

তক্ষক, গীরগীটী প্রভৃতি।

তক্ষক ডাকিল ওই ভিত্তির ফাটালে,
আলক্ষ্মীর বরপুত্র! কি বিকট ডাক্!
জনশূন্য ভগ্ন গৃহে, এ মধ্যাহ্নকালে,
বাজাইছে মনসুখে অমঙ্গল-শাঁখ।
শিরাময় গীরগীটি, হের, বসি চালে,
(শ্রান্ত বিধাতার সৃষ্টি) ধরাপানে চায়;
ব্যূহ রচি, পিপীলিকা আসি পালে পালে,
নিপতিত ডিম্ব-শবে বহি লয়ে যায়।
সাবধান! ও নয় রে মূল—সাবধান!
বৃক্ষকাণ্ডে জড়াইয়া অজাগর ফণী!
সত্বর পলাই চল, ত্যজি এই স্থান,
স্মরিয়া গরুড়ে আর মনসা-কাহিনী!
যতেক রাক্ষস, পেয়ে নিদাঘের সাড়া,
অন্নসত্রে জুটিয়াছে, হ'য়ে মাতোয়ারা।

নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী।

আবার এসেছে হেথা হিরণ্যকশিপু,
ল'য়ে সঙ্গে ছদ্মবেশী লক্ষ পারিষদে।
অন্যায় যুদ্ধেতে পটু নৃশংস এ রিপু,
ত্রাহি, হে নৃসিংহদেব, ত্রাহি এ বিপদে!
করে এরা সুমহান্ হিন্দুত্বের ভান্,
মনুর দোহাই দেয় প্রতি পদে পদে,
আচার্য্য সাজিয়া, করে অসত্য আখ্যান,
ত্রাহি, হে নৃসিংহদেব, ত্রাহি এ বিপদে!
হায় আমি অভাজন—প্রহ্লাদের মত
কোথায় অচলা ভক্তি, সরল বিশ্বাস?
ভরসা তোমার দয়া—ঘোর এ বিপদ;
তুমি না রাখিলে প্রভো! হবে সর্ব্বনাশ।
আজি তব চতুর্দ্দশী! সত্যস্তম্ভ হ'তে
উর ধর্ম্ম, উর আজি, দৈত্যে বিনাশিতে।

সীতানবমী।

লাঙ্গল বহে না আর ;—বৃষভযুগল
কেন রে স্তম্ভিত হ'য়ে সহসা দাঁড়ায় ?
মরকত-দ্যুতি সম করে ঝলমল
ও কি ওই মধ্যক্ষেত্রে ? সুধাই তোমায়
হে ধরিত্রি ! তোমার ও সরস অন্তরে
ফুল হাসে, লতা দোলে, উৎস বেগে ধায়.
আজি কিন্তু চিরপ্রথা বিস্মরণ ক'রে,
কেমনে গো প্রসবিলে জীবন্ত লতায় ?
এ নয় সামান্যা কন্যা—হাসিছে মধুরে,
হেরি যুগ্ম বৃষভের ধূসর আকার ;
এ রতন ছিল গুপ্ত কোন্ সে আকরে ?
ধন্য ওগো রত্নগর্ভা, গরভ তোমার।
বাজা রে মিথিলাবাসী শঙ্খঘণ্টারোলে,—
উঠিল ওই যে সীতা জনকের কোলে !

গৃহে অগ্নি।

"এ নহে খাণ্ডব বন দেব বৈশ্বানর!
ক্ষুদ্র এই জনপদ, শিরে খড় বহি,
আছে খাড়া কোন মতে গৃহস্থের ঘর,
কত কষ্টে রৌদ্র বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত সহি"—
বৃথা মোর অনুনয়;—করুণা-বধির
করিয়া বাহির শত লোলজিহ্বা অহি,
উদ্গারিয়া কালান্তক শ্বাস রহি রহি,
দংশিল রে কুটিরের অন্তর বাহির।
ঢাল্ জল, ঢাল্ জল, চালের উপরে।
হে জননি, এলো চুলে, পুত্রে বক্ষে ল'য়ে,
ঝটিতি পলায়ে এস; বৃদ্ধ জনকেরে
ল'য়ে কাঁধে, এস যুবা শীঘ্র পলাইয়ে!
মুখ গেছে ঝলসিয়া আহা তোমাদের,—
থাক বেঁচে, আবার ঐশ্বর্য্য হবে ঢের!

নিদাঘের রৌদ্র।

নিদাঘের তীব্র রৌদ্র ! ও রূপ তোমার
ধেয়ায়িনু চিত্তে আজি ; হৃদি-চক্ষে হায়
লাগিল রে ঘোর ধাঁধাঁ ; হেরিনু আঁধার !
ও রুদ্র-মূরতি তব ধেয়ান' কি যায় ?
আলোক-বীণার সুর সপ্তমে চড়ায়ে,
বাঁধিয়াছে মহাগুণী পুরুষপ্রবর ;—
সে মূর্চ্ছনা, সে গমক, কে দিবে বুঝায়ে
আমরা প্রতিভাহীন, নিতান্ত বর্ব্বর।
মূঢ় !—যেই বিশ্বব্যাপী কারণ-সাগরে,
ফুটিতেছে অহর্নিশি আলোক-বুদ্বুদ,
জানিতে নারিলে যদি কি দ্রব্য অদ্ভুত,
পরিমাণ-দণ্ড তবে কেন ল'য়ে করে,
দাঁড়ায়ে সমুদ্রতটে ? ছাড় অভিমান,
ওহে কপিলের শিষ্য ! দাম্ভিক ! অজ্ঞান

সূর্য্য।

নমো নমো ভো আদিত্য! জ্যোতির নির্ঝর!
যে মহিমা মহাঋষি ঋক্ সমুচ্চারি,
গাহিতে নারিলা উচ্চে, ক্ষীণ কণ্ঠস্বর,
কেমনে ঘোষিবে তাহা, হে ব্যোমবিহারি?
তোমার ও মাধ্যাকর্ষ-কিরণের টানে,
পুষ্প লতা হয় যথা হেসে কুটি কুটি,
নরনারী কার্য্যক্ষেত্রে করে ছুটাছুটি,
কি এক বিদ্যুৎ ছোটে প্রকৃতির প্রাণে,—
তেমতি প্রভাতে নিত্য, কে যেন গো ধরি,
টানি মোরে, ল'য়ে যায়, তোমার সকাশে!
বিস্ময়ে সরে না বাক্—চিত্ত যায় ভরি,
নব আশে, নবোৎসাহে, নবীন উল্লাসে!
হয় ইচ্ছা করিবারে মঙ্গল-আরতি;
পরন্তু বিস্ময়ে দেব! সরে না ভারতী।

পূর্ণিমা।

ফুরাইল দীর্ঘ দিবা ;—নিদাঘ কিরণে
তপ্ত ধরা, ছাড়িতেছে বিরাম-নিশ্বাস।
এস সখে, এই বেলা, যাই দুই জনে,
হেরিবারে যামিনীর মাধুরী-বিলাস।
আজি পূর্ণ নিশানাথ! নৈশ সুখোচ্ছ্বাস
যতনে, হৃদয়কুম্ভে, ভরিব গোপনে ;
গ্রামের পশ্চিমে যথা হয় দোল-রাস
ঠাকুরের,—চল যাই উদ্যান-বিজনে!
ষোলটি তরুণ তরু, ফল ফুলে ভরা,
কি মাধুরী চারি ধারে রাখিয়াছে ছায়ি!
প্রতি শাখে, প্রতি শাখে, কোকিলের সাড়া,-
হেন কোকিলের মেলা কভু হেরি নাই!
নিত্য নব কারিগরি! ভেবে মোরা সারা,—
প্রকৃতি রচেছে আজি রবের ফোয়ারা!

বাউলের হাসি।

১

উষার ও হাসি ও যে, শিশুর ও হাসি ও যে,
যাদুর ও হাসি !

পোহাইল বিভাবরী, লতা পাতা ভেদ করি,
উছলি পড়িল কুঞ্জে, আলো রাশি রাশি।
কুসুম মুচকি হাসে, বাঁধি তারে বাহুপাশে;
লতাও যে নেচে উঠে আমোদে উল্লাসী !
কোকিল গাইছে গান, শ্যামাও ধরিল তান !
মায়ের কোলেতে উঠি, শিশুর কি হাসি !
ও গো যাদুর কি হাসি !

২

অরুণের হাসি ও যে, যুবতীর হাসি ও যে,
তরুণীর হাসি !

নিকুঞ্জ আঁধার ছিল, আলো কে ঢালিয়া দিল ?
অরুণ কিরণ এল কোথা হ'তে ভাসি ?

নবীন বাসন্তী-সাজে, ঢল ঢল তনু লাজে ;
নাহি পুষ্প কুঞ্জবনে একটিও বাসি !
একটি কিরণ মরি, শিশিরে লইল হরি,—
তরুণে নিরখি ও যে অরুণের হাসি,
ও যে তরুণীর হাসি !

৩

জ্যোৎস্নার হাসি ও যে, কবির ও হাসি ও যে,
পাগলের হাসি
আঁধারে মাণিক জ্বলে ; জোনাকীরা দলে দলে,
জ্বালি দিল ফুল-সেজে দীপ রাশি রাশি !
বাঁশরি বাজিল রে, নূপুর নাচিল রে ;
হাসি রাশি হয়ে গেল এ চিত্ত উদাসী !
সার্সি খুলে দেখ দেখি, কি তামাসা ! একি, একি,
উঠান যে গেল ভরি ! জ্যোৎস্নার রাশি
ওই বাউলের হাসি !

বাউলের অশ্রুজল।

১

নিশির শিশির জল, শিশুর নয়ন জল,
ওই যে ঝরিল রে !
সাঁজের দখিনা বায়, ঝুরু ঝুরু বহে যায় ;
আরো এক কুঁড়ি ওই শেফালী ধরিল রে !
সিঁদুরে জলদ ছেড়ে, এক বিন্দু জল পড়ে
শুক্তিমাঝে আরো এক মুক্তা ফলিল রে !
প্রজাপতি ডানা দিয়া, শুভ্ররেণু বাহিরিয়া
রজতে রজত হ'ল, সেঁউতি হাসিল রে !

শরৎ-মেঘের জল, যুবতীর আঁখি-জল,
মরি কি ঝরিল রে !
ওই সুধাটুকু লাগি, চাতক সকল ত্যাগী ;
আশা-পাখা বিছাইয়া অম্বরে উড়িল রে !

জড়ায়ে সে জলতনু, দেখা দিল ইন্দ্রধনু ;
চাতক গাহিল গান ;—জগত মোহিল রে !
রবির কিরণ লেগে, কি শোভা শরৎ মেঘে,
জগতে চাতক শুধু সে কথা বুঝিল রে !

৩

প্রবল বন্যার জল, কবির নয়ন-জল,
ওই যে আইল রে ! *

তোরা কি ভাবিস্ মনে, মুচকি সুখের কোণে,
তোরা কি হাসিবি হাসি, ও যবে কাঁদিল রে ?
দাঁড়ায়ে মায়ের কাছে, যোড়হস্তে শিশু যাচে,
জননী অশিব ভাবি, নয়ন মুছিল রে !
স্নেহময়ি, দুঃখে তোর, পরাণ কাঁদিল মোর,—
নীরবে আমার সাথে জগত কাঁদিল রে !

রবীন্দ্র বাবুর সনেট।

হে রবীন্দ্র, তোমার ও সুন্দর সনেট
কি সরস ! নারিঙ্গির সুরভি সমীরে,
মুক্ত-বাতায়নে বসি ক্ষুদ্র জুলিয়েট্‌,
ফেলিছে বিরহশ্বাস যেন গো সুধীরে !
আধেক নগন তনু বাকল-ভূষণে,
মালিনীর তীরে যেন বালিকা সুন্দরী ;
সলিলে কাঁপিছে শশী ; চঞ্চল নয়নে
কাঁপে তারা, কাঁপে উরু গুরু গুরু করি !
নববলয়িতা লতা বালিকা যৌবন
শিহরিয়া উঠে যথা সমীর পরশে,
লাজে বাধ বাধ বাণী, রূপের আলসে
ঢল-ঢল তোমার ও কবিত্ব মোহন !
পাঠ করি, সাধ যায়, আলিঙ্গিয়া সুখে
প্রিয়ারে, বাসন্তী নিশি জাগি সকৌতুকে !

শাস্তি।

বাঁচা গেল!—এইরূপে, ছয় মাস ধরে,
অনাহারে, অনিদ্রায়, মুমূর্ষুর পাশে
ছিনু বসে! বাঁচা গেল—লইয়ে মৃতেরে,
যাও গো নদী-সৈকতে; মুদে মুদে আসে
আঁখি-পাতা; আজি আমি শোব অকাতরে
চুপে চুপে, ভয়ে ভয়ে, কহিতাম কথা,
পাছে রোগী চমকিয়া, পায় মনব্যথা!
বাঁচা গেল! আজি আমি শোব অকাতরে
প্রেম'ত গিয়াছে মরে; করিতে বিদ্রূপ,
তুমি আর এ শ্মশানে, এস না, এস না।
"উঠ সখা, কথা কও!"—একি অপরূপ
সম্ভাষণ! পায়ে পড়ি, অশান্তি এন না—
যাও, যাও; চক্ষু মোর আসিছে জড়ায়ে;
এখনি সারা-জীবন, পড়িব ঘুমায়ে!

না গো—কলিকাতা নহে প্রাসাদ-নগরী ;
চৌরঙ্গী-ঘাঘ্‌রা-পরা বিবিয়ানা সার !
আজি এ বৈধব্য !—তবু বেগম-ঈশ্বরী,
লক্ষ্ণৌ লো, তোর কাছে জারিজুরি কার ?
"কয়শরবাগ্" ও "হোসেনাবাদ" বেড়ি,
মরি কি কিন্‌খাপে মোড়া অঙ্গের বাহার !
চক্ষু যায় ঝলসিয়া, চুণি, পান্না হেরি ;—
স্থপতি দেবীর যেন রত্নের ভাণ্ডার !
আরব্যের উপন্যাস, অলীক কাহিনী,
নহে ও বৃদ্ধের বাণী ।—গোমতীর ধারে,
অসংখ্য "মচ্ছিভবন" ছিল শ্রেণী শ্রেণী !
অগণ্য "ছত্রমঞ্জিল" কাতারে, কাতারে !
নাহি ঠুংরি !—অলক্ষ্মী "বাউল" সুরে গায় !
লক্ষ্ণৌ লক্ষ্ণৌ তবু ঐশ্বর্য্য-প্রভায় !

"ভাই ফোঁটা"।

পাঁচ ভাই, তিন বোন, ছিনু মোরা সবে ;
সুরপুরে গেছে চলি দুইটি ভগিনী ;
তিনে এক, একে তিন, তাই তুই এবে,
মানময়ী, মানি, মানা, মেনা, সরোজিনী !
দাদা তোর ভোলা কবি ; যায় সে বিস্মরি,
তুই আমাদের ভগ্নী ! তার চিত্তে জাগে,
হস্তে দীপ আশা তুই ! তাই অনুরাগে,
তোরে ঘিরি, করি মোরা, ছায়া-ধরাধরি !
সুষুপ্তি ও জাগরণ মনুষ্য-জীবন ;
জাগরণে আশা তুই, স্বপনে ভগিনী !
দিবি ফোঁটা ? করে দেরে ললাট-মণ্ডন,
ভকতি-চন্দন-পাত্রে ডুবায়ে তর্জ্জনী !
মোরা ছয় তার, মিশি হরি-হেম-তারে,
অপূর্ব্ব সেতার হয়ে বাজিব ঝঙ্কারে !

লক্ষ্ণৌর ফকিরের গান।

তুই রাজা ? কি মুই রাজা ?
তুই রাজা ? কি মুই রাজা ?
বিশ্বযোড়া মুল্লুক্ মোর, সারা দুনিয়া প্রজা !
তুই রাজা, কি মুই রাজা ?
অন্য রাজার প্রজা যারা, কেঁদে কেঁদে হয় গো সারা ;
খাজ্না দিতে দিতে তাদের প্রাণটা ভাজা ভাজা ;
মোর প্রজা থাকে সুখে, খাজ্না দেয় হাস্যমুখে,
দুধে পুতে সম্পদেতে বুক্টা তাদের তাজা।
তুই রাজা, কি মুই রাজা ?
মোর রাজত্বে মারিভয়, ভয়ে আগু নাহি হয় ;
দুর্ভিক্ষের গেছে হয়ে দ্বীপান্তরে সাজা !
তুই রাজা, কি মুই রাজা ?
মাথে তাজ্ ঝক্মক্ করে, চক্ষু থাকে, দেখে নেরে !
মোর জহুরির কারিগরি বোঝা নয়ক্ সোজা !
তুই রাজা, কি মুই রাজা ?

ওস্তাদজি ধ্রুপদ ভাঁজে ; রোশন চৌকি ওইরে বাজে ;
শোন্‌রে ওই রাত্রিদিবা বাজে নহবৎ-বাজা ;
তুই রাজা, কি মুই রাজা ?
কেল্লা মোর শূন্যে খাড়া ; আস্‌মানি পাথরে মোড়া ;
গড়ের নীচে, সিঁড়িগুলি মেঘে মেঘে ছাওয়া !
তুই রাজা, কি মুই রাজা ?
আমার বজ্র-তোপের দাপে, দুস্‌মনেরা ভয়ে কাঁপে ;
উঁড়িয়ে ফেলে বহুদূরে, শিমুলে যেন হাওয়া ।
তুই রাজা, কি মুই রাজা ?
(আর) মজার মজা, বড়ই মজা, যিনি আস্‌মানের রাজা,
স্বয়ং তিনি তাদের প্রজা, যারা আমার প্রজা !
তুই রাজা, কি মুই রাজা ?

নববর্ষ-উপহার। *

তোমরা আরো কাছে আইস, আজ এই নববর্ষে, নববৈশাখের প্রথম উষায়, এই নবীন মাল্যদামগুলি তোমাদের গলায় পরাইয়া দি।

বৈশাখ।

কি প্রচণ্ড তীব্র রৌদ্র! রবির কিরণে
অভিতপ্ত, গতিহারা হয়েছে ধরণী;
শিখিনী পড়িয়া আছে ক্লান্তদেহমনে;
কলাপমণ্ডলে তার শুয়েছে ফণিনী!

* কবি দেখিতেছি আমাদের কাব্য-গুলিকে সূতা করিয়া তাঁহার সুগন্ধি-ফুলে এই মালা গাঁথিয়াছেন। মালার সৌন্দর্য্য ফুলে, সূতায় নহে, সুতরাং ইহার গৌরব যাহা তাহা কবিরি। ভারতী-সম্পাদিকা।

ফণিনীরে মহাসুখে করি আবেষ্টন,
আকুল দর্দ্দুরকুল রয়েছে পড়িয়া !
চন্দনে চর্চ্চিত, সূক্ষ্ম দুকূল পরিয়া,
আছে বধূ ; প্রিয় তারে করে না চুম্বন !
ওই মুগ্ধা সূর্য্যমুখী—ছাড়ি ভয় বাধা,
কেন আহা চেয়ে আছে তপনের পানে ?
ক্রূর সূর্য্য বুঝিবে না উহার মর্য্যাদা ;
ওই দেখ, ওই দেখ, গেল অন্যস্থানে !
ঢাল ঢাল শিশিরাশ্রু, হে সুর সুন্দরি ;
নিদাঘার্ত্ত কুসুমেরে বাঁচাও, শর্ব্বরি !

জ্যৈষ্ঠ।

একি রে বিপ্লব ঘোর! দাবাগ্নি জ্বলিছে
শাল্মলীর বনে বনে; সমীর-সহায়ে,
হইয়ে কনক-গৌর, স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়ে,
বৃক্ষের কোটর-শাখে স্ফুরিছে, ছুটিছে!
বিকচ-অশোক-দীপ্ত অগ্নির ঝলকে,
দিশি দিশি পরিদগ্ধ হ'ল বনস্থলি;
মর্ম্মরিছে বংশপত্র; কুরঙ্গ শাবকে
পোড়াইয়া, লোলজিহ্বা হাসিছে বিজলি!
হে মৃগ, পলাও শীঘ্র। অগ্নি-যাদুকর
করিছে কি ভোজবাজি? সেমন্তী-কুসুম
রাজিছে কি রক্তরাগে? উদ্গারিয়া ধূম
ওই আসে, ওই আসে, পালাও সত্বর।
ধূধূ ধূধূ একি বহ্নি! সোণার সুহার
হরকোপানলে পড়ি, হ'ল ছারখার!

আষাঢ়।

গভীর নিঃস্বনে গর্জ্জে ভীম জলধর ;
তিমির (শলাকা-ভেদ্য) বিহরে আকাশে ;
নিশাচর-বেশ ধরি ক্রূর শনৈশ্চর,
বিকট, উলঙ্গহয়ে, তাণ্ডবে উল্লাসে !
থেকে থেকে চমকিয়া স্ফুরিছে দামিনী !
হে কামিনি, একি একি, কোন অভিসারে
যাও তুমি ? তুমি কি গো রাজার নন্দিনী
ঊষাবতী ? কোথা যাও বিজন কান্তারে ?
শঙ্কা কি জান না চিত্তে ? চমকে চপলা '
কর্ণের কদম্ব আর বকুল খসিল।
সর্ব্বনাশ ! সরে যাও, সরে যাও, বালা,
সর্ব্বনাশ ! ওই, ওই অশনি পড়িল !
ভারতের সুখস্বপ্ন হ'ল অবসান ;
মূর্চ্ছিত ভারতলক্ষ্মী ত্যজিল পরাণ !

শ্রাবণ।

মূর্ত্তিমতী বর্ষা তুই ! রিম্‌ঝিম করি
পড়ে জল ; হে কনক, হে চির দুঃখিনী,
কত মেঘ আছে তোর প্রাণের ভিতরি ?
কত গরজন আছে ; কত বা অশনি ?
প্রকৃতির লীলা-খেলা বুঝিবারে নারি !
তোর চক্ষে অবিরল বহে বারিধারা ;—
ময়ূর ময়ূরী নাচে কলাপ প্রসারি ;
কদম্ব ফুটিয়া উঠে পাগলের পারা !
বিধি হে ! গড়েছ তুমি কোন্ উপাদানে
অপূর্ব্ব মানব-চিত্ত ? শোকের কাহিনী
শুনিলে, প্রাণের তারে বাজে এক তানে,
বসন্ত বাহার আর পাহাড়ি রাগিণী !
গুরু গুরু গরজন ; চমকে দামিনী ;
তবু ফোটে জাতি, যূথি, মল্লিকা, কামিনী !

ভাদ্র।

ছিলে গো রজতাম্বরা কাঞ্চন-বসনা ;—
কেন হ'লে বরিষার চঞ্চল তটিনী ?
হাব ভাব লীলা রসে সতত মগনা ;
বনে বনে, মনানন্দে নাচিতে ভাবিনী !
কাঞ্চিতে শোভিত চারু মরালের শ্রেণী
বাজিত পাখীর স্বর—মধুর কিঙ্কিণী !
রজত সলিলে সদা হাসিত নলিনী ;
তুমি ছিলে কাননের মোহনীয়া বেণী !
হে নীরজা, এবে তুমি ভাদ্রের চঞ্চলা
শৈবলিনী ; উপাড়িছ তটতরু দল
মুহুর্মুহু ; প্রাণ নিয়া একি লীলাখেলা !
আহা আহা, গেল, গেল কনক-কমল !
সমুদ্রে বাড়বা হেরি, জলদে অশনি,
চিত্রিল চতুর কবি তোমারে রঙ্গিণি !

আশ্বিন।

শারদীয় জ্যোৎস্নারাশি কবি-হৈম-গেহে
অধিষ্ঠিত মূর্ত্তিরূপে ; কমল কেয়ূর
দুই হস্তে ; হংসরব-শিঞ্জিনী নূপূর
কি মধুর !—কাশাংশুক শোভিছে সুদেহে
নেচে উঠে থেকে থেকে নয়ন শফরী ;
দুলে উঠে অবতংসে মালতী-মুকুল ;
মুখের শেফালিবাসে ভ্রমর আকুল ;
অলকে ধান্যের শিষ দুলিছে আমরি !
নীলোৎপল সম ওই চঞ্চল নয়ন ;
কুমুদ কহ্লারে ভরা সরসী হেরিয়া,
রাজহংসী চলে যথা আহ্লাদে মাতিয়া,
তেমতি এ বালিকার ললিত গমন !
বহুক্ষণ চাহি চাহি, চিনিনু বালারে,—
জোৎস্নাময়ী শৈলবালা কবি-রত্নাগারে !

কার্ত্তিক।

শারদীয় ফুল তুই লো নব মালতি !
শেষ আশ্বিনেতে তুই কেন লো ফুটিলি ?
দুরন্ত হেমন্ত এ যে—আর কিরে অলি
আছে হেথা ? মহাখেদে কমলিনী সতী
গেছে চলি ; তুই হেথা কেন লো আইলি
হেথা সুধু স্বর্ণকান্তি গাঁদার আদর
সভয় শশককুল পলায় সত্বর ;
শেষ আশ্বিনেতে তুই কেন লো ফুটিলি ?
প্রমদা পরে না আর মালতীর মালা।
অগুরু চন্দন আর মাখে না কি ভালে !
তুষারে জর্জ্জর হয়ে, হে কুসুম বালা,
অনাদরে ক্ষুদ্র প্রাণ হারালি অকালে।
আমি পান্থ এসেছিনু হেরিতে কান্তার,
ঝরিছে আমারো প্রাণে কঠিন তুষার !

অগ্রহায়ণ।

কাল-শুক্রাচার্য্য আসি বর্ষ-যযাতিরে
দিল শাপ ; অমনি সে নবীন যুবার
সহসা আইল ভাটা যৌবন-জোয়ারে !
সহসা মধ্যাহ্ন-রবি হইল আঁধার !
কেশরাশি হয়ে গেল ধবল তুষার :
আবক্ষ যে শ্মশ্রুরাজি ছিল সুশোভিত,
তুহিন উপলে আহা হইল মণ্ডিত ;
ভ্রূযুগ হইল হায় ভস্মের অঙ্গার !
হে বুড়া, আমারি মত তুমিও যে ওই,
পরেছ গ্যাঁদার মালা কুঞ্চিত গ্রীবায় ;
হে বুড়া, আমারি মত ম্লান-আভাময়ী
পাণ্ডুর চন্দ্রের টীকা ধরেছ মাথায়।
এস বন্ধু, এস এস ; কেঁদ না, কেঁদ না,
এ বিশ্বে তোমারি সুধু নহে এ লাঞ্ছনা।

পৌষ।

আমিও তোমারি মত যৌবনে প্রবীণ ;
হাত পা দুরন্ত শীতে হয়েছে অসাড় ;
(উঃ ! কি শীত ! জ্বাল, জ্বাল অগ্নি খরশান !)
ঘন কুজ্ঝটিকা লেগে আঁখি মোর ক্ষীণ !
জানুতে জানুতে মোর হয় ঠকাঠকি ;
(বন্ধ কর বাতায়ন ; অস্থি মোর কাঁপে !)
হইতেছে শিলাবৃষ্টি ! আহা ক্রৌঞ্চ পাখী,
কাঁদিতেছে কুরুক্ষেত্রে গভীর বিলাপে।
পরিয়ে পুষ্পের মালা, টীকা দিয়া ভালে,
নবদুবা সাজি !
কই হয় ? নারী চায়, আনি স্বর্ণথালে,
দি তাহারে উপহার স্ফুট পদ্মরাজি !
কোথা পাব ? বুড়া মোরা ; প্রাণের ভিতর,
কাঙ্গাল দোপাটি কোটে, তুষারে জর্জ্জর !

মাঘ।

হে বন্ধ, সহসা মোর দক্ষিণ নয়ন
করিছে স্পন্দন ; কেহ অলক্ষ্যে আমারে
কহিছে, "ফিরিয়া পাবে বসন্ত যৌবন !"
এই যে সমীর বহে মণ্ডিত তুষারে,—
ইহাও বাসন্তী বার্তা করিছে বহন !
ওই শোন, ওই শোন, কোকিল ঝঙ্কার !
নামিল জলে মরাল ; করি গুঞ্জরণ
এল অলি ; ওই শোন কোকিল-ঝঙ্কার !
দে মোরে, পরায়ে দেরে, বাসন্তী উড়ানি
(ধন নাই, পদ নাই, গিয়াছে যৌবন ;—
বাকি সুধু কবিযশ !) ললাটমণ্ডন
করে দেরে ; বাছি বাছি বনপুষ্প আনি !
আর দেরে, দেরে মোরে বাসন্তী মদিরা—
পান করে গাব গান ; ভুলিবে অমরা !

ফাল্গুন।

তুমি গো বাসন্ত-লক্ষ্মী ! কর্ণে কর্ণিকার,
গলে আম্র পুষ্পমালা ; যেন রে পুষ্পিতা
নব সহকার-শাখা ; অপূর্ব্ব পূজার,
কবি হৃদয়ের তুমি জাগ্রত দেবতা !
প্রফুল্ল নব মল্লিকা সুনীল অলকে ;
কুঙ্কুম অরুণরাগে রঞ্জিত চরণ ;
শ্যামল পল্লবে আর অরুণ অশোকে,
ঝলকে ও রূপরাশি ভানুবিগঞ্জন !
কভু তুমি অরুণাক্ত মদির অধরে
চুম্বিয়া, কিংশুকে কর হিঙ্গুল বরণ ;
কভু তুমি চুপে চুপে, সোহাগ-আদরে,
পরাও বনস্থলারে পুষ্প-আভরণ !
যুগে যুগে, জন্ম জন্মে, আগ্রহে পূজিতা,
কবিহৃদয়ে তুমি অপূর্ব্ব দেবতা !

চৈত্র।

হে ভগিনি, হে জননি, মূরতি হইয়া,
দিও না, দিও না দেখা, এ চিত্ত আগারে ;-
"ধ্যান ধারণার বস্তু", হৃদয়ে থাকিয়া,
লও এ পবিত্র বলি হৃদয়-আধারে !
বহ, হয়ে কবিচিত্তে বসন্ত অনিল,
মন্দ মন্দ আন্দোলিয়া লতা পুষ্প পাতা ;
গাও, হয়ে কবিচিত্তে অদৃশ্য কোকিল,
মর্ম্মে মর্ম্মে দশদিশি করে আকুলিতা !
এস তুমি, ভুরু ভুরু সুগন্ধ হইয়া,—
বনতুলসীর মৃদু অজানা সৌরভ ;
লতার বিরহশ্বাস সুধীরে বহিয়া;
এস, হয়ে কুসুমের মদির আসব !
তোমার সুরভিশ্বাসে হয়ে উল্লসিত,
প্রাণের মদিরা মোর হোক্ সুবাসিত !

যশ।

"কোথা যশ ? কোথা যশ ? কোথা যশ ?" বলি,
আতিপাতি খুঁজিলাম বিপুল বিপণি ;
অলি গলি ঘুরে ঘুরে, পথ গেনু ভুলি ;
ঝিকিমিকি গোধূলি !—হোল না বিকি কিনি !
বঞ্চক সমালোচক, তঞ্চক পশারি,
"যশ সোমরস" বলি দেয় ধেনো পানি ;
রঙ্গিন আহ্বানে ভুলি, যত নর নারী,
ভক্ষিছে গরলরাশি, বাখানি বাখানি !
দ্বার খোল, দ্বার খোল ; খাড়া হ'তে নারি—
ক্লান্ত, ঘুরে অবিশ্রান্ত, ভবের বাজারে !
হে মৃত্যু ! হে নিখালিস্ যশের ব্যাপারি !
কেমনে জানিব তুমি আছ এক ধারে ?
জীবনের দীর্ঘ দিবা হোল অবসান !
দাও সোম, করি পান ;—লও মূল্য—প্রাণ !

বিধবার থৈঁটি। *

মা! তুমি বাঙ্গালির ঘরে কুললক্ষ্মী; অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাঙ্গালির ধন নাই, মান নাই, বাহুবল নাই—আছে কেবল দুর্দ্দম্য সুখলালসা আর পরশ্রীকাতরতা আর পাপাসক্তি, তুমিই কেবল তপস্বিনীবেশে, আতপান্নে জীবন ধারণ করিয়া, উপবাস করিয়া, পরার্থব্রতে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া মূর্ত্তিমান সত্য হইয়া, জাজ্জ্বল্যমান ধর্ম্ম হইয়া বাঙ্গালিকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইতে দাও নাই। মা!—আমি কবি মুখে শুনিয়াছি, দিব্যকর্ণে শুনিয়াছি, দেবতাদিগের মুখে শুনিয়াছি "যে দিন বঙ্গগৃহে তপস্বী ব্রত-ধারিণী বিধবা থাকিবে না, সেদিন বাঙ্গালির অস্তিত্ব লোপ হইবে"। তাই, আমার ক্ষুদ্র পুস্তকাগারে বঙ্গবিধবার পুনর্ব্বিবাহের সম্বন্ধে যতগুলি পুস্তক ছিল সব রাশীকৃত করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছি।

পাপিষ্ঠ আমরা, তাই মা! আমরা তোমার শ্বেত বস্ত্রের মর্য্যাদা বুঝি না। কবি উৎপ্রেক্ষার ছলে বর্ণনা করিয়াছেন যে মহাকবি Milton আলোক-পুত্রদিগের (Gabriel Raphael প্রভৃতির), জ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিয়া আর জ্যোতির জ্যোতিঃ মহাজ্যোতির দিকে চাহিয়া দুই চক্ষু অন্ধ হইলেন।" কিন্তু মা, এই মূহূর্ত্তে এই মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তে, তোর ঐ শ্বেত বস্ত্রের শান্তিময় জ্যোতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অন্ধ আমি—আমি চক্ষুষ্মান হইলাম। কি শীতল জ্যোতিঃ মা! চক্ষু জুড়াইয়া গেল।

থৈঁটি—শ্বেতবস্ত্র।

পারিজাত-গুচ্ছ

১

কাজ কিরে মিছে আর চক্ষু রেখে,
দেখিতেই যদি তোরা না পেলি চোখে !
দেখ বিধবার অঙ্গে,
ঝলকেরে রঙ্গে ভঙ্গে
রত্নময় সাড়ি খানি !—মরি যে শোকে !
"শাদা ঠেঁটি" বলে ঘৃণা করে গো লোকে !
যা—যা—যা তোরা গাঙ্গে গিয়া,
আয় চক্ষু প্রক্ষালিয়া—
মিছামিছি আমি কেন মরি গো বকে ?
পড়েছে রে ঘোর ছানি তোদের চোখে !

২

কে রে বলে বালিকাটি,
পরি এ অপূর্ব্ব সাটী,
নুইয়া পড়েছে আহা অবনি তলে ?
শ্বেত করবীর ভাতি,
এক ঝাঁক প্রজাপতি,
উড়িয়া বসেছে এই অতসী ফুলে,
মর্ম্মের মূল কেহ যায় নি দলে !

৩

কি উজ্জ্বল্! দেখে্ দেখ্ নয়ন খুলে—
ঝল্ মল্, কলহংসে. গগন ফুলে ?
বিন্ধ্যের শ্বেত মর্ম্মরে,
সফেন চারু নির্ঝরে,
এ হেন মাধুরী কিরে পড়ে উছলে ?
কে রে বলে ঠেঁটি এরে মোহের ভুলে ?
কে রে সেই কারিগর,
রবিরশ্মি হ'তে খর
কৌশলে ধবল বর্ণ নিল রে তুলে ?
তারাপুষ্প থরে থরে
বসাইল যত্ন করে,
জ্যোৎস্না-রেশমের মরি এই দুকূলে ?
কে রে বলে ঠেঁটি এরে মোহের ভূলে ?
নিশাশেষে নিজে শশী,
সুধাসরসীতে পশি,
ছোপাইয়া দিল, বস্ত্র সুধাধবলে
কে রে বলে ঠেঁটি এরে মোহের ছলে ?

ধরিয়া চারু চিবুক,
চুম্বিয়া মোহন মুখ,
যামিনী আসিয়ে চুপে, এলান, চুলে,
শ্রীঅঙ্গ সাজায়ে গেছে চারু দুকূলে
"ছায়াপথ" এরে বলে !
আছে কিরে মহীতলে ;
হেন আভা কপোতের গ্রীবা উজ্জ্বলে ?
টগরে, তুষার জলে,
শ্বেত শতদল দলে,
কদম্ব কেশরে আর কুন্দ বিমলে ?
জাতি, যুথী, মল্লিকায়,
শুভ্রনীরদের গায়,
সুন্দরী অধরে ঢাকা মুক্তা ধবলে,
কে রে বলে ঠেঁটি এরে মোহের ছলে ?

৪

অধরেতে হাসিরাশি,
চুপে চুপে, ধীরে আসি,
আপনি বাসন্তী রাণী, ভাব বিহ্বলে,

হাতে কনকের থালা,
পুষ্প মালা তাহে ঢালা,
শ্রীঅঙ্গ সাজায়ে গেছে চূতমুকুলে।
ও নয় রে মুক্ত-চুল ;
গুঞ্জরিছে অলিকুল
আর কি রে বসে তারা রক্ত পারুলে ?
কে রে বলে ঠেঁটি এরে মোহের ভুলে ?

৫

মা তুই কমলা রাণী !
(ভুলি নাই সে কাহিনী)
নীলকণ্ঠ মত্ত যবে ভখি গরলে—
আগুল্‌ফ লম্বিত কেশে,
আর্দ্র দেহ, আর্দ্রবেশে,
দাঁড়াইলি তীরে আসি পদকমলে
পদ্মরাগ মণিপ্রভা পড়ে উথলে !
উলাঙ্গিনী !—দুরু দুরু
কাঁপে তোর বক্ষ উরু,
চাহিলি হরির পানে নেত্র সজলে !

লজ্জা নিবারণ হরি,
পাঠাইলা ত্বরা করি,
মানস সরসী হ'তে মরাল দলে !
রাজহংস যত্ন করি,
কটি আবেষ্টন করি,
ঢেকে দিলে নগ্ন তনু শ্বেত অঞ্চলে !
কে রে বলে ঠেঁটি এরে মোহের ছলে !

৬

শ্মশানে আছিলি শুয়ে
শ্মশান বাসিনী মেয়ে,
গৌরী তোরে নেহারিয়ে, জয়ারে বলে—
"সখিরে হেরে ও কান্তি
কন্যা ব'লে হয় ভ্রান্তি,
হেরি ওরে স্তনে মোর দুগ্ধ উথলে।
আমার দুহিতা নাই,
আজি হ'তে ওরে ভাই,
করিনু আপন কন্যা ; তোরা সকলে

চমরীর পুচ্ছ দিয়া,
গাত্র দে রে আচ্ছাদিয়া—
নগ্নদেহে আছে বালা পড়ে ভূতলে !
[আহা] নগ্নদেহে আছে বালা পড়ে ভূতলে
কে রে বলে ঠেঁটি এরে মোহের ছলে ?

৭

স্বামী তোরে গৃহে আনি,
নীলাম্বরী সাড়ী খানি,
পরাইয়ে দিয়েছিল, চুম্বি কপোলে !
লজ্জা বস্ত্র নিয়ে তোর,
পলাইয়ে গেল চোর,
তাই তুই সারা রাত্রি বসি বিরলে,
মিহি মিহি সুতাগুলি,
হৃদয় হইতে তুলি,
বুনিলি এ অপরূপ শুভ্র দুকূলে !
কে রে বলে ঠেঁটি এরে মোহের ভুলে ?

৮

বাকলে তনুয়া ঢেকে,
মালিনীর তীরে সুখে,
রূপে বন আলো করি, থাক সরলে—

অপ্সরীরা এই পথে,
বিমানেতে যেতে যেতে,
সখী-কন্যা ভাবে তোরে ভ্রম বিহ্বলে !
হেসে হেসে, কুতূহলে
বন পুষ্প দেয় ঢেলে !
শ্রী অঙ্গ সাজায়ে যায় মল্লিকা ফুলে,
(ওগো) শ্রীঅঙ্গ সাজায়ে যায় স্ফুট বকুলে !
হরিণী অবাক প্রায়,
বিশাল লোচনে চায়
কি' সুধা ঢেলেছে তার প্রাণ তরলে !
কে রে বলে ঠেঁটি এরে মোহের ছলে ?

৯

দুর্গতি-নাশিনী তুমি !
পবিত্র এ বঙ্গভূমি,
তোমার চরণস্পর্শে, সর্ব্বমঙ্গলে !
আশ্বিনেতে দশভুজা—
বার মাস তের পূজা !
সুবর্ণ প্রতিমা হেন নাহি ভূতলে !

তোর ও দুকূল তলে,
কি মণি মাণিক্য জ্বলে,
আমি কি বুঝিতে পারি, সর্ব্বমঙ্গলে ?
খ্যাপা ছেলে আমি তোর, কবি-বাউলে !
ধর্ম্ম মন্দিরের চূড়ে,
ধবল পতাকা উড়ে !
গৃহে গৃহে বারাণসী, অবনি তলে !
দেখ্ দেখ্ বঙ্গবাসি, চক্ষু মেলে !

বধূ।

(প্রিয় ভারতি! কবি ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের মানসীর বধূ Subjectiv
আর আমার বধূ কিছু Objective। যার যেমন অদৃষ্ট। দেখিও বোন্
দুই জায়ে যেন কোন্দল না বাধে। আর তোমারও যেন "বৌ কাঁট্কি
ননদের" অখ্যাতি না হয়)।

১

"বেলা যে ঢের্ হোল (ওলো ও) খেতে চল্"
পুরাণো সেই সুরে, কে যেন ডাকে দূরে
কোথা সে পান্তাভাত? কোথা অম্বল?
পদ্মপুকুরের কোথা সে জল?
ছিলাম আন্মনে, একেলা গৃহকোণে,
কে যেন ডাকিল রে "লো খেতে চল্।"

২

ধামাটি লয়ে মাথে, পথ সে সোজা!
বামেতে নোনাগাছ, ডাইনে জামগাছ,
কাঁটালি কলা শিরে মোচার বোঝা,

বাগানে পাকা পাকা, তেলে হলুদে মাখা,
হায়রে আম তুই ফলের রাজা।
আম পাড়িয়ে ধীরে, আঁচলে লই পুরে,
পিক কুহরে শাখে, শুনিতে মজা।
পথে আসিতে ফিরে, হাসিয়ে ফিক্ ক'রে,
আসি বলিত সই "বোন্ শুনে যা"।

৩

কুমড়ো উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি,
মাচানে ঝিঙ্গেগুলি, নাচিছে দুলি দুলি,
কাঁকুড় শশাগুলি রয়েছে ফুটি।
আমারে হেরি তারা, হর্ষে হ'ত সারা,
কি কব তাহাদের সে লুটোপুটি।
রঙ্গে নূন্ হাতে, কথা তাদের সাথে—
"আয়লো কাছে আয়, কাঁকুড় ফুটি।"

৪

গাঁয়ের্ বাহিরে, সেই জলের খাল্,
পাড়েতে সারি সারি শ্যামল তাল।
গামছা পরি ধীরে, নামিয়া সেই নীরে,
সাঁতার দেই ধারে, গাছ আড়াল।

বসিয়ে তরুশিরে, দেয় গো শিষ্ ধীরে,
শ্যামার নাহি লাজ—ভয়জঞ্জাল।
আমারও নাহি কাজ, আমারো নাহি লাজ,
আনি কমল তুলে, ভাঙ্গি মৃণাল।”

৫

হায় রে রাজধানী, কে তোর রাজা ?
বাজারে দুধ জোলো কেবলি তোলো তোলো,
ব্যাকুল বালিকার কি ঘোর সাজা,
পাতান দই কই ? কোথা ধানের খই ?
খেজুরে রস কই ? সে চাল্‌ভাজা।

৬

নিদাঘে দেয় এরা বরফজল,
জানে না হায় এরা, কত শীতল,
মধুর শাঁসে ভরা, মধুর জলে পোরা,
সোহাগে ঢল ঢল, ডাবের জল।

৭

হরির লুট দেওয়া হেথা বালাই,
হেথা ধরম নাই, করম নাই,

হেথায় বৃথা কাঁদা, দেয়ালে পেয়ে বাধা,
কাঁদন্ ঘুরে বলে "কিছুই নাই"।

৮

কে যেন চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে,
খাইতে নারি কিছু কহিবে পাছে—
"কিছুতে নাহি তোষ, এ ত বিষম দোষ,
গ্রাম্য বালিকার স্বভাব ওযে
জিলিপি রসে ভরা, মণ্ডা মনোহরা,
ভাল জিনিষের ও কি মর্ম্ম বোঝে ?"

৯

থাকিলে এলোচুলে, পাশরি দুঃখ,
হয় গো তোলই হাঁড়ি সবারি মুখ।
হয়ে মাখাল ফল, শোভিলে ধরাতল,
পরাণে ইহাদের উপজে সুখ।

১০

ক্যাঁকড়া ধরি খায়, রাক্ষস এরা.
দয়ার গলে এরা বসায় ছোরা
বুঝি এদের কাছে, বাঁজা হইয়ে আছে,
ফল ও মূলে ভরা বিপুল ধরা।

১১

কোথায় আছ তুমি ? কোথায় মাগো !
কেমনে ভুলে তুই, আছিস্ হাঁগো ?
আইলে পৌষ মাস, নয়নে মৃদু হাস,
আর কি পিঠেপুলি ভাজিবি না গো ?
করিয়ে ঝুনো ছাঁই, দুঃখেতে তুলি হাঁই,
বুঝিবা স্মরি মোরে, তুলিয়ে রাখ।
রৌদ্রে হ'য়ে খুন, লয়ে কুম্ড়া গুণ,
বুড়া ও বুড়ি কাছে কুশল মাগো।

১২

এদেরো গোরু আছে, বাঁধা দড়াতে
চাহে আকুল হ'য়ে মোর পানেতে,
যেন গো আমাদের বুধিটি পেয়ে টের,
হেথায় আসিয়াছে মোরে ভেটিতে।

১৩

নিমেষ তরে তাই স্বপন টুটে—
ব্যাকুল ছুটে যাই পাতিতে ঘুঁটে ;
ননদী বলে ধেয়ে "ওগো কেমন মেয়ে !"
ব্যঙ্গ টিট্‌কারি, ঝটিকা উঠে।

১৪

বাদাম আক্‌রোট্‌ মুখেতে গোঁজে,
রসাল তালশাঁস কেহ না বোঝে।
সবাই বলে ছলে, "খাবার দিতে এলে,
কেন গো কোনে বউ নয়ন বোজে ?"

১৫

আমার আঁখি জল বোঝে না কেউ,
সদাই লেগে থাকে পিছনে ফেউ।
জিলিপি রস্‌করা, মণ্ডা মনোহরা,
ডালিম পাটনার, লখনৌ সেউ,
দেয় যা এত করে, থাকে তা পাতে পড়ে,
'দেখিনি কোন কালে এমন বউ।'

১৬

দেবে না কাসুন্দি, গুড় অম্বল ;
সদাই মনে হয়, খেজুরে গুড়ময়
মায়ের পিঠেপুলি, কাল, ধবল।
তাই গো খেয়ে খেয়ে, মৃত্যু মঙ্গল।

ডাক্‌লো ডাক্ তোরা, বল্‌লো বল্‌—
"বেলা যে ঢের হ'ল, খাইতে চল্‌"
কবে হইবে বেলা ? ফুরাবে সব খেলা,
নিভাবে আঁখিজলে জঠরানল,
জানিস্ যদি কেহ আমারে বল্‌।

ডালিম্ব।

বিকট মস্কট নয়—কাশ্মীর বেদানা ;
পদ্মরাগমণি-প্রভা দানাগুলি যার !
হে শুক, মনোবেদনা ঘুচাতে তোমার,
রেখেছি পিঞ্জরে তব ; ডালিমের দানা
পাটনার ;—কি সুন্দর ! (অনঙ্গ-অঙ্গনা
হাসিলে কি ঝ'রে পড়ে সেইরূপ দানা ? •
ভুলাতে তোমার চিত্ত, জুড়াতে রসনা ;
দিয়াছি তোমারে নিত্য হে সারী-বাসনা !
যাই !—বলিহারি যাই শুকের লালসা !
একদিন, শুয়ে আছি আমি আর * * *
ডোর কাটি শুক পক্ষী, (মরি কি তামাসা !)
* * * * * উপরি বসিল আসিয়া !
কাঁদে * * *—শুক করে ঝটপট ডানা,
নখে হ'ল মুক্তাময় শুকের বেদানা !

ব্রজেন্দ্র ডাকাত।

১

আমার এ কবিচিত্ত সৌন্দর্য্যের নব বৃন্দাবন ;
কবিতা-কালিন্দী তারে ছাঁদিয়াছে নীল চক্রাকারে !
বসন্ত-উৎসব হেথা নিশিদিন ; অলির ঝঙ্কারে
মুখরিত পুলকিত নিশিদিন কুসুমকানন !
'পূর্ণচন্দ্র হাসে হেথা নিশি নিশি প্লাবিয়া গগন ;
মনানন্দে শিখবৃন্দ নিত্য হেথা কলাপ প্রসারে ;
বারমাস ফোটে হেথা পারিজাত, শ্রীহরিচন্দন ;
ভেসে যায় বনস্থলী কোকিলের আনন্দ-জোয়ারে !
ভাব-গোপীবৃন্দ হেথা সুখে করি হাত ধরাধরি,
গীতি রাধিকার সাথে থাকে আহা লালায় বিভোর !
নিত্য হেথা রাসোল্লাস ; হৃদিপাত্রে ভরপুর ভরি,
পিয়ে পিয়ে হয় সারা মাতোয়ারা নয়ন-চকোর !
উপমা-বিশাখা হাসে ; নৃত্য করে রাগিণী ললিতা ;
তরঙ্গের রঙ্গভঙ্গে নেচে উঠে যমুনা কবিতা !

লাবণ্যের কুঞ্জে কুঞ্জে, যৌবন তরঙ্গে ঢল ঢল,
ভাব-গোপীবৃন্দ সব, সুহাসিনী আহিরিণী নারী,
ভ্রমে সুখে ; রঙ্গভঙ্গে অঙ্গে নাচে চুনরী ও সাড়ি !
ঝলকে ময়ূরকণ্ঠী শ্রীঅঙ্গের পরশে বিহ্বল ;
চমকে কনকহার কমকণ্ঠে, হরষে চঞ্চল !
দধি দুগ্ধ লয়ে শিরে, হের এরা যায় সারি সারি ;
দুনয়নে চমকিছে হের দেখ বিদ্যুত উজ্জ্বল ;
কেশ-মেঘে কি ভঙ্গিমা ! গরিমায় যাই বলিহারি !
ছাড় ছাড়, হাত ছাড় ;—হে ব্রজেন্দ্র ! একি তব রঙ্গ
দিন নাই, রাতি নাই ; দুপুরেও অপূর্ব্ব ডাকাতি !
প্রেম-দুগ্ধ, প্রীতি-ননী বিচিত্র মাখম নানা ভাতি,
দিয়াছি দিয়াছি কত !—একি রীতি ললিত ত্রিভঙ্গ ?
কৃষ্ণার্পণ করিয়াছি এ জীবন ও রাঙা চরণে ;
কৃষ্ণধন বিনা আর নাই কিছু এ গোপী সদনে !

পাখী-ছাড়া।

(খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছ? খোকার মা এই পথে আসিলে খোকাকে ছাড়িয়া দিও। অবশ্য খোকাবাবু ঝাঁপাইয়া জননীর উৎসঙ্গে আরোহণ করিবেন। "আঃ একদণ্ডও সোয়াস্তি নাই" ইত্যাদি বাক্যে যখন সুন্দরী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইবে, তখন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া এই কবিতাটি পাঠ করিও।)

তুমি কি গো হর, সখি, আমি কি অনঙ্গ
সুন্দরি, শ্রী-অঙ্গে কেন ভ্রূকুটির ভঙ্গ?
পিঞ্জর খুলিয়া দিনু,
শিকলি কাটিয়া দিনু,
বনেতে উড়িয়া গেল বনের বিহঙ্গ—
সুন্দরি, শ্রী-অঙ্গে কেন ভ্রূকুটির ভঙ্গ?
পুষ্পিত-হরিত-পাতা
কোমল শ্যামল লতা
পুনঃ পেয়ে, বন-পাখী করে কত রঙ্গ!

ললিত হরিত শাখে
গগন-বিহারী ডাকে,
ভুলি পিঞ্জরের খেদ, ভুলিয়া আতঙ্ক !
কেন মিছে হও বাদী ?
আমি নহি অপরাধী—
পল্লব-বসনা শাখী আছিল উলঙ্গ,
পাখীর পরশে তার সার্থক উৎসঙ্গ !
আন্দোলিয়া শ্যামকায়,
চঞ্চল সমীর ধায়,—
রবিচ্ছায়া দেহে পড়ে ; ফুলাইয়া অঙ্গ
হের, দেখ, সোহাগিনি বিহগের রঙ্গ !
পিঞ্জর খুলিয়া দিনু
শিকলি কাটিয়া দিনু,
বনেতে উড়িয়া গেল বনের বিহঙ্গ—
সুন্দরি, শ্রীঅঙ্গে কেন ভ্রূকুটির ভঙ্গ ?
মিঠি মিঠি তব দিঠি,
গেল সখি কোথা সিটি,
যে আরসী হেরি হোত উদাসী কুরঙ্গ ?
কর, কর রোষহীন নয়ন-অপাঙ্গ ।

চারিধারে মুক্তাকাশ,
মলয়া বহিছে বাস,
চারিধারে উছলিছে সৌরভ তরঙ্গ !
আধা মোদা, আধা খোলা
নয়নে চাহিছে ভোলা ;
ক্লান্তি, শ্রান্তি বিসরিছে ; জুড়াইছে অঙ্গ
সুন্দরি, শ্রীঅঙ্গে কেন ভ্রূকুটির ভঙ্গ ?
দেখ, দেখ, স্নেহময়ি,
নীড়েতে পশিল ওই
বনচর ; হোথা নাই ভাবনা-ভুজঙ্গ ।
হাসিয়ে পাতে না ফাঁশ,
কিরাত, নয়ন-ত্রাস ;
নিরিবিলি বনস্থলী, বিহীন-আতঙ্ক !
দেবভোগ্য ক্ষীর-ফল,
সুধা ঢালে অবিরল ;
উধাও অরণ্য পানে সাধে কি বিহঙ্গ ?
সুন্দরি, শ্রীঅঙ্গে কেন ভ্রূকুটির ভঙ্গ ?
বনের বিহগ ওরা,
নগরের প্রাণচোরা

বায়ু নাহি ভালবাসে ; মুক্ত-বায়ু-সঙ্গ
পেয়ে যেন মাতোয়ারা বনের বিহঙ্গ !
কি জানি কেমন পাখী
সোনার পিঞ্জরে রাখি,
সুন্দর সামগ্রী দিনু ; হ্যাদে দেখ রঙ্গ !
কিছুতেই বাজিল না প্রাণের সারঙ্গ
(তাই) পিঞ্জর খুলিয়া দিনু,
শিকলি কাটিয়া দিনু,
বনেতে উড়িয়া গেল বনের বিহঙ্গ—
সুন্দরি, শ্রীঅঙ্গে কেন ভ্রূকুটির ভঙ্গ ?

দুইটি বাবুই পাখী।

১

চিকির্ চিকির্ চিক্ চিঁই চিঁই চিক্,—
এক রাশি "মুনিয়া চিড়িয়া" !
লাল ঠোঁট, শিউলীর বোঁটা যেন ঠিক্,
পুষিলাম পিঞ্জরে পূরিয়া !
ঝলকে চমকে তারা, ছলকে কিরণ-ধারা !
সেই শেফালীর হারে যেন দুটি জুঁই,
রাখিলাম দুইটি বাবুই।

২

দিলাম কাঁকুন আর শ্যামার চাউল,
নর্ম্মদার ঝরণার নীর ;
মনানন্দে নাচে তারা, যেনরে বাউল,
নিশি দিন চিকির চিকির !
এত যত্ন, হরি ! হরি ! তবু তারা গেল মরি !
সেই শূন্য পুষ্পহারে শূন্য দুটি জুঁই,
রয়ে গেল দুইটি বাবুই !

৩

চিকির্ চিকির্ চিক্ চিঁই চিঁই চিক্ !
এক রাশি ক্ষুদ্র "আশাপাখী" !
লাল ঠোঁট—শিউলির বোঁটা যেন ঠিক্।
দেহের পিঞ্জরে দিনু রাখি !
কাঁকুন চাউল খায়, মনানন্দে নাচে গায়,—
সেই শেফালীর মালে যেন দুটি জুঁই,
রাখিলাম দুইটি বাবুই !

৪

"কাঞ্চনের আশা" আর "কামিনীর আশা"
"গৌরবের আশা" পাখী গুলি ;
নাচে গায়, কে বুঝিবে বিহগের ভাষা,
নটী সম হেলি আর দুলি !
এত যত্ন, হরি ! হরি ! তবু তারা গেল মরি !
রয়ে গেল শূন্য হারে ফুল্ল দুটি জুঁই ;
"জ্ঞান", "ভক্তি",—অমর বাবুই !

গন্ধরাজ।

টগর। ঈষৎ হাসিয়া
সুধাই সুধাই করি, সুধাইতে নারি।
সারানিশি সহবাস পতঙ্গের সাথে,
দিবসেতে আনাগোনা নর-নারীদের,
নাহি অবসর সখি কহিবারে কথা।
আজি যেন ভাগ্যদেব, কি কুহকে ভুলি,
(হয়ে যেন আন্‌মনঃ) আমাদেরি দিকে!
তাই সখি পেয়ে সাড়া চল-সমীরের,
দিয়ে ভর লঘু লঘু পক্ষোপরি তার,
শাখা সহ দুলিতেছি তোমারি দুয়ারে।
বড় সাধ পূরাই এ চিত্তের বাসনা ;
কথা কও, চেয়ে দেখ—

গন্ধরাজ। আয়, আয় সখি ;—
একি দেখি ? এখানেও সেই ভাব তোর ?
ত্রিদিবেতে আপ্তহারা বলে তোর খ্যাতি,—

কাঁচ কাঁচ দেববালা যায়রে যেমতি
তোর পাশে, নিরখিতে ও চারু মূরতি,
তুষিতে তাদের মন ঢালিস্ অমনি
প্রাণের ভাণ্ডার তোর, সৌরভের ডালা ;
পলকে ফকির তুই আপনা পাশরি !
সে লাগি বাসন্তী দেবী, আমাদের রাণী,
কত শাসাতেন তোরে—সুন্দর ভ্রূকুটী
যেত মিলাইয়া, তোর হাসি নিরখিয়া।
এখানেও সেই ভাব কেন প্রিয় সখি ?
ও সুগন্ধি দেববাস কে লইল হরি ?

টগর। জান'ত জান'ত সখি কত ঋণপাশে
বদ্ধ মোরা শ্যামাঙ্গিনা যামিনীর কাছে ;
ফুলকুল-ধাত্রী সখী যামিনী সুন্দরী !
সাঁজের শৈশবে মোরা ছিনু ক্ষুদ্র কলি,
মুখ টিপে টিপে হাসি প্রহরেক রেতে,
বাড়ি মোরা তিল তিল যামিনী-সোহাগে !
না হাসিলে—দূত তার নৈশ সমীরণ
দেয় কত কাতু কুতু !—সে রসে ঢলিয়া
ফুল্ল দেহ হয় আরো লাবণ্য লভিয়া !

যামিনীর শীলতায় লাজেতে কুণ্ঠিত
হয় যদি দলদাম—যামিনী-প্রেরিত
রসিক পতঙ্গ কত, দলে দলে আসি,
মুখ চুমি, হাসায় লো নায়িকার হাসি!
এইরূপে নিশি-শেষ হ'তে না হইতে,
সুখের যৌবন-বাসে হইয়ে ভূষিতা.
মৃদু মৃদু দুলি মোরা প্রভাত-সমীরে!
সকলি'ত যামিনীর প্রসাদের গুণে
তাই সখি বুক পুরি, বুক খালি করি,
অরপি সৌরভ-ডালা যামিনী-চরণে

গন্ধরাজ। অন্ধ-মানবের কিন্তু এমনি বিশ্বাস,
ভাবে তোরে গন্ধহারা!—জানে না তাহারা
রবহীন গর্ব্বহীন ফকিরের ধারা!

টগর। ভাল কথা এল মনে, সুধাইতে যাহা
বায়ু-পিঠে আরোহিয়া এসেছি এখানে।
"গন্ধময়ী" নাম তোর স্বরগে প্রথিত;—
কোন্ অপরাধে সখি ফুলকুল-রাণী
দিলা শাপ, যাহে তুই কুনাম লভিলি
কঠোর পুরুষ-নাম? দেবতার মন

মরতে পাঠায়ে দিয়ে, স্বর্গচ্যুত করি,
নহে কিরে পরিতুষ্ট ?

গন্ধরাজ। তুষার ধবল
আমার এ দেহ—তবু ভাবিলে ও কথা
(মধ্যাহ্নেতে নিরিবিলি লোকের নিশুতি,
যখনি একেলা হই তখনি'ত ভাবি)
সর্ব্বাঙ্গে অনল জ্বলে ভাবিলে ওকথা !

টগর।
বিধির বিধানে সখি, দেবী বসুধার
হইল করিতে হায় ষড় ঋতু সেবা।
কাঁদিয়া পড়িলা দেবী বিধাতা-চরণে।
কহিলা "কি দিয়া দাসী তুষিবে মানস
বসন্তের ? ফুলধনু, ফুল-সখা তিনি !
ফুলরত্ন অধিনীর নাহি গো ভাণ্ডারে ;
নারীর ধরম দেব পতি-মন-রাখা ;
কি দিয়ে তুষিব মন ? ফুল-প্রিয় তিনি"।
ধরার সুখের তরে, বিধির শাসনে,
আইনু হেথায় সবে ফুলবালা মোরা।

অশোক বকুল আদি কত ফুলবালা
আসিতে গো চাহিল না ; হইল তাদের
তোরি মত স্বজনি লো কতই লাঞ্ছনা !
বহাস্‌নে প্রিয়সখি শোক-অশ্রু-মোর,
সহানুভূতির লোক আছে কত তোর !

গন্ধরাজ।

শুনিবারে সাধ যদি এতই স্বজনি,
শোন্ তবে কহি তোরে সে দুঃখ-কাহিনী
আমাদের ফুলরাণী বাসন্তা সুন্দরী
গিয়াছিলা একদিন বৈজয়ন্ত-ধামে।
দৈবযোগে সেই দিন বসন্ত-উৎসব
গোলোকেতে ; বাসন্তার পেয়ে দরশন,
আবেগ উচ্ছাসে রমা কক্ষমাঝে ধরি,
তুষি অতিথির মন স্বাগত সম্ভাষে
কহিলেন কতই কি মধুমাখা কথা।
বসন্তে লতিকা যেন কুসুম-উদ্গমে
কতই কতই সুখী ; বাসন্ত কোকিল,
কষায়িত কলকণ্ঠে, বিমল পুলকে,
পঞ্চমে ঝঙ্কারে যেন পূরণিমা রাতে

সোণার সলিলে স্নাত তরঙ্গিণী হিয়া,
কুহুস্বরে গাহি উঠে নাচিয়া নাচিয়া
ক্রমশঃ সন্ধ্যার ছায়া পড়িল গোলোকে।
হাসিয়া কহিলা লক্ষ্মী "বড় পুণ্য-ফলে
আমার, পাইনু দেখা তোর লো স্বজনি :
সাজা লো রঙ্গিণী আজি এ বরাঙ্গ মোর,
কুসুম-ভাণ্ডারে তোর আছে যে রতন,
সাজালো বাসান্তি আজি সে সব রতনে।
ভুবনমোহিনী সাজি, নব-রঙ্গে মাতি,
ভেটিব নিশীথে আজ মদনমোহনে।
কুসুম পরাগরেণু অধরেতে মাখা,
সুরভি নিশ্বাসে মরি আকুলি সে পুরী,
কহিলা বসন্তরাণী, ঈষৎ হাসিয়া—
"সেকি কথা ইন্দিরা গো ? তোমার সেবিকা
এ কিঙ্করী—সাজাইব, সেবা কোন্ কথা ?
আপনি মদন হেথা ঋতুপতি সাথে
ভ্রমেন হরষে নিত্য ; বিভব-ঈশ্বরি,
কিসের অভাব তব, কিসের বাসনা ?
তবে যে আমারে দেবি কর অনুমতি,

অমিয়া-প্রসাদ তাহা সেবিকার তরে।
এত বলি পুষ্পরাণী, লোহিত অধরে
আধো বিস্ফুরিত করি ভাবনা-আবেশে,
স্মরিলেন ত্রিলোকের ফুলবালা দলে!

টগর।

ভাব লো বুকের পাটা তোর গন্ধময়ি!
কোন্ রঙ্গরসে তুই আছিলি লো ভোর?
সুখের স্বপনে কোন্?

গন্ধরাজ। সোণার স্বপন!

খেদমাত্র কেন সখি হ'ল জাগরণ!
মূর্ত্তিমতী ফুলবালা-মূরতি ধরিয়ে,
হাসিতেছিলাম আহা আধো মুচকিয়ে
বাতাসে দোদুল দোলে অলকের হার,
অলসে বুকের বাস হয় অপসার।
লাজ হয় কহিবারে, দেব একজন
সাদরে এ মুখ মম করিলা চুম্বন!
শিহরি উঠিল দেহ, গায়ে দিল কাঁটা,
অধীর বাসনা সখি হইল প্রবল,

ভাসিল শিশির-স্বেদে কপোল ধবল,
খুলিল লাজের দ্বার, মুখের ঘোমটা।

টগর। কে আসিছে? চুপ্ চুপ্।

গন্ধরাজ। বঙ্গ কবি বুঝি।—
অদ্ভুত ভাবের ঘোরে আঁখি জড়াইয়ে,
ভ্রমিতেছে ইতিউতি আলাভোলা হয়ে,
জলদে রৌদ্রের বিভা, কি মধুর রূপ!

টগর। আবার হইবে দেখা; ওই এল, চুপ!

র‍্যাফেল, চিত্রবিদ্যা ও ম্যাডোনা

১

হে র‍্যাফেল, চিত্রকাব্যরাজ্যের ভূপতি !
বসিয়া সৌন্দর্য্য হর্ম্ম্যে কি মাহেন্দ্রক্ষণে
আরাধিলে আরাধ্যারে ? আনত আননে
আসিয়া উরিলা দেবী, মৌনা স্বরস্বতী
ধরাধন্যা চিত্রবিদ্যা ! মোহন চরণে
শোভন অরুণকান্তি ! কি শান্তি, কি জ্যোতি
স্বপ্নে-মাখা, কৃষ্ণতার, বিভোর নয়নে !
কি দ্যুতি চম্পকবর্ণে ! শোভা মূর্ত্তিমতী !
সহচরীদল সব নীরব, নিচল !
কারো করে বর্ণপাত্র, কাহারো তুলিকা ;
কারো হস্তে ফুলসাজি ; পাটল কমল
কারো করতলে ; কারো শ্রীকণ্ঠে মালিকা।
শত ইন্দ্রধনুবর্ণ দেবীর বসনে,
শত মহাকবিভাব দেবীর লোচনে !

২

কহিলেন কলালক্ষ্মী, "শোন্‌রে বাছনি,
মোর এই নিত্যপূজা গুপ্ত নিকেতনে,
শত ভক্তি উপচারে, অর্চ্চনে, বন্দনে ;
প্রীতা আমি। হইবে 'ওই সুন্দর লেখনী
অমর।" হাসিয়া দেবী, ম্যাডোনার বেশ
ধরিলেন আচম্বিতে ; হাসিতে হাসিতে,
শ্রীঅঙ্গে তুলিয়া নিলা কবিরে ত্বরিতে !
বৈকুণ্ঠে হাসিলা হরি, কৈলাসে দীনেশ।
ম্যাডোনার কণ্ঠলগ্ন ক্ষুদ্র শিশুরূপে
হাসিছেন খোলা প্রাণ ভাবভোলা কবি !
আমি ভাবি হেরি চিত্র, মুগ্ধনেত্রে, চুপে,
আমিও হইব কবে, ওই শিশু ছবি !
মাগো মা, ভুলিলি মোরে ? "বাছা" বলি ডাকি,
দাসেরেও কোলে নিস্, দিস্‌নে মা ফাঁকি।

বুল্‌বুলের প্রতি।

(কীট্‌স্‌-বিরচিত ওড্‌ টু নাইটিঙ্গেলের অনুকরণে)

১

মুদিয়া আসিছে আঁখি ; হেন বোধ হয়
যেন সুরা ক'রে পান হারায়ে ফেলেছি জ্ঞান,
বিস্মৃতি-সাগরে যেন ডুবিছে হৃদয় ,
পাখিরে তোমার
সুখের এ দশা হেরি (কহিতেছি সত্য করি),
হয় নাই বিদ্বেষ-সঞ্চার ;
অমেয় আনন্দে তোর হৃদয় হয়েছে ভোর,
স্থান নাই রাখিবার আনন্দ অপার।

২

তুই যে মনের সাধে, খুলে মনঃপ্রাণ,
বসন্তের সমাগম, করিস্‌ যে গান,
এ বিজন নিকুঞ্জেতে করিস্‌ যে গান,

মত্ত আহ্লাদিনী সাজি সুষমা প্রকৃতি আজি
পুলকে বিহ্বল যেন ধরিয়াছে তান,
তাই ও আনন্দে তোর হৃদয় হ'য়েছে ভোর,
আনন্দ থুইতে পাখি নাহি আর স্থান।

৩

দেরে মোরে—কে দেবে রে? হেন উন্মাদিনী—
হেন উন্মাদিনী সুরা, হ'য়ে যাহে মাতোয়ারা,
নীরবে অদৃশ্য হ'য়ে ত্যজি এ অবনি;
নন্দন সুবাস ভরা, মন্দার-কুসুম-সুরা,
নাচে ঢল ঢল যেন উর্ব্বশী রঙ্গিণী,
দেরে মোরে কে দেবে রে? ত্যজিতে অবনি।

৪

সেই সুরা পান করি, তোরি মত পাখি
আঁধারে মিশায়ে যাব, একেবারে ভুলে যাব
সেই শোক, যাহা তোর দেখে নাই আঁখি;
এই অবনিতে
শ্রম-জ্বর ভাবনায় জর জর নর-কায়,
বৃদ্ধের পলিতকেশ কাঁপে দিনে রেতে,

চিন্তা আর নিরাশায়, নাহিক প্রভেদ হায়,
প্রেম প্রেতিনীর দল বেড়ায় জগতে !
যুবক ঝুরিয়া যায়, সুন্দরীর চক্ষু হায়,
হয় রে অঙ্গার প্রায় দেখিতে দেখিতে !

৫

চল্ চল্ তোরি সঙ্গে যাব রে বিহঙ্গ,
কবিতার পক্ষপুটে, যাইব আকাশে ছুটে,
থাক্ সুরা—চল্ পাখি যাব তোর সঙ্গ,
এই যে, এই যে তুই, তোর কাছে আমি এই,
দেখ্ দেখ্ রজনীর রঙ্গ,
ওই দেখ্ সুধাধার, চারিদিকে তারা তার,
শিশুকুলে শোভে যেন জননী-উৎসঙ্গ।

৬

কিন্তু এখানেতে অন্ধকার ;
বায়ু পরে ভর দিয়া, আসিছে আলোক ছায়া,
ঝিকিমিকি লতাগুল্ম প্রশাখা মাঝার ;
কি ফুল ফুটেছে হেথা, কোন্ ফল, কোন্ লতা,
না পাই দেখিতে কিছু, সকলি আঁধার।

কি কি ফুল ফুটিয়াছে ? কেমন আকার ?
কুসুম-ঈশ্বরী
গোলাপ সুষমাময়ী
মোর চারিধারে এই,
গন্ধরাজ, সেফালিকা, মল্লিকা সুন্দরী,
আনন্দে পাখিরে আমি আপনা পাশরি।

৭

শুনিতেছি গান তোর ; কতবার হায়,
প্রায় যেন ভালবাসা বেসেছি মৃত্যুরে !
ক'রেছি মিনতি তারে কবিতা-গাথায়,
ডুবাতে এ শ্বাস বায়ু বায়ুর সাগরে।
আজ যেন প্রিয় পাখি আরও সুখতর
(বোধ হয়) পরাণ ত্যজিতে,
বিনা চিন্তা, বিনা ক্লেশে, এসুখ-নিশীথে ;
তুই যবে এইরূপ হৃদয় নির্ঝর
বহাস্ আনন্দচিতে, হায় এ স্বর্গীয় স্রোতে
ব্যস্ত যেন জগতে ভাসাতে ;
গাহিতে থাকিবি তুই, হবে মৃত্যুগীত ওই
পরাণ ত্যজিব আমি শুনিতে শুনিতে।

৮

মরণের জন্য তোর হয় নি জনম,
ওরে অমর বিহঙ্গ।
ক্ষুধার্ত্ত সন্ততি-চাপে সদা নরদেহ কাঁপে,
জানে না সে সব জ্বালা তোর কিন্তু অঙ্গ।
শুনিতেছি যেই স্বর আজি এ নিশীথে,
পাখিরে এ সুধাস্বর রাখাল ও নৃপবর
শুনেছিল পূরব কালেতে;
সেই স্বর এই
সকরুণ দয়াময় হৃদয়ে হইল লয়
জানকীর যেই;
নল-বাসনার সেই গভীর কাননে,
সুরবন্দিনীর মুছায়েছে নীর
কতবার এই স্বর বিদেশে নির্জ্জনে।

৯

নির্জ্জন!—কি ভীমকথা! একটি কথায়
পাখিরে কন্দুক মত ছেড়ে তোর সন্নিহিত
ছুটে যেন মোর আত্মা এল পুনরায়!

বিদায় ! !—কল্পনা তত পারে না ভুলাতে
খ্যাতি যত বিশ্বে তার জগত মোহিনী ;
বিদায় ! বিদায় ! পাখি তোর কণ্ঠস্বর একি ?
ক্ষীণতর—ক্ষীণতর যেন নাহি শুনি ;
মিশাইল গুহামাঝে কলকণ্ঠধ্বনি।
স্বপ্ন একি ? অথবা এ জাগ্রতে স্বপন ?
স্থগিত সে সুখ গীত ; আমি কিরে জাগরিত ?
ব'লে দে রে আমি কিরে নিদ্রায় মগন !

শয়ন-মন্দিরে।

১

প্রদীপ জ্বলিছে কক্ষে মিটিমিটি করি,
দ্বাদশীর সুধাকর,   বাতাসে করিয়া ভর,
বর্ষিছে কিরণ-সুধা মুখ-পদ্মোপরি,
নিদ্রা যায় প্রিয়া মোর আপনা পাশরি।

২

নিদ্রা নাই চক্ষে মোর, চাহিনু ঘুমাতে ;
অতৃপ্ত নয়নদ্বয়,   মুদ্রিত নাহিক হয়,
বার বার ইচ্ছা প্রিয়া-সুমুখ হেরিতে,
অতৃপ্ত নয়নদ্বয় চাহে না ঘুমাতে।

৩

কে চাহে ঘুমাতে বল ? হেন দৃশ্য, হায় !
যাহার নয়ন-আগে,   স্বর্গধাম-সম জাগে,
কত ভাব, কত আশা হৃদয়ে জাগায়,
আপনা পাশরি সেই কেমনে ঘুমায় ?

৪

কোথায় কেমনে রাখি কিরূপে এ ধন!
এমনি তরল কায়া, পরশিতে হয় মায়া,
পাছে এ শিরীষ ফুলে লাগেরে বেদন,
ভাবিলে শিহরে উঠে শরীর-বন্ধন।

৫

কেন ধাতা সৃজিলে এ লজ্জাবতী লতা?
পরশে কুঞ্চিত হয়, আতপ নাহিক সয়,
অভিমানে মুদে যায় নয়নের পাতা,
কেন ধাতা সৃজিলে এ লজ্জাবতী লতা?

৬

নন্দন কাননে শোভে পারিজাত ফুল;
তাহারে উপাড়ি পাড়ি, মেদিনী উরসে গাড়ি,
বিধাতার ইচ্ছা কি রে করিতে নির্ম্মূল?
মেদিনী মৃত্তিকা হায় কণ্টক-সঙ্কুল!

৭

হায় রে অবোধ আমি, নিন্দি বিধাতারে!
এ অমূল্য নিধি পেয়ে, কোথায় কৃতার্থ হ'য়ে,
ভাসিবে হৃদয় মম আনন্দ-আসারে,
তা না হ'য়ে ডুবিতেছে বিষাদ-আঁধারে!

৮

ক্ষম প্রিয়ে অপরাধ, তুমি গো আমার
জীবনের ধ্রুবতারা, ঘুরিয়ে হ'তাম সারা
তুমি না দেখালে পথ, হায় এ সংসার
চারিদিকে জলময়; নিয়ত আঁধার !

৯

ঘুমাও, ঘুমাও, প্রিয়ে, ঘুমাও অবাধে,
আমি গো সংসারী ঘোর, শুন না বচন মোর,
সংসারের মর্ম্মভেদী শোক ও বিষাদে,
নাহি তব প্রয়োজন ঘুমাও অবাধে।

১০

জান তুমি স্বপ্নদেব, প্রিয়ার প্রকৃতি ;
নদ-নদী, গিরি-গুহা, জগতে সুন্দর যাহা,
দেখাও যা ইচ্ছা এরে ; কিন্তু এ মিনতি
দেখা'ও না জগতের বীভৎস আকৃতি।

১১

ঘুমাইছে প্রিয়া মোর সুখের নিদ্রায়,
ঈষৎ চিবুক যেন, হইতেছে বিস্ফুরণ,
ঈষৎ কাঁপিছে ওষ্ঠ হাসির ছটায়,
তাহাতে চাঁদের আলো কেমন দেখায় !

কাজ নাই জগতের সুখৈশ্বর্য্যে মোর !
ঈশ্বর ! নিয়ত যেন, এইভাবে নিরীক্ষণ,
করিবারে পারে এই নয়ন-চকোর,
কাজ নাই যশ মান ধনৈশ্বর্য্যে মোর !

১৩

অনন্ত নিদ্রার ঘোরে হ'য়ে অচেতন,
এই চারু বক্ষঃপরে, শুইবারে সাধ করে,
ভুলি সুখ, ভুলি দুঃখ, আপ্ত, পরিজন,
হায় সে অনন্ত নিদ্রা সুখের কেমন !

১৪

ভুলিতে ভুলিতে চাই, তথাপি ভাবনা
এসে পড়ে কোথা হ'তে, কি রোগ ধ'রেছে চিতে,
কিছুতেই সে ভাবনা এড়াতে পারে না,
বৃশ্চিক-দংশনে যেন অসীম যাতনা !

১৫

কতবার এ চিন্তায় হ'য়েছি চিন্তিত,
অন্য কারও হস্তে যেত, প্রিয়া পক্ষে ভাল হ'ত,
কেন প্রিয়া মোর করে হ'ল সমর্পিত ?
অন্য কারও হ'লে পরে সুখেতে থাকিত !

১৬

এ সারল্য আমি হায় কোথায় রাখিব ?
সংসার কাহারে বলে, যে না জানে কোন কালে,
সংসার কুহক তারে কেমনে শিখাব ?
এ সারল্য আমি হায় কেমনে রাখিব ?

১৭

ঘুমাও, ঘুমাও, প্রিয়ে, ঘুমাও অবাধে,
আমি যে সংসারী ঘোর, শুন না বচন মোর,
সংসারের মর্ম্মভেদী শোক ও বিষাদে
নাহি তব প্রয়োজন ; ঘুমাও অবাধে।

দর্পণ-পার্শ্বে

১

ভাল করি আসি দাঁড়াও রমণি,
ও মুখ-কমল হেরিব আজিকে
ফুটিত দর্পণে চারুচন্দ্রাননি ;
শ্বেত দুর্ব্বা জিনি ও শোভন অঙ্গ
নিরখিব আজি মানস ভরিয়া,
দর্পণের আগে দাঁড়াও আসিয়া।

২

চারু মুখপদ্ম ফুটিছে দর্পণে,
অধর-সংস্থিত বিরাজিছে তিল,
ভৃঙ্গ-শিশু যেন পদ্মপত্র-কোণে ;
গলদেশে আসি কৃষ্ণকেশরাশি,
হরিদ্রাভ অঙ্গ চুম্বিছে সঘনে।
কৃষ্ণমেঘ যেন সুধাংশু বদনে।

৩

বক্ষদেশে মরি হস্ত সংস্থাপিত।
সুমৃদু হাসিতে দন্ত কুন্দ-পাঁতি
কিবা সুষমায় মরি সুসজ্জিত।
রূপের মাধুরী প'ড়িছে উথলি,
রূপের তটিনী বহিছে দর্পণে.
চিত্রলেখা যেন সরসী-বদনে।

৪

দর্পণ ভিতরে চিত্রিত যে ছবি,
এ ছবি-তুলনা কে দিবেরে বল ?
এ ছবি বর্ণিতে পারে না'ক কবি,
কাছে এস প্রিয়ে, মুখে মৃদু হাসি,
তাকাও সুমুখি মোর মুখ-পানে,
তোমার তুলনা তুমিই ভুবনে।

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম

১

মনে পড়ে মোর—শৈশবে যখন
আছিলাম আমি নিতান্ত অজ্ঞান,
হৃদি-মুগ্ধকর মন্ত্রের মতন,
শুনেছিনু এক উদাসীর গান।

২

বহু বহু দিন হয়েছে বিগত,
অদ্যাপি সে গীত ভুলিতে পারিনি-
শরীরের অস্থি মজ্জায় সঙ্গত
হইয়াছে সখে সে মধু-রাগিণী।

৩

এইরূপে সখে, জগত ভিতরি
কতবার কত লোকের চিত্তেতে
ফুল, মেঘ, নদী নিরীক্ষণ করি,
চির রেখাঙ্কিত হয়রে প্রাণেতে

৪

শৈশবে আমার মনের এ ভাব
হয়েছিল সখা, শুনে সে রাগিণী;
ভেবে দেখ মনে যৌবন-প্রভাব,
চিত্তবৃত্তি কত হবে উন্মাদিনী!

৫

যৌবনে হৃদয় হ'ল উচ্ছ্বসিত
কুসুম রাগিণী একত্র মিলনে;
যেই মূর্ত্তি এবে অস্থি মজ্জা গত
ভুলিবারে বল, ভুলিব কেমনে?

৬

কে আছেরে এই পৃথিবী-মাঝার,
সহজে ছাড়িতে চাহে স্বজীবনে?
এই মূর্ত্তি, এই প্রাণের আধার
করি অপসার, বাঁচিব কেমনে?

৭

যেই চক্ষে আগে দেখিতাম ভবে
সকলি শ্মশান উদাস-আগার,
সেই চক্ষে আমি দেখিতেছি এবে,
অনন্ত বসন্ত, সুধার আধার।

৮

যে সুখমলয় ঝুর ঝুর বয়
প্রিয়ার আকুল কুন্তল পরশে,
সেই সে মলয়ে হয়ে নিরদয়,
নাহি সম্ভাষিব কোন্ ভাব-বশে ?

৯

চুম্বে যে চন্দ্রিকা প্রিয়া-মুখ-শশী,
আইলে সুখের মধুযামিনী,
বল কোন্ প্রাণে, হইয়া উদাসী,
না চুম্বিব সেই শশি-কামিনী ?

১০

তুমি বল লোকে করিছে গঞ্জনা,
আমি শুনি সুধু কোকিল-ঝঙ্কার,
আমি শুনি সুধু প্রণয়ের বীণা
নিঃশব্দে বাজে এ হৃদয়-মাঝার।

১১

কিসের সরম, কিসের অসুখ ?
অলি গিয়া বসে মধু তামরসে,—
জড়াইলে পাখা, পায় কি সে দুঃখ ?
নীরবে পিয়ে সে আসব সরসে।

১২

যখনই সখে, সাড়া পাই তার,
রৌদ্র বৃষ্টি বজ্র কিছুই মানি না,
সবেগে ছুটিয়া উদ্যানের ধার,
আড়ে আড়ে দেখি সে মৃগ-নয়না

১৩

হাসে মোর প্রিয়া, হাসে মোর চিত্ত,
জ্যোৎস্না-বিনিন্দিত সে হাসি নিরখি ;
হয় রে বাসনা হয়ে প্রেমোন্মত্ত,
দেখি রে সে ধনে বক্ষে সদা রাখি !

১৪

অন্য কেহ তথা হৈলে উপনীত,
ভয়ে লাজে প্রিয়া জড়সড় হয়,—
সুখের ব্যাঘাত, প্রেম বজ্রাঘাত,
প্রেয়সীর ম্লান নয়ন জানায় !

১৫

এইরূপে চাহে, নিশি হ'লে ভোর,
প্রণয়ের যাগ অর্দ্ধ সাঙ্গ করি,
মাগিলে বিদায় আকুল চকোর,
এইরূপে চাহে আকুলা চকোরী !

১৬

কতবার প্রিয়া দিয়াছে আমায়
বেলফুল-হার, প্রেম-উপহার ;—
হারদাত্রী সখে চ'লে যবে যায়,
দংশে সেই হার, ভুজঙ্গ-আকার।

১৭

তবু সেই মালা পরি হে গলায়,
রাখি শিরোদেশে, রাখি বক্ষঃপরে,—
এ সুখ-যাতনা সখা হে, তোমায়
বুঝাতে পারি না, পারি বুঝিবারে !

১৮

অনেকের ভাগ্যে গোলাপ তুলিতে,
করদেশে যায় শোণিত বহিয়া,
অনেকের ভাগ্যে হয় রে রোপিতে
প্রণয়ের বীজ, ধমনী চিরিয়া !

১৯

হৃদয়ের রক্ত শোষি নিতি নিতি,
নিতি নিতি ক্ষীণ করিয়া ধমনী,
বাড়াব এ হেম-পীরিতি-ব্রততী,
বুকে পেতে ল'য়ে প্রেমের অশনি।

২০

ডুবে রে তপন ; ফোটে রে আমার
মানস-কুমুদ আমোদ-সরসে !
ফুটিবে না কেন ? গুঞ্জি চারিধার,
প্রেয়সী-নয়ন-ভ্রমর পরশে।

২১

প্রেয়সীর রূপ জ্বলন্ত বিদ্যুৎ
আসিয়া আঘাত করে এ হৃদয়!
কাঁপে রে নয়ন, কাঁপে হস্তপদ,
মুহূর্ত্তে শরীর হয় বিদ্যুন্ময়।

২২

আবেগে অবশ, ধরি প্রিয়া-কর,
না মানি আঁধার, চরণ সঞ্চরে,
কৈলাসে সন্ধ্যায় যথা গৌরীহর,
শিখরে শিখরে আনন্দে বিহরে।

২৩

জীব জন্তু যত জগত ভরিয়া,
বিস্মৃতি-সাগরে হ'য়ে যায় লয়,—
সমস্ত—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যুড়িয়া,
আমরাই যেন আছি প্রাণিদ্বয় !

২৪

প্রেয়সীর আত্মা-ভিতরে প্রবেশি,
বিস্মরি' আপন অস্তিত্ব-ভাবনা,
করে মোর আত্মা-প্রেমের সন্ন্যাসী
অপরূপ প্রেম-যোগ-আরাধনা !

২৫

এইরূপে কোন পদ্মের গরভে,
গুন্ গুন্ শব্দে বসে ষট্‌পদ,—
পরিশেষে মাতি মাদক আসবে,
নাড়ে না রে পাখা, করে না শবদ !

২৬

কোথা হলাহল ! সংসারের শোক,
লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, নিন্দা, অপমান !
এই মোর মুক্তি, এই পরলোক,
এই মোর বুদ্ধদেবের "নির্ব্বাণ" !

২৭

কতক্ষণে প্রিয়া "ওই নাথ বাড়ি"—
শোকে অশ্রুমুখী, কথা নাহি সরে,—
"আজিকার মত দেও মোরে ছাড়ি,"
কাঁপে প্রিয়া-বক্ষ গুরু গুরু ক'রে !

২৮

চুম্বি চারুমুখ, কহিনু প্রিয়ারে,
"কেন ও নয়নে কালিমা মাখাও ?
কেন এ অশিব মঙ্গল ব্যাপারে ?
মুছ অশ্রুজল, মোর মাথা খাও।

২৯

কেবল দিনান্তে নয়নের দেখা,
কেবল দিনান্তে প্রাণের পারণা,—
তোমারি এ কথা, মুছি অশ্রুরেখা,
যাও প্রিয়ে গৃহে, যাও সুলোচনা।"

৩০

এইরূপে সখা নিতি নিতি নিতি
হয় রে দিনান্তে প্রাণের পারণা ;—
চাহ কি নাশিব জীবন-ব্রততী
ঢাকি চন্দ্রকর—চন্দ্রগত-প্রাণা ?

৩১

হৃদয়ের রক্ত শোষি নিতি নিতি,
নিতি নিতি ক্ষীণ করিয়া ধমনী,
বাড়াব এ হেম-পীরিতি-ব্রততী,
বুকে পেতে ল'য়ে প্রেমের অশনি !

উদাসিনী।

যাব সই বনবাসে, কাজ নাই গৃহবাসে,—
অঙ্গের এ আভরণ লও শীঘ্র খুলিয়া ;
কালকীট হৃদে পশি বসায়েছে খর অসি,
উদাসিনী হ'য়ে আমি, যাব তাই চলিয়া !
মালা রচি বন ফুলে সখীরে দোলাব গলে,
দেখাব তরুরে স্রধু বনে বনে ভ্রমিয়া !
সিন্দূর-সধবা-সাধ সাধিতে নারিবে বাদ,
সংসারীর চিহ্ন যত দিব দূরে ফেলিয়া,—
আভরণ লও শীঘ্র খুলিয়া !

* * * * *

না সখি, এ কার স্বর ? এ যে পরিচিত স্বর !
এ যে স্বর নিল মোর প্রাণমন কাড়িয়া !
হব না লো উদাসিনী, সতীর হৃদয়মণি,
প্রাণনাথ যান নাই দুঃখিনীরে ভুলিয়া !
আসিছেন প্রাণসই আমার প্রাণেশ ওই,—
চন্দ্রিকার ছটা যেন শোভিতেছে প্রাঙ্গণে রে,—
সংসারীর যত সুখ উদাসী কি জানেরে ?

১

জবা কুসুম।

(১)

গেঁথ না আমার লাগি চম্পকের হার,
তাহা পরিব না গলে ;
আমার হৃদয় ফাঁপা তারোপরে কেন চাঁপা
চাপাইবে ? চাঁপা লয়ে কি কাজ আমার ?
আমি পরিব চম্পকের হার।

২

যাও সখি নগরীতে ! মোর মাথা খাও ;
দেখি তথা নব বধূ,
সাদরে চিবুক ধরি, শুভ আশীর্ব্বাদ করি,
মোহন চম্পক-হার তাহাতে পরাও,—
সখি, সযতনে গলে তার দাও।

৩

গেঁথ না আমার লাগি পদ্ম-পুষ্প-হার,
অ'ত সুন্দর চিকণ,

দুঃখে দুঃখে এ হৃদয়, হইয়াছে শিলাময়,
প্রস্তরে কুসুম পাঁতি ফোটে কি কখন ?
সখি, মোর লাগি ক'রনা রচন।

৪

ল'য়ে যাও পদ্ম-হার, কর্ণফুলী-তীরে,
মোর অনুরোধ সই ;
কবিরে প্রণাম ক'রে, ভকতি ও শ্রদ্ধা ভরে,
জয়মাল্য গলে তাঁর দিও পরাইয়া,
সখি, সার্থক হইবে তব ক্রিয়া।

৫

পরাইবে মোর গলে কুসুমের হার ?
একি তব সাধ সই !
আর কিছু দিন যাক্, এ শরীর হ'ক খাক্,
দোলাইও মালা তবে গলেতে আমার,—
সখি, মিটাইও বাসনা তোমার।

৬

রক্তিম জবার মালা তখন গাঁথিও,
নয়ন সলিল পূর্ণ ;
আমারে তুলিয়ে খাটে, যাইবে ত্রিবেণী ঘাটে,—
শুভ লগ্নে, শুভ ক্ষণে, গলে মোর দিও !
সই আপনার সাধ মিটাইও।

মায়া উদ্যান

১

উছলে মধুর রবে "পদ্ম-পুষ্করিণী,"
তরঙ্গ পরশে গিয়া তট-তরুশ্রেণী, !
অস্থির চঞ্চল মতি, কহে বায়ু চারি ভিতি,
, প্রতি শতদলকাণে প্রেমের কাহিনী।

২

অনন্ত গগন-রাজ্য আলোকে উজলি,
ভাসিছেন সুধাকর হাসির আসারে ;
হাসে পদ্ম পুষ্করিণী, হাসে পদ্ম কুমুদিনী,
ধরেনা হাসির ঘটা উদ্যান-মাঝারে।

৩

হেমাভ সোপান ওই, হৈম সুলহরী,
তটে নব দূর্ব্বাদল সুবর্ণের রাশি !
সলিলে কমলচয়, আহা কি সুবর্ণ-ময় !
আজি পদ্ম পুষ্করিণী মানসসরসী !

৪

ফুটিছে নীরবে ওই চম্পক বকুল,
নীরবে আবেশ ভরে খসিছে করবী,
প্রকৃতি-সোহাগে মাখা মোদে আঁখি সেফালিকা,
সহকার-কোলে মরি উঠিছে মাধবী !

৫

অশোকের ডালে ডালে জোনাকীর পাঁতি ;
প্রকৃতি-কুন্তলে যেন সুমোহন সিঁতি ;
অশোক-সিন্দূর সম ললাটেতে অনুপম ,
সধবার সাজে আজি সজ্জিতা প্রকৃতি ।

৬

কুন্তলে গোলাপ-চাঁপা, কাণেতে কদম,
অধরে চাঁদের হাসি, ভুবন-মোহিনী,
সধবার মনোমত, করিয়া "সাবিত্রী ব্রত"
পূজিছেন পুরুষেরে প্রকৃতি-রমণী ।

৭

এ হেন উদ্যানে আমি কি জন্য না জানি,
গেলাম সে জ্যোৎস্নাময়ী পূর্ণিমা নিশায়
সজ্ঞানে, কি ঘুমঘোরে ! না জানি কি ভাবভোরে
আশা-কুহকিনী কিরে ডাকিল আমায় ?

৮

দেখিলাম ফুল, ফল, পল্লব, সরসী,
সরসীতে সমাগম রজত-কাঞ্চনে,
মোহিনী লতিকা চাহে তরুর বক্ষেতে রহে,
পবন সাহায্য করে সে সুখ-মিলনে।

৯

সহসা কি দেখিলাম ? সহসা বিলয়
সরসী পাদপশ্রেণী হ'ল সমুদয় ;
বেষ্টিত-গোলাপতরু, উদ্যানের সার চারু
একমাত্র ভূমিখণ্ড রহিল তথায়।

১০

সেই সে মধুর কুঞ্জ গোলাপ মণ্ডপে
দেখিলাম উদ্যানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ;
চাহিয়া চাহিয়া দেখি কিছুতেই নাহি সুখী
ইচ্ছা প্রেম-ফুল দিয়া পদযুগ সেবি।

১১

বাসনা সে প্রেম-মূর্ত্তি হৃদয়ে জড়াতে,
বিপুল জগত-স্মৃতি জলাঞ্জলি দিতে !
প্রতিমে ! দয়ার্দ্র চিতে দিলে কর পরশিতে,
মুহূর্ত্তেক লাগি দেবি, সকলি ভুলিতে।

১২

সে ক্ষণে ভুলিনু দেবি, ভুলিনু সকল,
ভুলিতে নারিনু কিন্তু বক্ষেতে আমার
প্রণয় বিদ্যুৎপাত আঘাতিল অকস্মাৎ !
করিল তোমার (ও) বক্ষে তাড়িত-সঞ্চার !

১৩

ভুলি নাই, ভুলিব না,—"তুমিই আমার" !
মোর কণ্ঠ জড়াইয়া কহিলে আবার—
"বাসিয়াছি চিরকাল বাসিবরে চিরকাল—
অবলা বঙ্গের নারী, ঘোর দেশাচার।"

১৪

সেই দেশাচার বিধু, দুই খণ্ড করি
দুই পথে লয়ে গেছে সে প্রেমতটিনী !
ঘোর অদৃষ্টের বলে, ভিন্ন ভিন্ন উপকূলে,
এবে মোরা উপনীত, শৈশব-সঙ্গিনি !

১৫

অদৃষ্টের করে প্রিয়ে মানি পরাজয়,
সে সুখ-মিলন লাগি কিন্তু নাহি খেদ !
কহি না রে "ভাল হোত যদি নাহি দেখা হোত" !
বরং ভাল এই দুঃখ, মিলনে বিচ্ছেদ।

১৬

"কেন দেখিলাম ?" আমি কহি না সখেদে !
প্রিয়ে তব সেই ধ্রুব-নক্ষত্র নয়ন,
অদ্যাপিও পথ বলে, সংসার-জলধি জলে,—
দেখাইবে পথ প্রিয়ে, যাবত জীবন !

১৭

ভয়ে শোকে অভিভূত হইব যখনি,
তোমার সরল চক্ষু স্মরিব তখনি !
উন্মাদ-উৎসাহ-দাতা জিনিয়া বক্তার কথা,
তোমার সরল চক্ষু নাচাবে ধমনি !

১৮

প্রেয়সিরে ! তব ওই সরল নয়ান !
কি ছার উহার কাছে "মানস-বিজ্ঞান !"
নিরাশে বিষাদে প্রিয়ে, শত উপদেশ দিয়ে,
করিবে আমারে সদা সান্ত্বনা-প্রদান।

১৯

থাক সুখে-করি এই নিয়ত কামনা,
ভুলে যাও প্রাণাধিকে, বিগত ভাবনা !
অঙ্গের ভূষণরাশি, পাইয়াছ দাস, দাসী,—
কেনই বা হবে তুমি চিন্তায় মগনা ?

২০

তবে যদি গৃহ-কার্য্য করিতে করিতে,
এক দ্রব্য রাখি বিধু অপর তুলিতে,
দ্বিতীয়ার শশী সনে সাগরের সম্মিলনে
ঈষৎ চাঞ্চল্য যথা, তোমার মনেতে
হয় যদি চঞ্চলতা বিগত স্মরিয়া,
মনে যদি পড়ে তব শৈশব-সঙ্গীরে,
ভুলে যেও প্রিয়তমে ! ভাবিও স্বপনে ভ্রমে,
দেখেছিলে এই জনে উদ্যান-ভিতরে।

২২

অলীক স্বপন সেই মায়ার উদ্যান !
অলীক স্বপন তব পদ্ম-পুষ্করিণী !
সত্য মাত্র, মৃদুভাষে, তব কোলে "খোকা" হাসে,—
তুমি বিধু, স্নেহময়ী শিশুর জননী !

X

আমার দেবতা।

১

কে বলে নাস্তিক মোরে? নাস্তিক ত নইরে,—
নাস্তিকের অগোচর পাপ বল কইরে?
ভকতি-কুসুম-দলে বিশ্বাসের বিল্বদলে,
দিবানিশি পূজি আমি কোটি কোটি দেবতা,
তোমার বৈকুণ্ঠ পুরী, তোমার অমর পুরী,
কি জানিবে ইহাদের মহিমার বারতা?
মহাশক্তিময়ী এরা, জানেরে বিপুল ধরা,—
দুর্ব্বল তোমার দেব কি রাখেরে ক্ষমতা?
যেন কুসুমের স্তূপ, মোহিনী মাধুরী-রূপ,—
দেখিলেই চলে যায় পাপ চিন্তা খলতা,
কে বলে নাস্তিক মোরে, ত্যজি লজ্জাশীলতা?

২

ভুবন মোহিনী মম লক্ষ্মীরূপ। ইন্দিরা
আমার এ"লক্ষ্মীমণি," দেখ আসি, তোমরা।
হেন লক্ষ্মী ঘরে যার, কিসের অভাব তার?
বহে সদা স্রোতস্বিনী, ঢালি সুখ-অমিয়া

কিবা কক্ষ, কি প্রাঙ্গণে,   কিবা নিশি, কিবা দিনে,
উজ্জ্বল স্ফটিক যেন রেখেছেন গড়িয়া
দিতেছেন আল্‌পনা,—   হায় যেন সুখকণা,
শান্তির ঝরণা হ'তে যাইতেছে ঝরিয়া ;
থাক লক্ষ্মী, থাক ঘরে,   যেওনা আমায় ছেড়ে,
তুমি গেলে কিবা সুখ এ জীবন ধরিয়া ?
আমার এ লক্ষ্মীমণি," দেখ আসি, ছুটিয়া।

৩

জিনি শত সরস্বতী, ওই দেখ "সরলা,"
কবিতা-সরসে মগ্ন, হাব ভাবে বিহ্বলা !
খুলিয়া হৃদয় ছবি,   পাঠ করিছেন দেবী,—
ক্রমে মোর জ্ঞানশক্তি হইতেছে বিকলা !
শত শত বীণাযন্ত্র,   শত শত মোহমন্ত্র,
ছত্রিশ রাগিণী যেন হইয়াছে উতলা !
এই দেবী কতবার,   শান্তিও অমৃতাধার
লিখেছেন লিপি মোরে, প্রেমাক্ষরে উজলা !
সেই লিপি পাঠ করি,   পোহায়েছে বিভাবরী,
তথাপি মেটেনি আশা, প্রতিভায় বিকলা !
জিনি শত সরস্বতী, ওই দেখ "সরলা।"

৪

কোটি অন্নপূর্ণা মোর স্নেহময়ী জননী
এমন মায়ার খনি ধরাতলে দেখিনি ;
যাহা চাই তাহা পাই, কিছুরি অভাব নাই,
পুত্র লাগি নাহি ওর হোতে আত্মঘাতিনী ;
এ দাসে মা মনে রেখ, সদা দয়াময়ী থেক,
"ক'র না গো মধুহীন তব মন-পদ্মিনী"
পিতা মম ভোলানাথ হইলে অশনিপাত
ভাবেন অমৃতরূপী পড়িল এ অশনি,
আশৈশব নিজ হাতে পালিলে এ মূঢ় সুতে,
এবে তুমি কোন প্রাণে ত্যজিবে গো জননি ?
অতুল দয়ার উৎস দক্ষিণতা-রূপিণী !

৫

ইন্দ্রের বিদ্যুৎ জিনি ওই দেখ "চপলা" ;
ইন্দ্রের বিদ্যুৎ সম নহে কিন্তু চঞ্চলা ;
হেন স্থির সৌদামিনী যার অঙ্কে আরোহিণী
এই বিশ্ব তার চক্ষে অবিরত উজলা।
নিরাশা তিমির নাশে অস্ফুট মন্দিরা ভাষে
নাচায়ে মানস-শিখী, শ্রুতি করে শীতলা ;

এমন সন্দেশ বহ ভূতলে দেখেনি কেহ
শ্বশ্রু ইন্দ্রাণীর আজ্ঞা পালিবারে উতলা ;
চুপি চুপি হাসি হাসি মেঘের নিকটে আসি
ঢাকেন মেঘের আঁখি নিজ রঙ্গে বিহ্বলা
ইন্দ্রের বিদ্যুৎ জিনি খেলে ওই চপলা।

৬

অপূর্ব্ব মহিমাময়ী ওই দেখ ইন্দ্রাণী,
নম্রতা-মন্দার-পুষ্পে সর্ব্ব-অঙ্গ-শোভিনী
রামি শ্যামি আদি করি যতেক দৈত্যের নারী
সাহস করিতে নারে হোতে পার্শ্ববর্ত্তিণী,
অথচ দেবরগণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবগণে
যত্ন-সুধা দেন সদা সুধাপাত্রধারিণী ;
আধ আধ সুধাভাষে বালক জয়ন্ত হাসে
অমনি গলিয়া যান স্নেহময়ী জননী—
অমনি উৎসঙ্গে তুলি, অপূর্ব্ব কটাক্ষ কেলি,
দেবরাজ-ক্রোড়ে দেন ত্রিভুবন্‌মোহিনী ;
অপূর্ব্ব মহিমাময়ী দেবরাজ রমণী !

৭

জিনি কোটি কোটি রতি এ "বসন্তকুমারী" !
ধরায় ধরেনা দেখ অতুলনা মাধুরী !

মণ্ডিয়া সুন্দর খোঁপা শোভিছে গোলাপ চাঁপা,
নীল বস্ত্র রহিয়াছে চারুতনু আবরি ;
প্রণয়ের ফাঁদ পেতে, অনঙ্গেরে ভুলাইতে
জানে বালা কত শত হাব ভাব চাতুরী ;
না হেরিলে কন্দর্পেরে, ধরা শূন্যময় হেরে,
ভাবে বালা পুনঃ বুঝি ক্রুদ্ধ হ'ল স্মরারি ;
পতির শিরের সাজ রাখি অলকের মাঝ
দেখায় পতিরে দেখ পীরিতীর চাতুরী !
জিনি কোটি কোটি রতি এ "বসন্তকুমারী !"

৮

এইরূপে শত শত কোটি কোটি দেবতা,
হৃদয়মন্দির মাঝে হয় সদা সেবিতা ;
হৃদয়-শোণিত ঢালি, করি আমি নরবলি,
দেবী-পদে রক্ত-বিন্দু শোভে যেন মুকুতা ;
তোমার বৈকুণ্ঠপুরী তোমার অমরপুরী
কি জানিবে ইহাদের মহিমার বারতা ?
মহাশক্তিময়ী এরা জানেরে বিপুল ধরা,
দুর্ব্বল তোমার দেব কি রাখেরে ক্ষমতা,
অনন্ত তপস্যা করি যাপি আমি বিভাবরী,
কে বলে নাস্তিক মোরে ত্যজি লজ্জাশীলতা ?
নাস্তিক বলিতে মোরে কার আছে ক্ষমতা !

পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী

১

পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী !
কেন এসে উঁকি মার   কেন গো নয়নাসার
ফেল তুমি মোরে হেরি, ও অভাগিনি ?
লৌহের এ কারাগার   ভারতের দেশাচার,
পলাতে অক্ষম তুমি আজন্ম বন্দিনী !
পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী।

২

হায় এ পোড়া বঙ্গের
সকলি বিরূপ প্রথা,   স্বাধীনতা অধীনতা,
আতপত্র হয় হেথা পদ্ম-পল্লবের,
মরুভূমি মাঝে বারি   ধরার দেবতা নারী
কীট হ'তে হেয় হের আচারে এদের,
দুঃখ কে দেখে মোদের !

৩

তব মলিন আনন,
সজল চাহনি তব, নিরন্তর নিরখিব,
নিরখি ভাসিবে রক্তে অভাগার মন,
তবু প্রিয়ে মম চিতে তব দুঃখ নিবারিতে
সাহস হবেনা মোর ভুলিয়া কখন,
তৃষা করিতে বারণ।

৪

গৃহে ফিরে যাও প্রাণ,
ভুলে যাও প্রাণধন চারি চক্ষে সম্মিলন
হয়েছিল একদিন বধিতে পরাণ,
অদৃষ্টের সে ছলনা ভুলে যাও সুবদনা
মন্দির, আরতি, পুষ্প, নিশি অবসান,
গৃহে ফিরে যাও প্রাণ।

৫

তব সকলি স্বপন,
চাহিনি তোমার পানে, ফেলিনি কখন জ্ঞানে
তোমার ও বর-অঙ্গে কুসুম-চন্দন ;
মন্দিরের পার্শ্ব হ'তে, শিউলি পাদপ হ'তে
হ'য়েছিল তব দেহে পুষ্প বরিষণ,
আমি ফেলিনি কখন।

৬

তুমি মন্দির হইতে

ফিরে যবে যাও ঘরে তোমার পশ্চাতে ধীরে

করিনি গমন আমি অলক্ষ্য ভাবেতে ;

শুষ্ক পত্র নিশিশেষে পড়ে সে নির্জ্জন দেশে,

হ'য়েছিলে প্রতারিত সেই সে রবেতে

আমি যাইনি পশ্চাতে।

৭

তুমি শুনিলে নিশ্বাস,

ভাবিলে অভাগা হিয়া যায় বুঝি বাহিরিয়া,

ধরাতলে কে না হয় কল্পনার দাস ?

তরুদলে কাঁপাইয়া, বংশশ্রেণী নাচাইয়া,

নিশীথে বহিতেছিল চঞ্চল বাতাস,

নহে আমার নিশ্বাস।

৮

নহে আমার বাঁশরী,

নহে সে বিরহগান যাহাতে তোমার প্রাণ

উদাস আমার দুঃখে উঠিল শিহরি ;

"বউ কথা কও" পাখি গাছের আড়ালে থাকি

নিশীথে ঢালিতেছিল সঙ্গীত লহরী

নহে আমার বাঁশরী।

৯

সেই বকুল-তলায়,
তোমার সুকর ধরি		কহিনি গো "প্রাণেশ্বরী"
আবেশে চুম্বন আমি করিনি তোমায়,
চরণ আঘাতে তথা		"উহু মরি" এই কথা
বাহির হইয়াছিল পড়িয়া ধরায়,
জ্ঞানে ধরিনি তোমায়।

১০

আমি তোমারে হেরিতে,
রৌদ্রের উত্তাপ সয়ে		বরিষার জল সয়ে
আপনা পাশরি আমি উঠিনা ছাদেতে;
কলঙ্ক রটনা ভয়ে		তব আশাপথ চেয়ে,
ডুবিয়া থাকিনা আমি গঙ্গার গর্ভেতে,
সন্ধ্যা আইলে ধরাতে।

১১

মোর অসত্য বচন,
তোমার লাগিয়া প্রাণ		ভিজাইনা উপাধান,
প্রাঙ্গণে পাতিয়া শয্যা করিগো শয়ন,
প্রাঙ্গণের আম্রতরু		কাঁপে সদা গুরু-গুরু,
ভিজাইয়া উপাধান করেরে রোদন,
নহে আমার নয়ন।

১২

নহে তোমার সে ছবি,

ছবি এক হরিণীর ফেলিছে নয়ন-নীর ;

অপরূপ আঁকিয়াছে চিত্রকর কবি !

হরিণ অদূরে বসে, চায় যায় তার পাশে

শৃগাল ধরিয়া রাখে—নিদাঘের রবি

বনে দহিছে মাধবী !

১৩

মোর নয়নের জলে,

ছবি কলঙ্কিত হয় তোমার হৃদয় কয়

তোমারি এ মূর্ত্তি আমি দেখি গো বিরলে ;

প্রণয়ের প্রতারণা প্রণয়ের প্রবঞ্চনা

বড়ই বিষম ; প্রেম কত কথা বলে,

তাহা শুন না'ক ভুলে।

১৪

তুমি বড়ই অবোধ,

কেন কেন সর্ব্বত্যাগী ? কেন গো আমার লাগি

হৃদয়ের শান্তি সহ করলো বিরোধ ?

কিবা দিবা বিভাবরী দংশে চিন্তা বিষধরী,

একে চিন্তা তাহে কারাগার-অবরোধ,

তব শ্বাস হয় রোধ !

১৫

তুমি আন্‌মনা হয়ে,

কেন চাহ ঊর্দ্ধদিকে ? কেন বা অঙ্গুলি-নখে

ছেঁড় তব প্রাঙ্গণের তরু কিশলয়ে ?

অপরে ডাকিলে কেহ "যাই" তুমি কেন কহ ?

কেন এই বাতুলতা শান্তির আলয়ে

ছাড় এ ছার প্রণয়ে ॥

১৬

"আন মাথার চিরুণি"—

অমনি দর্পণ আন, কি আনিলে নাহি জান,

তোমার এ প্রেম প্রিয়ে, অবশ্য বাখানি ;

এই ঘোর মোহাবেশে প্রমাদ ঘটিবে শেষে

ভুলে যাও ভুলে যাও বিগত কাহিনী ;

ওলো প্রেম পাগলিনি !

১৭

সেই মূরতি কোথায় ?

দিন দিন পল পল দহে যেন চিতানল,

সর্পের নিশ্বাসে হায় চন্দন শুকায় ;

মানব-জীবন-আশা অপরূপ ভালবাসা

পালিতেছে বক্ষে—এই প্রেম পিপাসায়

নাহি তৃপ্তি সুখ হায় !

১৮

"নারী-শরীর পাষাণ",

নিরাশায় ম্রিয়মাণ বলিতেছ তুমি প্রাণ,

কিন্তু শত ফুলে শিলা হয় শোভমান,

দয়াহীন এ সংসার দয়াহীন দেশাচার,

এই চারু ফুল বল কে করে আঘ্রাণ ?

নারী নহেক পাষাণ।

১৯

তব অদৃষ্টের ফলে,

এই মরুভূমে হায় সরস পাদপ প্রায়

রক্ষঃকুল-রাজ-লক্ষ্মী জন্ম রক্ষঃকুলে ;

পল্লব শুকায়ে যাবে শুষ্ক কাষ্ঠ মাত্র রবে

সে কাষ্ঠ অঙ্গার হবে সংসার-অনলে

কেহ দেখিবে না ভুলে।

২০

বঙ্গে প্রণয় মরণ ;

চিতানল শয্যাপরি সে প্রণয়ে তৃপ্ত করি

কেমনে বধিব প্রিয়ে, তোমার জীবন ?

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবিয়াছ, ভেব তুমি,

পারি না বঙ্গের বিষ করিতে অর্পণ,

সাধ করিতে পূরণ।

২১

আমি করুণা বিহীন !

কিবা নিশি কি দিবসে ভাবি, কাল কবে এসে

করিবে আমারে তার কবল অধীন ;

হবে না তাহলে আর প্রণয়ে অঙ্গার সার

অভাগারে হেরি প্রিয়ে কিবা নিশিদিন

তব সুবপু নলিন।

২২

তুমি যাবে মোর সাথে ?

কি বলিলি পাগলিনি চির-দগ্ধ-কপালিনি,

নাহি কি কলঙ্ক তথা মানুষে কাঁদাতে ?

নাহি ছি ছি নাহি ঘৃণা কুবাসনা কুরটনা ?

সতত কি ফুল ফোটে প্রেম পারিজাতে

চির দুঃখীরে হাসাতে ?

২৩

সে যে অজানিত দেশ !

অনিশ্চিতে কি বিশ্বাস ? দেবতা-হৃদয়ে বাস

হয়'ত করে না প্রিয়ে করুণার লেশ ;

হয়'ত এমনি করে গুমরে গুমরে মরে

হইবে থাকিতে সদা ; কে করে উদ্দেশ,

নাহি যাতনার শেষ।

২৪

বঙ্গ নরনারী তরে,
হয়'ত ব্যবস্থা অন্য, নৈতিক আচার ভিন্ন,
পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী থাকেরে পিঞ্জরে ;
সোণার শিকলে ধরি রাখে বঙ্গ নরনারী,
নাহি যেতে দেয় কভু পিঞ্জর-বাহিরে,
যথা এ বঙ্গ-ভিতরে।

২৫

গৃহে ফিরে যাও প্রাণ,
ভুলে যাও প্রাণধন চারি চক্ষে সম্মিলন
হয়েছিল একদিন বধিতে পরাণ ;
অদৃষ্টের সে ছলনা ভুলে যাও সুবদনা
মন্দির, আরতি, পুষ্প নিশি-অবসান,
গৃহে ফিরে যাও প্রাণ !

দশভুজা।

দশভুজে! দশভুজে শত শত আশীর্ব্বাদ লয়ে,
এস মা এস মা আজি দশদিক্ রূপে আলো করি!
আমরা সন্তান সব, পথ চেয়ে আছি বঙ্গালয়ে;
দশবাহু প্রসারিয়ে, কোলে তুলি, রাজরাজেশ্বরি,
লও, লও আমা সবে!—অশ্রুজলে আঁখি গেছে ভরি,
মুছ মা কনকাঞ্চলে তপ্ত বারি! জননী-হৃদয়ে
ওই স্তন্য ক্ষীর সুধা, বিন্দু বিন্দু পড়ে আহা ঝরে,
মাগো মা! পিয়াও তাহা, পিয়াও এ পিপাসু তনয়ে!
জ্যোৎস্নামহিমাময়ী মরি মরি শারদী যামিনী,
পাতিয়াছে বনপথে তোর লাগি কনক-আসন!
ফলায়েছে অলক্তের নবরাগ রক্ত-কমলিনী,
করিতে রঞ্জন মা গো আহা তোর ও রাঙা চরণ!
কি উৎসর্গ! কি আনন্দ! কোটি কোটি ঝরিছে সেফালি!
আমরাও তোর পদে দিনু আজি এ জীবন ঢালি!

সম্পদের প্রতি।

(১)

কি অপূর্ব্ব অগ্নিবাজী ! হাউই উঠিছে ;
বন্ বন্ চক্রে ঘোর বাজী ;
শন্ শন্ উল্কা মুখে সমীর ছুটিছে,
হে শ্রীহরি, একি হেরি আজি ?
ইচ্ছা ছিল হেরিবারে ভক্তি-উপবন,
একি হেরি ? এ যে ঘোর মায়ার কানন !

(২)

দাবাগ্নি কি ভোজবাজী বুঝিবারে নারি
কুহকিনী লালসা-ডাকিনী
হাসিয়া মোহন হাসি, সাজি বরনারী,
ধরিয়াছে সাহেনা রাগিণী !
চমকি উঠিছে প্রাণ, পুলকিছে তনু,
ফুলশর হাতে ল'য়ে হাসে ফুলধনু !

(৩)

বড়ই পিচ্ছিল পথ, আঁধার, আঁধার,
আলো নাই, যষ্টি নাই হাতে,
কোথা তুমি হে প্রহরি! হয়ে আগুসার,
হাত ধরি, লয়ে চল সাথে।
শ্মশানে পিশাচ ওই জ্বেলেছে মশাল,
অদূরে আলেয়া জ্বলে, ডাকে ফেরুপাল!

(৪)

আস্বাদি মাকাল ফল, দিল্লির সন্দেশ,
মুখ হ'ল তিক্ত ও বিরস!
আর কেন? আর কেন? এস পরমেশ,
পিয়াও অমৃত-সোমরস!
ভূমিতলে কত কাল রহিব শয়ান?
এস, এস ফুলশয্যা! এস উপাধান!

(৫)

পাটালি ভখিতে নারি, এস হে সুখাদ্য,
সরভাজা খাস্তার কচুরি,
এই হাহাকার-রাজ্যে বাজাইয়া বাদ্য
রচ হরি আনন্দের পুরী!
অলক্ষ্মীরে ঝেঁটা পিটি, তাড়ায়ে বিদেশে,
কমলার বেশে,—দেব, এস হেসে।

(৬)

বহুদিন অন্ধ আছি, জ্যোতির্ম্ময়-রাগে,
চক্ষে কর লাবণ্যসঞ্চার !
ন্যায়-অধ্যয়ন আর ভাল নাহি লাগে,
এস এস কাব্য-অলঙ্কার !
কোথা তুমি, কোথা তুমি হে চিরসম্পদ্,
এস শান্তি ! এস তৃপ্তি ! ঘুচুক বিপদ্ !

(৭)

এস হে স্বদেশী বন্ধু চির বিদেশীর,
বুকে ধরি করি আলিঙ্গন !
এস পুত্র, ভাগ্যবতী বন্ধ্যা রমণীর,
মুখ করি সোহাগে চুম্বন !
সারারাত্রি ঝড়বৃষ্টি ভয় ও হুতাশ,—
এস এস দিবামুখে সূর্য্যের প্রকাশ !

ঝুমুকা।

১

নীলাম্বরে সুতনু আবরি,
ধনমদে কুল্লকায় প্রৌঢ়া গৃহিণীর প্রায়,
যবে তবে ঘাড় নাড় সব তুচ্ছ করি,
দেখেই চিনেছি তোমা ঝুমুকা সুন্দরি!

২

শোভাময়ী সুনীল ঝুমুকা,
দোল প্রকৃতির কাণে, তোর কাছে হারি মানে,
বঙ্গবালা কাণবালা সোণার পরিখা,
দোলে যাহা বহুমূল্য হীরকের শিখা।

৩

পাইবারে স্বর্ণ-আভারণ,
বৃথা কেন নারীগণ করে মন উচাটন?
অনায়াসে পেয়ে তারা এ ফুল রতন,
পারে ভুলাইতে মরি মুগ্ধ পতিমন।

ফুলে ফুলে কত শোভা হয় !
তুমিরে কোমল ফুল সুকোমল নারীকুল,
লৌহের সোদর হেমে কভু শোভা নয়,
ফুলে ফুলে সমাগমে ভুবন বিজয় !

৫

নীলাম্বরে সুতনু আবরি
ধনমদে ফুল্লকায় প্রৌঢ়া গৃহিণীর প্রায়,
যবে তাবে ঘাড় নাড় সব তুচ্ছ করি,
দেখেই চিনেছি তোমা ঝুমকা সুন্দরি !

পদ্ম।

১

আমরি কি শোভা ধরি সরসীতে ফুটেছ !
বিপুল বিশ্বের শোভা একাধারে ধরেছ !
তোমার দর্শনে সুখী তব অদর্শনে দুঃখী,
তোমার মানস সখী সাধে কি গো ইন্দিরা ?
তোমা হ'তে পেয়ে শ্বাস, তোমার আসনে বাস
সাধে কি করেন ব্রহ্মা, সৃষ্টি যাঁর আমরা ?
চটুলের অগ্রগণ্য, পুরাতন প্রেমে ক্ষুণ্ণ
সাধে কি তোমার প্রেমে বাঁধা সদা ভ্রমরা ?

২

প্রেমময়ী তোমা সম কোন্ নারী জগতে ?
উৎসর্গ করেছ প্রাণ তপনের পীরিতে ;
তপন বিরহে হায় হৃদি-বৃন্ত ছিঁড়ে যায়,
মূর্চ্ছা আসি ঢাকে তব সুধা পূর্ণ আননে,
জগতের চক্ষু যেই প্রাণ তব প্রেমময়ি !
সে রবি বিহনে পদ্ম বাঁচিবে গো কেমনে ?

আবার রবিরে হেরি   কর পরশন করি
নব রস সঞ্চারিত হয় নব জীবনে।

৩

প্রেমের এমনি যাদু মূক কথা কয় রে,
খঞ্জ চলে, মৃতদেহে-প্রাণোদয় হয় রে,
পবিত্র সরল প্রেম জিনিয়া রজত হেম,
যে প্রদেশে করে বাস করে শোভাময় রে
তাই পদ্ম তোরে হেরি   পৃথিবী আকাশোপরি
সুখের তরঙ্গ দোলে হেন বোধ হয় রে ;
আমি আজি সুখময়   জগৎও সুখময়,
আমারি সুখের তরে বিশ্বের উদয় রে।

৪

কি সৌরভ ! হারি মানে অমরের অমিয়া !
বিকল দর্শক যায় আপনারে ভুলিয়া !
তুমি পদ্ম আছ হেথা   কিন্তু তব সুরভিতা
নদীর অপর পারে যাইতেছে চলিয়া ;
গুণরাশি আছে যার   কিসের অভাব তার ?
নশ্বর জীবন যার,   গুণ যায় রহিয়া।
কালিদাস গুণ-সার   মিলাইলা বীণা তার
অদ্যাপিও বাজে তাহা এই বিশ্ব মোহিয়া।

৫

কমলিনি ! তোরি মত আমাদেরো পদ্মিনী
ছিল এক, দুঃখে দহি কহিতে সে কাহিনী ;

ভারত শুকায়ে গেছে আর কিরে পদ্ম আছে ?
কমলিনি আমাদেরো ছিল পদ্ম একটী ।

কুসুমে কীট।

(১)

এক দিন বনে,
কল্পনা সঙ্গিনী-সনে, ভ্রমিতেছি অন্য-মনে,
বিষাদে মগন ;
কিছুতেই সুখ নাই, শূন্যময় সর্ব্ব ঠাঁই,
সংসার যাহার পক্ষে হইয়াছে বন,
কি সুখ তাহারে দিবে ভীষণ কানন ?

(২)

ধাই চারি দিকে—
দেখিলাম হেন কালে উচ্চ সহকার কোলে,
উঠিছে কৌতুকে
মোহিনী মাধবী-লতা, মোহন কুসুম যুতা
সহকার-তলে আমি দাঁড়ানু যেমনি
গাত্রে মোর খসিয়া পড়িল পল্লবিনী।

(৩)

যতনে আদরে

সে লতা-প্রশাখা লয়ে, বিগত-বিষাদ হ'য়ে

কি বিলাস ঘরে !

যামিনীতে মহোল্লাসে রাখিলাম শয্যাপাশে—

হায় ! সেই লতাগুলি কীট দুরাচার

দয়াহীন দংশিলেক শরীরে আমার।

৪

চন্দ্রের কিরণ

সংসার বৃশ্চিক-দষ্ট, চিত্তের উৎকট কষ্ট

করে নিবারণ ;

এত ভাবি ভাগ্যহীন, সেবে তাহা প্রতিদিন

ভাগ্যদোষে সেই চন্দ্র অমৃত-আধার

করে হায় পক্ষাঘাত-রোগের সঞ্চার।

৫

হতভাগ্য আমি,

জানিতাম আগে যদি বিধির এ ঘোর বিধি

কোন্ পথগামী,

তা হ'লে সুখের জন্য সতত হৃদয় ক্ষুণ্ণ

নিরাশা কি লইতাম শান্তি-বিনিময়ে ?

হইতাম উপনীত এ ঘোর নিরয়ে ?

৬

তবু সেই দিন

প্রথম মিলন-দিন স্মৃতিপথে সম্মুখীন

হয় যেই ক্ষণ,

সব শোক ভুলে যাই, হস্তে যেন স্বর্গ পাই,

সহসা দর্শন যবে দিলে প্রাণেশ্বরী,

চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া মোহিনী মাধুরী।

৭

সে দিবস হায়!

প্রকৃতির চারু ছবি গগনে ফুটিল রবি,

মধুরতাময়;

নর-নারী বৃক্ষশাখা সব মধুরতা-মাখা

মধুর মধুর ভিন্ন নয়ন উপরে

কি আর দেখিব বল এমন মুকুরে?

৮

বল মোরে প্রাণ,

নিতি নিতি অভিনব, কোমল ও মুখ তব

সরল নয়ান;

হিয়া করি জর জর, কেমনে বিষাক্ত শর

তোমার আশ্রিত জনে করিলে সন্ধান?

প্রতিমে! কেমনে তুমি হইলে পাষাণ?

কেন দেখাইলে

স্বর্গের সোপান দিয়া স্বর্গের মোহিনী ছায়া,

পশিতে না দিলে ?

ছিনু ভাল ধরা পরে, জানিতাম ভাল করে

রোগ শোক জরা মৃত্যু মানব-প্রকৃতি

অদৃষ্ট-শৃঙ্খল হ'তে নাহি অব্যাহতি।

১০

চাহ কি দেখিতে—

অন্তঃশিলা ফল্গুমত, কেমনে অভাগা-চিত

ভাসিছে শোণিতে ?

কি ঘোর যাতনা সই, জাননা কাঁদাও তাই

স্থপ ভাঙ্গা কারে বলে যদি গো জানিতে,

তুমিও গো কৃপাময়ি শোণিতে ভাসিতে।

জীবন-নদী।

আমার জনমস্থান ? স্বর্গধাম, হিমাচল-গিরি !
আমার অপূর্ব্ব দোলা, বিভুপদ-বিমলঝরণা !
ধাত্রী মোর শ্রাবণের ধারা—দেবের করুণা,
মন্দারের কুঞ্জছাড়ি মনানন্দে ধীরি ধীরি ধীরি
নামিয়া পড়িনু আমি ধরাতলে ! হর্ষে ঘুরি ফিরি,
তরঙ্গের রঙ্গভঙ্গে চলিয়াছি ! করালবদনা
আমি যেন রণ-চণ্ডী ! বিঘ্ন-দানবের বক্ষ চিরি।
(কে রোধে আমার গতি !) চলিয়াছি চঞ্চলচরণা !
এ কোথায় আইলাম ? একি শুনি জলধি-গর্জ্জন
কি ভীষণ !—নীল মৃত্যু তাণ্ডবিয়া আমারে ডাকিছে
দীনবন্ধু একি তব ইচ্ছা ? তবে কেন মিছে
কেঁদে মরি ? হে সাগর, শুভক্ষণে করিনু বরণ
তোমারে !—পূর্ণিমা চাঁদ হাসিতেছে ! তব সাথে আমি
নাচিব ! পড়িনু পদে, ধর মোরে, ধর মোরে স্বামি !

কোকিল

১

ফাল্গুনের কোলে দোলে বনফুল ! ঘন আম্রবনে
কুহু কুহু মধুতানে আন্দোলিয়া পৃথিবী, বিমান,
কৌতুক-উৎফুল্ল করি মোর সেই বালকপরাণ,
তুমি যবে করিলে প্রস্থান, সযতনে হৃদিকোণে
সুগোপনে বন্দি করি মনোরাজ্যে স্মৃতি-গ্রামোফোনে
রেখেছিনু সেই শব্দে, হে কোকিল গায়কপ্রধান !
মাঝে মাঝে শুনি আমি সেই সঙ্গীত কৈশোরে
কাটাইনু এ জীবন ! এখনও যৌবনে করি সুধাপান
বিপদের ঘন ঘোর বর্ষারাত্রি ! করে রিম্ ঝিম্
বারি যবে, দিগন্তের বুকে যবে চপলা চমকে,
স্মৃতি-বাদ্যযন্ত্র আমি খুলি ধারে সেই কান্ত ভীম
যামিনীতে, কোকিলের স্বর শুনি শিহরি পুলকে !
বুড়া বয়সের এই পৌষ মাসে থোলো থোলো ফুল
ফুটে উঠে পেয়ে কোকিলের সাড়া, আনন্দ-আকুল !

শেফালি।

যোগীর তপস্যাসম করে থাকি করিও সাধনা !
লো শেফালি, কত নিশি জাগি, আমি তোর তরুতলে,
হেরেছি মুকুলদল খোলে মুখে পলে পলে পলে ;—
তার পর কত দিনে শুভক্ষণে ফলিল কামনা !
শ্যামাঙ্গিনী শারদীয়া নিশীথিনী, আনন্দমগনা,
অধরে জ্যোৎস্না হাসি, জড়াইলা শ্রীকণ্ঠে, কুন্তলে,
ফুল্ল শেফালির মালা !—কি মাধুরী ! ধূপ যেন জ্বলে
দেবালয়ে !—মরি ওই, কেগো আসে নূপুর-চরণা !
কি সৌরভ ! কি উৎসব ! লীলাময়ী শেফালি-সুন্দরী
করে লয়ে রত্নরাজী, দিলা দেখা দীন ভক্তজনে,
বঙ্গে যেন দশভুজা, বৃন্দাবনে যেন রাসেশ্বরী,
গৌরবে বসিলা রঙ্গে হৃদি কুঞ্জে, কমল-আসনে।
একি ঋদ্ধি ! একি সিদ্ধি ! প্রকৃতির দুহিতা বিরাজে
কবির মানসকুঞ্জে, শেফালিকা বনলক্ষ্মী সাজে !

হিন্দুবিধবা।

হে দেবি, যখনি হেরি ধরাতলে উষা-পূজা-ছলে
শারদী যামিনী-শেষে একরাশি শেফালিকা ফুল,
মনে পড়ে তব মূর্ত্তি ! তুমি যেন সেবা-তরুতলে
ঢালিয়াছ আপনারে ! সারা বঙ্গ সৌরভে আকুল !
ম্লান-শশধর-আলো, তুমি যেন পবিত্র দুকূল,
হয়ে, ঢাকিয়াছ নিশীথেরে ! এ তিমিরে দলে দলে
তোমার কৌমুদী-আলো, পরিজনে স্বজনসকলে
করিছে আনন্দ-স্নিগ্ধ !—তুমি স্বর্ণপ্রতিমা অতুল !
ধর্ম্ম-হিমাচল হতে সেবা-গোমুখীর শৃঙ্গ দিয়া,
আসিয়াছ তুমি বঙ্গে নবগঙ্গা সাগর-বাহিনী।
ভক্তি করে হরিনাম, তোমার ও সুমুখ চাহিয়া
সুজলা সুফলা বঙ্গ, গায় তব মঙ্গলকাহিনী !
মহিমা নাহি কি তীর্থে ? অবিশ্বাসি ! হের, দেখ, আসি !
শত শত মোক্ষধাম,—নব বৃন্দাবন, নব কাশী !

হিন্দুবধূ

হে বধূ যখন হেরি ভ্রমরের মৌন আলাপন
প্রফুল্ল গোলাপশাখে, মোদিত আকুল ফুলবাসে
মনে পড়ে আকর্ণ-বিলম্বী তব ভ্রমর-লোচন
আনন্দবিভোর মরি তোমার আনন-ফুল হাসে।
হে বধূ যখনি হেরি ঢল ঢল তরঙ্গিনী পাশে
আটপৌরে সাড়ি ঢাকা তোমার ও শ্রী-অঙ্গমোহন
একখানি ছবি হয়ে আমার মানসপটে ভাসে !
হে বধূ, যখনি হেরি তপনের সোণার কিরণ,
লাবণ্যের জলধারা বিটপীতে বাসন্তী—প্রভাতে
মনে পড়ে তোমার সে অপরূপ রূপ বৃন্দাবন
চেলি—ঢাকা নব অঙ্গ মেখলিত নব যমুনাতে !
কি বলিব পান করি ? তব রূপ-ফুলবনমধু
মিষ্টরসে ভরি গেছে এজীবন ওগো বরবধূ !

ভক্তি ।

ছু' অধরে শুভ্রহাসি, গলে মালা, কপালে চন্দন,
কে গো তুমি চন্দ্রাননি, ভাবে ভোর দেবের মন্দিরে !
কোন্ ভাগ্যবান-কণ্ঠে ওগো তুমি করেছ অর্পণ
স্বয়ম্বর-মালা ? বিরহিণী-সাজে, জটাজূট শিরে
যাহার বিরহব্রত পালিতেছ আঁখি মুদি ধীরে ?
উন্মাদিনী রীতি তব, কভু তুমি হরিসঙ্কীর্ত্তন
করি উচ্চে, লীলাময়ি হাব ভাবে করিছ নর্ত্তন,
কভু তুমি ধ্যানমগ্না, গালে হাত, ভাসি' অশ্রুনীরে !
চিনেছি সুন্দরি তোমা ! ভক্তি তুমি দেবের পূজারি !
নারদ, গৌরাঙ্গ, যিশু রঙ্গে নাচে তোমার দুয়ারে !
ইন্দিরা ইন্দ্রাণী রতি সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য তব হারে,
কি মহিমা ! কি গরিমা ! বিশ্বে নাহি হেন বরনারী !
দাও দাও পদধূলা, হে বৈষ্ণবি, তোমার প্রসাদে,
মম চির কাম্যফলে কৃষ্ণধনে লভিব অবাধে !

আত্ম-হত্যা ।

তোমরা কি হেরিয়াছ ডাইনীরে ? শোণিতপায়িনী,
বিষম ডাকিনী সেই, ভাবিও না ইহা উপকথা !
উলঙ্গিনী, উন্মাদিনী, ভালবাসে ঘোর নীরবতা !
যবে গৃধিনীর মত, তমস্বিনী, কৃষ্ণা, বিহঙ্গিনী,
প্রসারে, আয়ত পক্ষ, বিষাদিনী হয় আহ্লাদিনী !
এক ফোঁটা রক্ত নাই, ক্ষীণ বাহু যেন বিষলতা !
দেবশূন্য দেউলেতে মানুষের সাড়া নাই যথা,
থাকে তথা ; হাতে ক্ষুর, বিমুক্ত কেশিনী !
আশাদীপ নিবে গেছে মাতা যার হয়েছে বিমাতা,
গৃহ-পত্নী হায় যার প্রেমামৃত ভস্মে দেছে ঢালি ;
তিনিও বিমুখ যারে, যিনি হায় বিশ্বের বিধাতা ;
রাহুগ্রস্ত মুখে যার পড়িয়াছে বিষাদের কালী ;
সেই অভাগার কাছে, চুপে গিয়া একাল—নাগিনী,
ক্ষুর দেয় গলে তার—আত্মহত্যা, নির্ম্মম ডাকিনী !

দশানন বধ কাব্য।

(অসম্পূর্ণ)

বাজাইয়া মন্ত্রসিদ্ধ মোহন মুরলী,
কবিতার স্বর্ণরাজ্যে সৃজিয়া কুহকে
অপরূপ সৌন্দর্য্যের নব বৃন্দাবন,
ভাব-গোপীবৃন্দ সহ করেছিল লীলা
বঙ্গ-কবি-চূড়ামণি যে রাসবিহারী,
বঙ্গাকাশে শুক্রতারা যে মধুসূদন
মহাপ্রাণ মহাকবি, যে মহাজনের
প্রাণ-সিংহাসনে বসি, হে আনন্দময়ি,
বাজাইলে যেই বীণা অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে,
চমকিয়া, হরষিয়া বিশ্ববাসী জনে,
সেই বীণা লয়ে করে অয়ি বীণাপাণি
উর আসি, (জানি তব অনন্ত করুণা)
উর আসি এ দাসের চিত্ত-পদ্মাসনে।
গাইলে যে মহাগীতি প্রমোদে উচ্ছ্বাসে
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ-বধের কাহিনী
গাহি উচ্চে ধরি আহা ছত্রিশ রাগিণী

রসিক ভাবুক চিত্ত প্লাবিয়া আ মরি
অপূর্ব্ব রসের স্রোতে বিস্ময়ে আহ্লাদে
রোমাঞ্চিত করি সবে কদম্ব পুলকে,
সেই মহাগীতি আজি পশিয়াছে প্রাণে।
হের দেখ যাদুকরি, হে বিশ্বমোহিনি,
তোমার ও চিত্তহারা মুরলীর রবে
বিমোহিত, আত্মহারা শুনিছে সঙ্গীত
ঊর্দ্ধদিকে ফণা তুলি, এ প্রাণ-নাগিনী ;
তোমার জীমূতমন্দ্রে, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে
ইন্দ্রধনু-বর্ণময় কলাপ প্রসারি
নাচিতেছে তালে তালে এ প্রাণ-শিখিনী
তোমার আবেশে আজি গিয়াছে ঘুচিয়া
আমার আমিত্ব মাগো, ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী
আপনারে চিরতরে ডুবায় যেমতি
অনন্ত হিল্লোলময় জলধি-কল্লোলে।
উরি প্রভাময়ি তোমার 'প্রভায় আজ
কর মোরে প্রভান্বিত, কৌমুদী-কিরণে
হয় যথা বিভাসিত কৃষ্ণপক্ষ নিশি !
নিশার আঁধারে কিম্বা দিবস যেমতি
হয় আহা বিপ্লাবিত ঊষার জোয়ারে !

এস মা এস মা, তব রাঙ্গা পা'দুখানি,
ভকতি-অলক্তরাগে আরক্ত করিয়া,
প্রণমি সাষ্টাঙ্গে আজি, উৎসঙ্গে উঠিয়া,
আমি ও ধরিব রঙ্গে আকাশচন্দ্রমা !
কীট আমি, পশি তব চরণ-কমলে,
আমিও লভিব পূজা, মহিমা, গৌরব
উদ্ভাসিত তোমারও মহিমা-গৌরবে !
ধূলি আমি,—তব কৃপা-ঝটিকা-হিল্লোলে,
আমিও উঠিব উৰ্দ্ধে, ছাড়ায়ে ধরণী !
দাও মা দাও মা আজি, আকণ্ঠ ঢালিয়া !
হে অনন্তশক্তিময়ি, এ ক্ষীণ তনুতে,
প্রতিভা-দ্রাক্ষার রস, প্রাণ-সঞ্জীবনী,
রসে সদা ঢল ঢল, অমৃত-মদিরা !
যযাতি যৌবন পেয়ে, লভিয়া শকতি,
আমিও গাইব আজি, পঞ্চমে, সপ্তমে,
উচ্চকণ্ঠে, বীররসে হরষে রসিয়া,
কেমনে শ্রীরামচন্দ্র, বধিয়া রাবণে,
রক্তময়, অগ্নিময় অপূর্ব্ব আহবে,
ঘুচাইলা ত্রিলোকের দুঃস্বপন ভীতি !

স্বামী রামানুজের প্রতি

হে ভক্তির বরপুত্র! নমি তব রাজীব-চরণে
হরিনাম-করবীর-কুঞ্জে তুমি ভ্রমরের প্রায়,
গুঞ্জরিছ হংস তুমি হরিগুণ কমলের বনে,
কেমনে করিব তব স্তব, দেব! কথা না জুয়ায়।
হরিপাদামৃতে যোগ-কমণ্ডলু ভরিয়া যতনে
করি আহা মহাধ্যান ভক্তি-গঙ্গা আনিলে ধরায়।
সেই পূত বারিবিন্দু দানে নাথ পিপাসু-জীবনে
কর শান্ত, ভবসিন্ধু-লোণা জলে মরি পিপাসায়!
হায় এ ভবের হাটে (মূর্খ আমি) নাহি চিনিলাম
হরি-কোহিনুর ধনে! কাম ক্রোধ বঞ্চক পশারি
ঠকাইল ;—লাজে মরি, কি কিনিতে কিগো কিনিলাম!
কিনিনু রতনভ্রমে ভাঙ্গা কাচ রঙ্গিণ দুচারি!
হে কাণ্ডারি, তুলে লও তরণীতে ঝরে অশ্রুনীর ;
ভয়ে মরি! উড়িছে গৃধিনী, এ যে জনশূন্য তীর!

সুবালা দেবী।

১

হে মহিমময়ী নারি! ইন্দিরা-প্রতিমা,
কি বিশাল কি উজ্জ্বল তব দুটি আঁখি!
ও দুটি ভ্রমর কি গো পদ্মদলে থাকি
আনন্দে করিছে ধ্যান স্বাদু মধুরিমা!
নাহি কোনো সাজ সজ্জা, তবু কি গরিমা!
আট পৌরে সাড়ি পরি' মধুরা অতুলা
বনফুল ফুলময়ী জিনি' শকুন্তলা!
হে নারি! কি মহামন্ত্রে নারীত্বের সীমা
ছাড়ায়েছ? লভিয়াছ দেবের পদবী!
শিশুপুত্রে লয়ে ক্রোড়ে হে যশোদা তুমি,
সৃজিয়াছ বৃন্দাবন পুণ্যকুঞ্জ-ভূমি!
আপনার গৃহাঙ্গনে কি অপূর্ব্ব ছবি!

২

কি শান্তি বদনে তব! কি দীপ্তি নয়নে!
তব হৃদি-তপোবনে, কি নিশি দিবস,

সতীত্বের হোমশিখা অতি সন্তর্পণে
জাগায়ে রেখেছে, ঢালি ধূপ, সর্জ্জরস,
কোন্ শুভ্র চিন্তাবলী ঋষিকন্যাগণ !
অবলা, তবুও সৎসাহসে ! সিংহিনী
সভামাঝে দৃপ্তা যেন দ্রুপদনন্দিনী !
বিজয়িনী দুঃশাসনে করিছ শাসন।
দশবাহু প্রসারিয়া অসুরমর্দ্দিনি
করিছ দমন যেন অসভ্য অসুরে।
হে সাবিত্রি ! বিভীষিকা পলাইছে দূরে
ভয়ে ভীতা, একি তব প্রভা তেজস্বিনী।

৩

জ্যোৎস্নারাশি আসি ভগ্নপ্রাচীরের বুকে
পড়ে যবে হাস্যমুখে আনন্দে অধীর !
অপূর্ব্ব সুন্দর হয় সে ভাঙা প্রাচীর।
শেফালীর রুক্ষ দেহ ধরে নিজ মুখে
কি সৌন্দর্য্য, ফোটে যবে রূপসী শেফালী !
সুনীল কালিন্দী হয়, মরি কি ধবলা,
পরশে হরষে যবে, মিলনে উতলা,
মন্দাকিনী, শতবাহু আনন্দে আস্ফালি !

নিদাঘের রৌদ্রতপ্ত ধরিত্রীর ধূলা
হেসে উঠে বরিষার শ্যাম দূর্ব্বাদল ;—
তব স্পর্শে, হে সুবালা, লাবণ্য দুকূলা,
তেমতি হাসিছে ধরা উজল শ্যামলে !

৪

নমি তব শ্রীচরণে হে বরণ্যা নারি !
শিখুক—তোমারে হেরি বিশ্বসেবা-ব্রত
নরনারী !—হে সুবালা, অমৃতের ঝারি,
দরদে দরদী হয়ে, ঢালিছ নিয়ত,
নিশিদিন শ্রাবণের মেঘমালা-মত !
দখিণা বায়ুর মত, অমৃত পরশ,
তোমার ও বিশ্বপ্রীতি বহে অবিরত !
কেমনে গাহিবে কবি তোমার সুযশ ?
অয়ি শুদ্ধে ! অয়ি বুদ্ধে ! ও চিত্ত-সরসী
বিমল আরসী সম, যাই বলিহারী !—
হেরিছেন সে মুকুরে নিজমুখশশী
যোগমায়া !—জয় জয় হে আদর্শ নারি !

অভিশপ্তের-আক্ষেপ।

১

এ সেতারে তারে তারে কেন জাগে রাগিণী ?
বুকে বহ্নি, মুখে হাসি, গেছে সে লাবণ্যরাশি,
নীরদে লুকায়ে গেছে সে অপূর্ব্ব দামিনী !
কভু বাসি নাই যারে সে এবে মরণ-পারে ;
এ ঝঙ্কারে কেন আনি সে জলন্ত-কাহিনী ?
করি তার বুক খালি, সে দিত অমৃত ঢালি,
তিরস্কারে পুরস্কার, ভাবিত সে ভামিনী !
হেসে হেসে, ভালবেসে, সে চলিয়া গেল শেষে ;
আঁধারে মিশায়ে গেল পৌর্ণমাসী যামিনী !
এ সেতারে কেন জাগে সে জলন্ত কাহিনী'

২

মুগ্ধ কুলটার রূপে, গঙ্গা ভাবিলাম কূপে ;
এ যেন ইন্দ্রের পদ, ঘুমঘোর স্বপনে !
ঝুটা মুকুতারহার ভাবিনু কি চমৎকার,
উরসে হরষে তাহা দোলাইনু সঘনে !

দুর্গা পূজা এল গেল ; তবু নাহি হুশঁ হোলো ;
পূজার নৈবেদ্যরাশি ঠেলিলাম চরণে !

৩

গৃহে ছিল স্পর্শমণি, আমি তারে কাচ গণি,
হেলায় রাখিনু দূরে, গৃহকোণে, আঁধারে !
সাগরে ভাসানু ভেলা, আলেয়ার সাথে খেলা
খেলিলাম—নয়নের একি ঘোর ধাঁধাঁরে !
রে প্রমত্ত অলিমন, একি তোর আকিঞ্চন ?
কমলে ত্যজিয়া কেন শৈবালেরে সাধাবে ?

৪

গেল যশ গেল মান, জ্যোতিহারা দুনয়ান !
হা নির্লজ্জ ! তবু ধাই সে কুলটা-সকাশে !
লক্ লক্ জিহ্বা রাশি, অগ্নি শিখা উঠে হাসি,
পতঙ্গ আলিঙ্গে তবু সে চিতারে উল্লাসে !

৫

"যাইতে না দিব তোমা," গৃহলক্ষ্মী অনুপমা,
এতবলি, একদিন, বাহুযুগে বাঁধিল !
আমি রোষে অকস্মাৎ করিনু চরণাঘাত ;
ছিন্ন লতা সম বালা লুটাইয়া পড়িল
তবু করি জোড় হাত, "পায়ে কি লেগেছে নাথ" ?

বলিয়া অবলা বালা চক্ষু মুছি হাসিল,
"দুরহ ডাইনি বলি" আমি সাট গেনুচলি
আকাশ হইতে তবু বজ্র নাহি নামিল !

৬

দেবতা কি স্বর্গে নাই ? আমি এবে ভাবি তাই
অধর্ম্মের চিরজয় সনাতনী প্রথারে
কে হরে মর্ম্মের ব্যথা ? কে শুনে ধর্ম্মের কথা ?
দরদে দরদী হয় সে দেবতা কোথারে ?

৭

আকুলিত অলি পুঞ্জে, আমারি প্রমোদ কুঞ্জে,
বিহরিত আমার সে সর্ব্বনাশী সঙ্গিনী !
তারে পেয়ে সব ভুলি আবেষ্টিনু বাহুভুলি,
কি কুহক জানিত সে কুহকিনী রঙ্গিনী।

৮

হাতে ধরিয়া চিবুক তার চুম্বিলাম বার বার,
চৌদানীর দুল ধরি দুলাইনু সঘনে ;
মোহ-সুরা করি পান একে বারে হতজ্ঞান।
তন্ময় হইয়া চাহি সে ডাকিনী-বদনে।

৯

ভুলি ঘর ভুলি পতি, চলিনু "অমরাবতী"
এই কুঞ্জ—তুই মোর লীলাময়ী উর্ব্বশী।

মিশরের রাণী যিনি, তুই ওলো সোহাগিনী
ধরাধামে নাহি ধনি তোর সম রূপশী।"

১০

বোতলের কর্ক ছোটে, সুরা বুদ্বুদিয়া ওঠে,
চল চল, নেচে নেচে শ্যাম্‌পেনের গেলাসে।
অদৃশ্যে, তুলিয়া অসি, নিয়তি অদূরে বসি,
কল্ কল্ খল্ খল্ হেসে উঠে উল্লাসে!

১১

একি সর্ব্বনাশা প্রেম, পিতলে ভাবিনু হেম!
সংসার বিষয়-কাজ, সব গেনু ভুলিয়া
আর নাহি ফিরি ঘরে! নাহি বন্ধু চরাচরে!
তারি মুখে মুখ দিয়া থাকিলাম পড়িয়া!

১২

একদিন এলো জ্বর! কি কাঁপিনু ভয়ঙ্কর!
ডাক্তার আসিয়া বলে "প্লেগ্ এ যে" সভয়ে
আতঙ্কে সে পলাইল, দাসদাসী শিহরিল,
পলাইয়া গেল তারা নিজ নিজ আলয়ে!

১৩

প্রাণ যায় কোথা তুমি—আমার অধর চুমি'
জুড়াও বহ্নির জ্বালা—কোথা তুমি চপলা?

।

তুমিও কি পলাইলে ?   এ বুকেতে দাগা দিলে
প্রতিধ্বনি নেচে বলে "কোথা তুমি চপলা ?"

১৪

বুঝিতে নাহিগো বাকি !   চপলা দিয়াছে ফাঁকি
সব মোর চুরি করি পলায়েছ নাগিনী।
চারিধারে অন্ধকার আমারই হাহাকার
ল'য়ে করে লোফালুফি প্রতিধ্বনি ডাকিনী

১৫

মরণ হাঁকিয়া বলে   "চল চল রসাতলে"
জীবন বিহঙ্গ বলে "যাই যাই উড়িয়া"
আর বুঝি নাহি বাকি ?   সত্রাসে মুদিনু আঁখি
জীবনের মরণের সন্ধিস্থলে পড়িয়া !

১৬

মনে নাহি কতদিন এমনি চেতনাহীন
ছিলাম সে শূন্য গৃহে শয্যাতলে পড়িয়া
আমি যবে খুলিলাম কি অপূর্ব্ব হেরিলাম
এগো কোন দেবী মূর্ত্তি শিয়রেতে বসিয়া

১৭

জ্বর নাই !—একি স্বর মধুমাখা মনোহর,
সে কণ্ঠ এ সাজে যেন বাজলরে বাজনা !.

।

এ দেহের বাদ্য যন্ত্রে,
শক্তি-সঞ্চারণ-মন্ত্রে
ধমনিতে ধমনিতে জাগিলরে চেতনা !

১৮

একি স্বপ্ন জাগরণে ! সেই দেবী সযতনে,
দেহের বিষাক্ত ক্লেদ চুম্বিনিল অধরে ।
তার পর, হেসে হেসে, জন্মশোধ ভাল বেসে,
আমার চরণ-যুগ বন্দিল আদরে !

১৯

ঢুলিয়া পড়িয়া শেষে, কহিল সে হেসে হেসে,—
"জন্ম জন্ম প্রাণনাথ পাই যেন তোমারে" !
আমি উঠিলাম জিয়ে, তীব্র হলাহল পিয়ে,
সে কিন্তু চলিয়া গেল জলধির ওপারে !

২০

এ সেতোরে কেন আজি জাগিল এ রাগিণী ?
বুকে বহ্নি, মুখে হাসি, গেছে, লাবণ্য রাশি
নীরদে লুকায়ে গেছে সে অপূর্ব্বদামিনী
কভু বাসি নাই যারে, সে এবে মরণ-পারে ;
এ ঝঙ্কারে কেন আনি সে জলন্ত কাহিনী ?

করিতার বুক খালি, সে দিত অমৃত ঢালি,
তিরস্কারে পুরস্কার ভাবিত সে ভামিনী !
হেসে হেসে ভালবেসে, সে চলিয়া গেল শেষে ;
আঁধারে মিলায়ে গেল পৌর্ণমাসী যামিনী।
এ সেতারে কেন জাগে সে জ্বলন্ত কাহিনী।

নর্ম্মদানন্দিনীর চাট্নী।

১

কোন্ শ্রদ্ধা-পুদিনায়, নর্ম্মদানন্দিনী
কোন্ প্রীতি-শর্করায়, কন্যা আদরিণী,
হেসে হেসে, ভাল বেসে, করিলি চাট্নী?
কোথা লাগে লাখ টাকা? নাহি এর মূল্য;
অমৃতে মাখানো এ যে ভুবনে অতুল্য!
রসবড়া রসে ভরা, নহে এত মনোহরা
"মেওয়ার জিলিপী" হারে! অহা কি রঙ্গিণী, *
সুন্দর, অতি সুন্দর, সুন্দর, চাট্নী!

২

অন্নপূর্ণা † মা আমার! যা কর রন্ধন,
তাই কি হইয়া যায় অপূর্ব্ব শোভন?
মায়ের হাতের গুণে সকলি মোহন!

---

* বলা বাহুল্য "রঙ্গিণী" শব্দটি "চাটনী"র বিশেষণ।

† "নর্ম্মদানন্দিনী" আমার বন্ধু-কন্যা। ইহাকে আদর করিয়া আমি "মা অন্নপূর্ণা" বলি।

রাঙা পা-পরশে সোণা হইল তরণী ,
হরষে বিহ্বল হ'ল ঈশ্বরী পাটনী ।
তাই এত মধুভরা, তাই এত সুধাঝরা,
তাই এত মনোহরা, অপূর্ব রঙ্গিণী,
সুন্দর, অতি সুন্দর, সুন্দর চাটনী ।

THE GARLAND

OF

PARIJAT FLOWERS

BY

D. N. SEN

THE
GARLAND OF PARIJAT FLOWERS.
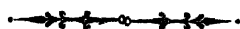
The Ideal Man of Action.

O Though who interpreteth Human life
In terms of duty, and of righteousness,
Who loveth Love for Love,—a worship less
Than that is Idolatry; children, wife,
And riches, power, breed discord, noise and strife,
Without this salt of love! The Bright Ones bless
Us not, when madly we pay tax or cess
To Demon of Desire,—such freaks though rife!
O man of action fair!—thy life so sweet
Is an adoration to the Most High!
At Love's High altar oh, an incense meet,
A sacrifice of mellow fruits is thy
Sweet spirit bold!— Heavenward through the sky
Thou soarest singing, far beyond our eye.

The Ideal Christian Devotee.

A morning-sunshine lighteth, Friend! thy face,
Majestic sweetness sitteth on thy brow;
I will not ask thee, wherefore? whence? or how?
'Tis not a guess of chance with deuce and ace;
I see and taste the dish—and utter grace.
I smell the fragrance and with rev'rence bow
Before the lovely Rose within, for thou,
O friend, art sure a garden where, apace
Has grown the charming full blown Rose of bliss
Behold! sweet perfume all around it blows!
Ah, Look, each crimson petal smiles and glows!
And I have known aright, for known I this:
The Lord is Vine; the branch no fruit can bear
Except 'tis in that Vine, Beyond Compare.

To The Lord Venkatachalapathi.

This poem is affectionately dedicated to my young friend K. VENKA my companion in travels.

Oh steep and zigzag, rugged, rocky, wild,
Is this dark mountain-path, and, oh, they say :—
By cruel, heartless robbers, being beguiled,
Unwary, weary travellers fall a prey !
The hooded cobra hisses ! Pards waylay
Them, hid in ambuscade ! Of twilight mild,
No ray doth glimmer ! Mists on mists hang piled !
In dire dismay, I stand ;—where is the way ?
E'vn Hope Star fails to shed a shimm'ring light ;
The mirage mocks my human pride and skill !
O Venkat Lord ! Is this Illusion's Hill ?
I stray, I faint !—Ah me, fast comes the night !
O Guide, oh come, and to Thy Temple High
Lead me ! O Father, list to my wild cry.

To The Lord Swarnavarsheswara of Kandadevi.

This pœm is most humbly and respectfully dedicated to :—

M.R.Ry. M. AR. N. Ramanathan Chettiar Avergal
,, RM. M. ST. Vairavan Chettiar ,,
,, AR. AR. Sm. Somasundaram Chettiar ,,
,, RM. AR. AR. RM. Arunachalam Chettiar ,,
,, AL. AR. Arunachalam Chettiar ,,
,, M. AR. AR. Arunachalam Chettiar ,,
,, CT. RM. Murugappa Chettiar ,,
,, PL. A. Venkatachalam Chettiar ,,
,, M. Somasundaram Chettiar ,,
,, M. L. M. Swaminathan Chettiar ,,
,, K. KR. Swarnan Chettiar ,,

Zemindar of Devakota.

and other leading Chettiars as a humble token of my gratitude for their kindness, charity and hospitality.

O Thou, who, in bright, blessed days gone—by,
Didst, shower in rains, rich, liquid gold, untold,
Some say : Thy Consort, Queen of Maya, bold,
Lay hidden here, and all the Gods die sigh,

For Her ; all Universe lay dreary, cold,
Without Her ; for, forsooth, the world would die,
Unless That Primal Energy be nigh.
The Gods did search, and search ; at last, unroll'd
Before their eye, the Long-sought Mother's face,
Sweet-Smiling, and Creation smiled again.
O Siva ! Father kind ! and thou didst rain
Sweet liquid gold, and bless all mortal race,
Oh, I too, search Her ; like the Gods, I long
To see ! Oh, show her face and right my wrong !

To The Lord Ganesha.

(Composed on the occasion of the celebration of the Ganesha Mangalarathi in the College Students' Home, Mysore, on Saturday the 12th September 1908.)

O Good! O True! O Bliss! O Blessedness!
Thy Graces, Mercies, Bounties, Charities,
Have they not given us honey-sweets, like bees
Of rosy bowers? Rare gifts and numberless,
Have they not Lord! from Fragrant mercy Press
Ooz'd forth and dipp'd us all, like vernal breeze?
Yet more! One more, rare gift of ecstasies,
We beg! Deny it not :—bestow and bless!
O Giver Great of winsome gifts! O fill
Our heart-cups with life's elixir!—the wine
Of love, that drunk, makes man a God Divine!
That all vain, earthly discords might be still!
And Hindus, Christians, Moslems, greet and meet
In one vast Temple! 'Hail Festival! How grand!
How sweet!

To,

His Holiness,

Sri Jagatguru Sankaracharya.

(I most humbly and respectfully dedicate this poem to His Holiness Sri Jagatguru Sankaracharya of Kumbakonam.)

O Lord of Wisdom ! Thou of wond'rous might,
That layest prostrate at thy Holy Feet
The Demon of Desire ! O Captain, dight
In shining steel of Yogas,—weapons meet
For such a crusade grand !—Thy trumpet sweet
Has loudly called to arms, to field and fight,
Unnumbered Yogees bold ;—O victor, bright
Is thy gold-throne of Truth—majestic seat !
Lo ! Sorceress Illusion, yonder flies
At sight of Thee: her madd'ning charms, her spell,
Less potent, sure, than thine !—Thy magic cell
Is thy pure sunny heart whence ever rise
Heavenwards sweet wreaths of hymns !—
yea, more intense
Than earthly myrrh—Oh what a wild incense !

To The Lord Ragavendra.

This poem is most humbly and respectfully dedicated to M. R. Ry. Vidvan Raghava Iyengar Avergal, the celebrated Tamil Pandit of Southern India, as a humble token of my gratitude for his sympathy, kindness and hospitality.

O Thou Ideal Hero! it doth seem,
Thy prowess, like the thunder from the blue,
Pierced all the heads of Ravan and his crew,
And all their demon-pomp, like Night's dark dream,
At peep of Sun-beam, fled! So Thou art Theme
Of mighty poets, seers and prophets, who
Have sung in deathless verse Thy Valour true!
They saw the God in Thee, O Power Supreme!
I pray Thee, tell me, Mighty Victor! say,
Where now are all thy lightnings, thunders, fire?
Look, look! here stand, in shameless war-array,
With passions six, the Demon of Desire!
My Soul—Thy Seeta—is their captive! Come!
The monsters yell, and dance, and beat their drum!

To God-The Golden Lord.

This poem is humbly and respectfully dedicated to my friend M. R. Ry. Malaiperumal ponnusamy Pillai with my best regards.

O Golden Lord of dazzling beauty bright,
The Sole, True Gold! All else is tin or brass,
Base—dross, though giltt'ring! Where all round is grass,
And weeds, Thou standest tall, and bold, upright,
A Golden Palm-tree—a resplendent sight!
Midst sea, Thou Golden Lotus, where a mass
Of uncouth sea-shells rise and float and pass,
Thou bloomest, shedding sweetness, Glorious Light!
That stone is not a myth, at whose soft touch,
All baser coin is changed to purest gold:
Thy name is that rare gem; its virtue such
That brass is changed to gold and young to old!
And sweet Devotion is the touch-stone right,
That shows that saints are gold, surpassing bright!

To The Lord Krishna-The God of Universal Love.

Dedicated to my young friend M. R. Ry. M. R. Krishna Iyer of Devakota with my best regards.

With smiling roses, lovely jasmines sweet,
O Krishna, I have come! With eager hand,
I light the lamp! An eager pilgrim-band,
Of holy thoughts, stand at Thy crimson feet!
My lips devout, with joyous hymns do greet
Thee, Lord ! All earth-born thoughts,like shells on sand,
As when the sea-waves rush into the land,
Are swept away, (Oh joy of joys!) complete,
By flood-light of Thy Presence, (Blessed hour!)
Thus let me be a captive, evermore,
Within Thy heart, like bee, drunk to the core,
Imprison'd' midst the petals of a flower!
Or, caged in grove of green leaves, like a dove,
All day, all night, sweet-cooing tales of love!

TO THE LORD OF RAMESVAR.

O Thou who knowest all ! ill, broken, spent
I've come to Thee! I crave for Thee, for thee,
Ev'n as the drunkard pants for wine! see, see
How woe-begone my face ! Relent, relent !
With wringing hands, eyes sunk, and shoulder bent,
I stand !—Prostrate, I fall, e'en like a tree
Uprooted !—Flowers & leaves, what if they be,
Still clinging to the form ? The tree is rent !
O save me, save me, O thou Saviour kind,
I burn & cry in anguish !—for the fruit
Of Witch Illusion's Vine (Sweet to the root
And yet so fatal !) I have ate, all-blind !
Death grins ! Come, come, O Life's Immortal Sire!
Oh where art Thou ? Come, Nectar ! quench this fire !

II.

With lamps, with torches, thousand candle-light,
The priests have full-illum'd Thy Image Fair,
And yet my heart is sad : this pomp, this glare,

Doth soothe me not ! I hanker for that Sight
Of Sights within this form !—Resplendent, Bright,
O Gem of gems, deep-hid, beyond compare !
Shall Lodestone Lust prevail ? Appear, O Rare
Sole Diamond Bright !—Shine, shine, in splendour
while ;
Some rays of Thy White Light, O Diamond
Bright,
Will be my staff to lead me on ; some rays
Will be the light of my blind eyes, through ways
Wild, hazy-dark, to guide me on aright !
Oh let Thy Glory, like the Et'rnal Bride,
Aurora, lovely, sweet, shine by my side !

To The Lord Visvanatha Swamy of the ammakoil of Sivagaug.

(This poem is most humbly and respectfuly dedicatedto His Holiness the Swamy Koiloor—a great Bhaktha of the Lord Siva. It is said that a certain poor woman went to Kashi and thence brought this Siva Lingam).

So Thou wert brought from distant northern shrine,
O Holy Lord, ev'n as a second light
Of torch, is lighted from a candle bright
Already burning strong ! Or from the vine,
E'en as sweet tendrils, full of luscious wine,
Burst laughing ! Or, resistless in their might
As other streamlets flow—of crystal-white—
From Ganga, Queen of Rivers, Pure Divine.
As I behold Thee, Universal Soul !
Methinks, each human soul is one flame bright,
Full-lighted from Thy Radiance so White !
Of Thee, O mystic Circle, Spaceless Whole !
Thy Heart is Kashee ; I, a lingam rare,—
An offshoot of Thee, Lord, so Beavteons-Fair. !

To the Lord Swaminarayan of Sivaganga.

O Thou who slept on waters nectarine,
Beyond all time and space ! Thy Beauteous Bride,
Thy Consort, Queen of Maya, by Thy Side,
Sat smiling ! To Thee clinging, like a vine,
Embracing some fair tree ! Ambrosial wine
Of Thy sweet beauty, O Thou Lotus-eyed,
She drank and drank ;—for doth She not abide
By Thee, like moon on Siva's forehead fine ?
And then she roused Thee ! Ah, those four eyes smiled,
And met !—and thus, anon Creation Fair
Sprang forth ! And Suns and Moons, all Planets rare
Shot forth from Those Love-glances, sweet & wild !
Mysterious Double-God ! We gaze and gaze,
Yet sense not what we see, lost in amaze !

To the Spirit of the late Mayabaram Swami Iyer Sankara Iyer of Sivaganga.

Ideal Man of Action ! Thou art gone
But still thy spirit floats, all bitter woes
Beguiling ! As when dies the summer-rose,
Its joy-inspiring odour lingers on
In liquid-essence ! Oh thy soul had shone
Like Orb of Day and set ! That sunset grows
Yet bright, Oh, like the sunset fair that glows
In poet's verses—an immortal dawn !
Smile on, O Moon, through curtains of the sky ;
Though dark the night, yet lovely is thy smile !
Be Thou our Lode-Star Bright ! Though storm is nigh,
We yet shall safely sail to yon Blest Isles
Of Peace !—Cheer up, cheer up, with all your might,
O sailors, bold !—Yon shines our Beacon-Light !

To God the President of the Theosophical Society.

This poem is most humbly and respectfully dedicated to the President and members of the Theosophical-Lodge, Sivaganga, as a poor token of my gratitude for their brotherly love, kindness and hospitality).

O Lord of Wisdom ! O Eternal Bliss !
O Perennial Fount of Loveliness !
Oh touch this stony heart of mine, and bless
It with Thy Crimson-Feet ! The stone will kiss
And greet Thy Ruby-Feet ! Let me not miss
That magic, mystic touch, for that caress
Will thrill it into Lif · Boon more or less
I crave not, for what gift can vie with this ?
So, like a second, sweet Ahalya, I,
Shall rise in all the glory of a bride !
Pure, stainless, like a dewdrop, by the side
Of white rose-bud, that just has opened its eye !
Long, long a sea-shell vile, oh I have been :
Lord ! change me to a pearl of ray serene !

To the Lord Sundaresha-
the Divine Father.

What glorious, gorgeous form is Thine ! Agape,
All stand before Thee,—Yogees, gods and seers
In mute surprise ! And then with hurrahs, cheers,
They greet Thee, for resplendent is Thy shape !
The faithless sceptic—he, the human ape,
Doth see a form mishappen, dark ! He sneers
At his own queer, reflected form ; he leers,
He jeers —and yet, the fool, Thy wrath doth
'scape !
For Thou art kind, O without peers ! Aglow
With love, Thou viewest e'en the worm ! O Good,
O Beautiful ! The hissing snake, with hood
Upraised, doth find Thy blessing ! Eternal flow
The Fountains of Thy Mercy !—Oh, on all,
On high and low, Thy Sunbeams shine and fall !

To the Lord Ganapati.

O Holy Soul ! O Thou whose mighty name
Consumes all ills, e'en as on burning pyre
All forms are turned to ashes ! e'en as fire
Consumeth flax !—Lord, Thou Thyself art
fame ;-
Unworthy I to sing, I blush with shame,
That I should chant Thy glory !—But O Sire,
In my dark heart did burn this strong desire
Of praising Thee—it shone, like quenchless flame
Inspir'd by Thee, I see: Thy four, fair Hands
Are Four Fair Scriptures ! and Thy belly wide
Holdeth the Universe ! All mortal pride
Thou crushest by Thy trunk ! Like puny sands.
At rush of tides, all, all is swept away !
Thou Builder of all forms—all else is clay !

To the Lord Subramania.

O Warrior God ! So potent is Thy might,
The demons fled before Thee !—I behold,
Inspired by Thee !—'Tis not a symbol cold,
Thy six bold heads—O Lord Thou lovest fight
Ev'n now—for when, 'tis dark, at night,
When not a single ray its liquid gold
Sheds o'er the human heart,—six demons bold
All—fierce, attack us, Thou, with armour bright,
Well-dight—appearest, smiling in the field,
And routest all the demon-crew !—I pray
O Captain ! come, in all thy war-array :—
Night's darkness is on me: be Thou my shield !
Six passions make my heart a living hell !
Come soon, Sixheaded Lord !—They dance, they
yell !

I.

To Sri Meenakshi Devi—the Divine mother.

Mysterious Mother! Thou of em'rald green,
Excelling e'en the green of smiling Spring!
O Beauty's Fount! Such joy-inspiring Thing—
Of Loveliness, on earth has never been.
Hail Spirit., hid by Thy Illusion-Screen!
If such Thy outer form, what voice can sing
The dazzling Splendour of Thy Inner Being—
That Blissful Vision White, by Gods unseen?
Amazed I stand! Thy glitt'ring, dancing eyes
Have shot bright rays of light through my dark heart,
Like morning sunbeams! Oh I feel a smart
Of pain, akin to joy! What bold surprise
Thy glance has wrought! I was a puny child;
Anb lo! I stand a Man, exultant, wild!

II.

Thy royal Father was without a child;
And so he prayed—and from the sacrifice

Of fire, in beautious form, Thou didst arise
In glowing em'rald green! And sweet and mild,
And winning was Thy smile!—With wonder wild
He gazed on Thee—anon, in mute surprise
He took Thee in his arms, and he did prize
Thee more than thousand sons,—thus love-beguiled!
I yearn, I pant for Thee! So let me light
On altar of my heart, a sacred fire
And let the fuels of all gross desire
Be burnt to ashes cold!—Resplendent, bright,
So Thou shalt spring, Meenakshi, from that flame;
And Thou shalt be my all,—child, wealth, and fame!

III.

They say:—Thou hadst, for years, a dreadful fight
With Thy Great Lord: I care not to inquire
Whether 'tis myth or truth! for, like a fire
Of lightning, flashes on my inner sight
The meaning of that Symbol—for the light
Of Thy bright grace illumines me! Thy ire

Was all for us, yea, Thy combat dire
Was all for us!—Have I not read aright?
Ev'n now, Thou fightest with Thy Lord! We sin
And when His wrath Divine doth us pursue,
And bitterly and wildly when we rue
Our folly, in the field, Thou steppest in
A Warrior-Queen!—All-vanquished, He doth smile!
He pardons all our sins—though rank and vile!

IV.

They say:—Thou hadst three wondrous
breasts of yore;
And one dropp'd in that mystic holy war!
Now clears that symbol's meaning, for the star,
Thy Bright ah, Eye ah, revealeth all this lore!
Thou Compassion Incarnate! A store
Of Nectar sweet, full-flowing, near and far,
What third breast, for us, ah, evermore,
Thou hast reserv'd! for we Thy children are!
It has not dropp'd; the blind, the fleshly eye
Can ken it not! The inner vision clear

Doth show that marvel to the holy seer—
Thy true, true child'—And on Thy lap doth lie
That infant pure, and drinketh with delight
That milk nectareous-sweet!-oh! what a sight!

V

The legend goes:—There lived in days, gone-by,
A Brahmin sinful, oh, whose grievous, sin
Did know no bounds! Poor Earth did weep within,
And then groan'd loudly, with a wild, wild cry,
Under such loads of sins, that didst defy
E'en God's mercy!—Yet Thou didst say "A kin,
Yea, more than kin-my son he is"! A thin
Cow's form assuming, smiling Thou didst hie.
The sinner caught Thee by thy tail; but fast
And fast Thou rannest wild! Thy hair, like glue,
Did fasten him! Seven times, all breathless flew,
Both cow & man, Thy shrine around and past!
And thus salvation won that sinful Man!
Should I not hope? Thy mercy who can scan?

TO THE LORD GOKURNESWARA OF PUDUKOTA —THE DIVINE FATHER.

Save me! Oh save! O Father, to Thy ear,
Sore-press'd, I sing thy mercy's tale!—A cow
Of yore. was thy devotee firm, for Thou
Dost spurn not worship e'en from beasts,and dear!
To Thee was she! Each day, with water clear
She fill'd here ear: to Thee, ah, she would bow
And sprinkle water on Thy Person! How
To pray, unskill'd, she bellow'd without fear!
A tiger once did seize her on the way;—
She shriekd for help! Anon, Thoudidst appear
And slay the monster! Thou dost ever hear
Thy suppliant's shouts for aid!—I pray, I pray,
Delusion's claw is on me!—For help I cry—
Come soon! Come soon, O Lord, or else I die!

TO THE LADY BRIHADAMMAL OF PUDUKOTA —THE DIVINE MOTHER.

All-Potent Mother! Thou who in Thy hand
Holdest the universe, like lotus-flower,
Held by some fair one in her Beauty's Bower,
Or like a ball in sport!—We think: how grand
Our human Babels are, but like the sand
On strand, all, all is swept away!—all tower
And castle, by the boundless tidal power.
Of Thy-vast sea of Time, that girds the land!
O Power August! Majestic presence Grand!

I feel how weak I am—an ant—a meal
Of worms—a cipher mean—as thus I stand
Before Thee in Thy temple, and I kneel!
Anon I feel, Thou mother art!—That sense
Of sonship, fills me with omnipotence!

TO THE GODDESS OF THE TULSY PLANT THE DIVINE MOTHER.

(This poem is respectfully dedicated to Sri Tul— siammal-a devout worshipper of Sri Krishna. She is the mother of my dear friend, M. R. Rha K. Luxman Surma, B. A. B. L., Vakil, Pudukota.

O Goddess of sweet basil-leaves ! Thou art
Lo v'd Spouse of Krishna ! ah,this morn,methought,
As I, with flowers, and garlands basil-wrought,
Didt worship Him, I saw Thee ! and my heart
Expanded like a rose, and all keen smart
Of sorrow, fled ! I hailed Thee, O Unsought
For, Bodied Blessing Rare ! and I forgot
All toys and trinkets of illusion's mart !
I drank sweet crystal draughts, ah, nectarine,
Of Thee, O Fount of Beauty, and this clay,
Like oven-mud, whereon the rose of May
Is full-distill'd, was fill'd with superfine,
Sweet smell of roses !—Ah, that fragrance sure,
Has richly plest me !—May it e'er endure !

TO SRI SRI RADHAKRISHNA—THE DIVINE FATHER AND DIVINE MOTHER.

(I dedicate this poem to my young friend K. Radhakrishna—a student of the Pudukota College —who worked hard as my amanuensis. May the Lord bless him for his labour of love !)

I yearn ! I hunger, Lord ! I thirst for Thee !—
A dupe of hope, I muse : "Lo ! this white light
Of Faith, that I have lighted, day and night,
Will burn, with all its diamond-radiancy,
On Love's pure Altar High !"—but when, ah me !
A gust of wind, malignant in its might,
All-sudden comes, the glowing taper bright
Flickers, I start ! I shriek: "what can it be ?"
They say, "Thou art All-Mercy—Lord of Love"—
False, false thy titles vain, for have not I,
Like sun-burnt earth, beneath a summer-sky,
Panted all day ? From Thee, oh, from above,
Shall not a drop descend ? Without, within,
Is it all Waste ?. O Guide ! where is Thy Inn ?

TO GOD—THE LORD OF CHIDAMBARAM.

(This sonnet is addressed to the Most High—I humbly dedicate it to my friend, Professor M. Chidambaram Iyer of Pudukotah College, as a humble token of my admiration for his genuine piety and devotion.)

O Sun of suns ! O Thou whose unwove robe
Is Time and Space ! Thou sittest, O Most High
Hid on thy radiant thone ! 'Midst boundless sky
Of pure-white knowledge, like the treasure—trove
Deep-hid in vaults of sea or as in grove
Of leaf-wove bowers, "at once far off and nigh",
The unseen cuckoo's voice !—The "wherefore ? why ?"
Such mystic questions, Thou dost baffle !—We strove,
We strove in vain to find Thee ! Everywhere,
And yet nowhere art Thou, O Presence Grand !
Methinks this rainbow-hued, Illusion-Land
Is hueless sparks of Thee, O Pure-White Fire !—
All colours fade as blue of sky or sea !
All, all, is but reflection caught from Thee !

TO GOD—THE IDEAL SUPERINTENDENT OF POLICE.

(This poem is dedicated to M. R. Ry. Krishna-swamy Iyer. Dy. Superintendent of Police, Pudukota State, as a token of my admiration for his courtesy, hospitality, scholarship and spotless integrity of character.

The poem itself is addressed to the Most High.)

O Lord, thou art the Eye of eyes, that knows
No wink,—the sleepless Sentinel,—the Light
Of crystal gem, that burneth day and night!
And Thou hast sent a torch that ever glows,
Ignited in Thy Flame!—that deftly shows
Through pathless deserts dark, the Road to Right!
His name is Conscience, Oh, Thy agent bright,—
A petal Of Thee, O Thou Full-Blown Rose!
Like mother's eye that watcheth, day and night,
The infant's cradle, he doth ever guard;
This guardian-angel never leaves his ward!
Than law and custom stronger is his might!
And when we err, he hits us, for O God!
He is Thy magic-wand—Thy golden rod!

To the late P. V. Ramachandra Rao of Pudukotah.

(This wonderful person, who alas ! is now dead, was a great devotee. He was one of the grandsons of the celebrated Sir T. Madhava Row. I dedicate this poem to his brothers P. V. Jagannatha Rao; P. V. Vasudeva Rao. P. V. Swami Rao M. A. P. V. Narayanaswami Rao, to his cousin D. Gopinatha Rao, and last though not the least, to R. Madhava Row. the only son of the deceased.)

Oh wild, wild bird ! How strange-strong was thy rage
For thy sweet home and nest' midst Groves of Bliss
In Paradise ! Nurse Earth's endearing kiss
Could chain thee not ! Doth Hist'ry's glorious page
Record such faith ? So thou didst break thy cage
And flewest Heavenward ! Oh ! how we all miss
Thy dance, thy songs ! But thou didst yearn for this
Celestial flight !—Art thou in hermitage
Of Devotion, perched safely on the seat
Of His red Lotus Feet ?' Midst angels good,
Dost drink the Nectar Wine of Peace ? Thy food,
Forsooth, is Love—Ambrosia ever sweet !
So thou hast found thy goal ! Sing on, O King
Of Birds,—Dance on, with winsome, flutt'ring wing

The Ideal Poet.

(This poem is humbly dedicated to M. R. Ry. S. Sitarama Sastriar, Pleader, Pudukotah, as a humble token of my appreciation of his high poetical talents.)

Oh thou Ideal Poet ! what wild flowers,
Sweet-smell'd and dew-dipp'd, o'er which
mum'rous bees
Sit joy-lull'd, dost thou cull, oh, from the bowers
Of Inspiration High ! oh, like a breeze
Of vernal morning, kissed by champak—trees,
Thy music steals our senses ! Like sweet showers
On sun-burnt Earth, it falls ! Its powers
Are like some founts, whose flow doth never cease !
O Skylark bold ! with wings outspread in glee;
Thou pourest songs of peace and joy and love :
Joy—hush'd, the angels listen from above,
O Bard ! to thy divinest melody !
On boughs of verse, thy thoughts hang evermore,
Like luscious fruits of vine, ripe to the core !

SUICIDE.

Oh have you seen the Witch ? Her I have known
Loose tresses nude and mad (A beldam's story
Prithee 'tis not) When night—grim vulture, love,
O'er earth and sky doth flap its wings in glory,
The hag is glad ! Behold a razor, gory.
In lean, shurnk hand ! Her bloodless cheeks, sall bone !
And in a temple, imageless and hoary,
She stands Expectant ! Hush ! List ! what a moan !
Her lover, man or woman, comes ! How slow
The figure moves ! yea like a ghost it glides,—
Its Hope's last lamps all shattered ! Low it hides
Its countenance ! No ember's after glow
By its heart's hearth ! A God forsaken face ! —
The witch enfolds it in her wild embrace !

কবিতাবলী।

আমার প্রণীত ও প্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি,—মেট্‌কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে ও অন্য কতকগুলি প্রেসে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রিয়জনকে উপহার দিবার যোগ্য করিয়া কতকগুলি কপি আর্ট কাগজে ছাপান হইয়াছে এবং উৎকৃষ্ট রেশমি মলাটে বাঁধাই হইয়াছে। প্রত্যেক পুস্তকেই একখানি ফটো দেওয়া হইতেছে।

অশোকগুচ্ছ। (দ্বিতীয় সংস্করণ)। ইহাতে কতকগুলি নূতন কবিতা ও পরিশিষ্টে, কতকগুলি ইংরাজি কবিতাও সন্নিবেশিত হইয়াছে। কাগজ ও মলাটের তারতম্য-অনুসারে মূল্য দুই টাকা ও এক টাকা। ইহা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীকে উৎসর্গ করা হইয়াছে।

গোলাপগুচ্ছ। (প্রথম সংস্করণ)। ইহা সাহিত্য-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মূল্য ঐরূপ তারতম্য-অনুসারে দুই টাকা ও এক টাকা।

পারিজাতগুচ্ছ। (প্রথম সংস্করণ)। ইহা স্বনামধন্য সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার ও সুকবি চিত্তরঞ্জন দাসকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মূল্য ঐরূপ তারতম্য-অনুসারে দুই টাকা ও এক টাকা।

শেফালিগুচ্ছ। (প্রথম সংস্করণ)। ইহা বঙ্গের অদ্বিতীয় নাটককার ও মহাকবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মূল্য ঐরূপ তারতম্য-অনুসারে।

অপূর্ব্ব নৈবেদ্য। ইহা প্রতিথনামা ঋষিকল্প অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহোদয়কে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মূল্য ঐরূপ তারতম্য-অনুসারে।

অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল। ইহা বঙ্গের অদ্বিতীয় গল্পলেখক কবিবর সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মূল্য ঐরূপ তারতম্য-অনুসারে।

অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা। ইহা পুণ্যশ্লোক যোগীকল্প অসাধারণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মূল্য কাগজ ও মলাটের তারতম্য-অনুসারে।

অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা। ইহা রসময় কবিবর রসময় লাহাকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মূল্য কাগজ ও মলাটের তারতম্য-অনুসারে।

হরি মঙ্গল। (দ্বিতীয় সংস্করণ)। ইহা মহাকবি অক্ষয়কুমার বড়ালকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মূল্য আট আনা মাত্র।

মালঞ্চ কাব্য। (দ্বিতীয় সংস্করণ)। সুকবি চিত্তরঞ্জন দাস-প্রণীত ও আমার দ্বারা সম্পাদিত। মূল্য ঐরূপ তারতম্য-অনুসারে

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

১৭ নং গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।